

শ্রীপাদপদ্ম

নাটক

প্রণেতা

শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ

“সপ্তরথী” “অনন্ত-মাহাত্ম্য” “মতী” “অদৃষ্ট”

“বিজয় বসন্ত” প্রভৃতির গ্রন্থকার

(মাচরং বরিশাল নট্র কোং দ্বারা
বৈকুণ্ঠ সঙ্গীত-সমাজে অভিনীত)

কলিকাতা

পাল ব্রাদার্স এণ্ড কোং

“বাণীপীঠ” — ৫।১ বিবেকানন্দ রোড

১৩৪৩

Published by R. C. Dey for Paul Brothers & Co

Bani-pith—5-1, Vivekananda Road, Calcutta

Printed by C. C. Santra, Lalit Press,

81, Simla Street. Calcutta.

The Copy-Rights of this drama are the property of
P. C. Dey, Sole Proprietor of Paul Brothers & Co.

Rights Strictly Reserved.

1936.

উৎসর্গ

শ্রীমতিলাল রায় কাব্যকণ্ঠের

পুণ্যস্মৃতি উদ্দেশে :—

একদা যাঁহার লেখনী ও কণ্ঠে স্বয়ং বাণীদেবী
সর্বদা অধিষ্ঠিতা ছিলেন ; যদিও কালপ্রভাবে এখন
সে লেখনী নিশ্চল ও কণ্ঠ নীরব, তথাপি তাহার
বাঙ্গনা চিরন্তন।

একদা গীতাভিনয় রচনায় যিনি সিদ্ধহস্ত, ও
অভিনয়ে সিদ্ধকণ্ঠ ছিলেন, এবং যাঁহার বাণিত্ব
অদ্বিতীয় ছিল—

একদা শৈশবে তাঁহার “গয়ানুরের হরিপাদ-
পদ্মলাভ” অভিনয়-দর্শনের মধুর স্মৃতি এখনও প্রায়
অর্ধশতাব্দী অস্তিত্বে হৃদয়ে জাগরিত, তাহাই অব-
লম্বনে আমার এই উদ্যম

শ্রীপাদপদ্মলাভ

নিবেদন করিলাম ।

অঘোর ।

কুশীলবগণ

পুরুষ

কৃষ্ণ ইন্দ্র । জয়ন্ত (ইন্দ্রপুত্র) । পবন । ধম । বরুণ । শনি
ছত্ৰাশন । সতাদেব । পরমানন্দ । মোহ । মদ । নন্দী

দিক্‌পালগণ :

গয়াসুর	ত্রিপুরাসুরের পুত্র ।
বিলোচন	গয়াসুরের খুল্লভাত ।
চক্রচূড়	বিলোচনের পুত্র ।
মহাকায়	অসুর-সেনাপতি ।
মন্ত্রী	.	.	অসুর-রাজমন্ত্রী ।
গ্রহাচার্য্য	ছদ্মবেশী শনি ।
শুক্লাচার্য্য	অসুরশুক ।

প্রহরী, প্রাত্‌হারা, কাপালিক, দূত, যুবক, অন্ধবৃক, বনবালক,
সভাসদগণ, প্রজাবৃন্দ, শিকারীগণ, অনুচরগণ, শিবাগণ, নাগরিক-
গণ, বালকগণ, প্রেতাগণ, সৈন্যগণ ।

স্ত্রী

লক্ষ্মী । শচী (ইন্দ্রের পত্নী) । অম্বরীগণ । দেববালাগণ ।

প্রভাবতী	গয়াসুরের মাতা ।
জল্পনা	}	...	ত্রিপুরাসুরের কণ্ঠাঘর্ষ
কল্পনা			
সুলেখা	চক্রচূড়ের পত্নী ।
বনবালা	ছদ্মবেশিনী লক্ষ্মী ।

খঞ্জরমণী, সোনারমণি, পুরবালাগণ, নাগরিকাগণ, নর্ত্তকীগণ ।

ত্রীপাদপদ্য

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্বর্গ—আনন্দ-মন্ডা

বরুণ, পবন, হুতাশন, শনি প্রভৃতি দেবগণ আসীন

বরুণ : [সানন্দে] সুরগণ !
আজ বড় আনন্দের দিন ;
ত্রিদিবের কাল-ধুমকেতু
ভীষণ ত্রিপুরাসুর
দেবতার অদৃষ্ট-আকাশ হ'তে
এতদিনে হইয়াছে চির-অস্তমিত
সুপ্রভাত ত্রিদিববাসীর ;
তাই আজ সমাগত দেবতামণ্ডলী.
একত্রে আনন্দোৎসব করুন সকলে

পবন । সত্যক্ট—জলধিপতি !
এ আনন্দের সীমা নাই আজি ।
সেই পাপ-দানবের নাশে
রাহমুস্ত দিনকর সম

আজি মোরা পুনঃ স্বর্গে লভিয়াছি স্থান ;
এ হ'তে কি আছে আনন্দ মোদের ?

হুতা । সত্য, সমীরণ !
যে দুঃখের জ্বালাময় হৃদ হ'তে
হয়েছি উদ্ধার মোরা,
সে আনন্দ প্রকাশের ভাষা
নাহি আসে রসনায় আজি ।
সম্মিলিত দেবতামণ্ডলী
আজি এই আনন্দ-সভাতে
মহানন্দে মাতিবে উৎসবে ;
কিন্তু আরও আনন্দ হ'ত,
হ'ত যদি এ উৎসব-সভা
সুরেন্দ্রের বৈজয়স্তম্ভধামে ।
আপনি বাসব
আহ্বানি অমরগণে
যদি করিতেন আনন্দ-উৎসব,
তা হ'লে সে মহোৎসব
আরও সুখের হ'ত ।

শনি । ইয়ে হয়েছে— দেখ, ভতাশন ! আমার কথাগুলি বোধ
হয়, তোমাদের কাছে খুবই গল্পগল্প ব'লে বোধ হবে ; কিন্তু ইয়ে হয়েছে
- ফাঁক্ পেলেই আমার কথা বলাটা চিরকালে অভ্যাস ; কিন্তু তাই
ইয়ে হয়েছে—আমার কথাগুলি পড়ের ছাঁচে ঢালতে গেলে, সে যেন
কাঁঠালের আমসত্ত্ব অথবা ইয়ে হয়েছে— সোনার পিতলে-কলস হ'য়ে
দাঁড়ায় ।

বৰুণ । বেশ ত, তোমার বক্তব্য যা, তা ব্যক্ত কর ।

শনি । বক্তব্য আমার ইয়ে হয়েছে—এমন বেশী কিছু নয় ; তবে ইয়ে হয়েছে—

পবন । [সহাস্যে] ভূমিকাই চলেছে যে, গ্রহরাজ !

শনি । হাঁ -বল্ছিলাম কি, ইয়ে হয়েছে—তোমরা সব বাসবের কথা বল্ছিলে না যে, ইয়ে হয়েছে—এই আনন্দ-সভা যদি সুরেন্দ্র আহ্বান করতেন, তা হ'লে সকলে কেন কৃতকৃতার্থ হ'য়ে যেতেন ? কিন্তু ইয়ে হয়েছে—এ কথাগুলি তোমাদের অতিরিক্ত চাটু-বৃত্তিরই একটা নমুনা ভিন্ন কিছুই নয় ।

অগ্নি । কেন -কেন ? সুরেন্দ্র হলেন ত্ৰিদিবপতি ; তিনি এ আনন্দে যোগদান করলে কি সত্যই আমাদের আনন্দের কথা নয় ? এতে আমাদের চাটুকারণিতার কথা কিসে এল ?

পবন । ঠিক জিভেতে ত কিছু খাট্কাই না, একটা যা-কিছু বল্লেই হ'ল । আমরা চাটুকারণ ?

বৰুণ । একরূপ যথেষ্ট-ভাষা প্রয়োগ, গ্রহরাজের কিন্তু নিতান্তই অশোভন হয়েছে ।

শনি । বলেইছি ত, ইয়ে হয়েছে—আমার কথাগুলি কানে তোমাদের একেবারেই গণ্ডময় ব'লে বোধ হবে ; কিন্তু কথাটা আমার একটুও মিথ্যা নয় ; যতদূর হ'তে হয় খাঁটী, ওজন করা সত্য দিয়ে ভর্তি ।

পবন । আচ্ছা, কারণ দেখাও—প্রমাণ কর ।

শনি । বাবা, একটা-আধটা নয়, একবারে উনপঞ্চাশ রকমের বায়ুর সমাবেশ তোমার মস্তকে ; তাতে ক'রে ইয়ে হয়েছে—

পবন । [সক্ৰোধে] রেখে দাও তোমার “ইয়ে হয়েছে”, আগে কারণ দেখাও—অমন যা মুখে আসে, তাই বল্লে চলবে না, বাপু !

শনি । [সহাস্ত্রে] একেবারে চটিতং ! তা উনপঞ্চাশ প্রকারের ক্রিয়া কিছু কিছু ত হওয়া চাই ?

হতা । নাঃ, আজকার আনন্দটা দেখছি, এই গ্রহরাজই মাটি করবে! ঔর এখানে না আসাটাই ভাল ছিল ।

শনি । [সহাস্ত্রে] বাতাস পেয়েছ বুঝি, হতাশন ? এ' ইয়ে হয়েছে—তোমারই বা দোষ কি ? পাশেই দাঁড়িয়ে উনপঞ্চাশের সমাবেশ ।

বরুণ । থাক, বাজে কথায় সময় নষ্ট হচ্ছে, এখন অঙ্গরাদের ডাকাও ।

শনি । ঐ—ঐ কথাটাই বলতে যাচ্ছিলাম ।

বরুণ । কি ?

শনি । [সহাস্ত্রে] মুখরোচক হবে না কিন্তু ।

বরুণ । না হ'ক, তুমি বলেই ফেল না ছাট ।

শনি । [সহাস্ত্রে] এই যে উৎসবের সভা ডাকা হয়েছে, এতে যদি সত্য-সত্যই সুরপতি উপস্থিত থাকতেন, তা হ'লে ইয়ে হয়েছে—তোমাদের আনন্দটা কি ঠিক জমত ?

বরুণ । না জমবার হেতু ?

শনি । হেতুটা হচ্ছে, শুধু উৎসব ক'রেই আনন্দ পাবার ইচ্ছা ত তোমাদের নয় ? ইয়ে হয়েছে—

বরুণ । [ক্রুদ্ধভাবে] কি তবে ?

শনি । তুমিও দেখি চটিতং, বাবা ! অমন ঠাণ্ডা জলের অধিপতি হ'য়েও মাথা গরম ? এটাও ওই হতাশন আর উনপঞ্চাশ সমাবেশের ক্রিয়া । ইয়ে হয়েছে—

পবন । বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে কিন্তু—[ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ ।

শনি । তা' হচ্ছে একটু, বাবা !

বরুণ : ষাক্, তুমি আমাদের এই আনন্দ-সভার উদ্দেশ্যটা কি মনে করেছ, সোজা কথায় সেইটে ব'লে ফেল ।

শনি । অতি সংক্ষেপে সোজা কথায় ব'লে দিচ্ছি । ইয়ে হয়েছে — তোমরা সব নিজের নিজের মনের দিকে চেয়ে দেখ দেখি, এ উৎসবটার উদ্দেশ্য কি ?

বরুণ । আরে, তুমি তোমার শ্রী মুখেই ব'লে ফেল না ।

শনি । এই অঙ্গরাদের নিয়ে একটু দস্তুর মত খোলা-প্রাণে ইয়ারকি করা, নয় কি ? কাজেই দেবরাজের অনুপস্থিতিই তোমাদের একান্ত প্রার্থনীয় । এ গুপ্ত আনন্দ-সভা ডাকার উদ্দেশ্যও তাই, অপচ ইয়ে হয়েছে—মুখে বলা চাই “স্বরপতি যদি সভায় ডেকে উৎসব করাতেন, তবে ইয়ে হয়েছে—সেটা খুবই আনন্দের হ'ত ।” এটা কি বাবা, তোমাদের প্রাণের কথা, না অভ্যস্ত চাটু-বিণ্ডার একটা জাজ্জল্যমান প্রমাণ ? [অত্যাগ্র সকলে নতমস্তকে নীরবে রহিলেন] কৈ—বাবা পবনদেব, ঝড় তোল ! ছতাসন, দাউ দাউ রবে জ্ব'লে গুঠ । বরুণচন্দ্র, উল্লাল তরঙ্গমালা বিস্তার ক'রে লাফিয়ে গুঠ ! ইয়ে হয়েছে—তা বেশ ত, অঙ্গরাদের নিয়ে ইয়ারকি করবে, কর না ? কে বাধা দিচ্ছে ? আমিও ত একজন তোমাদেরই দলের ? ইয়ে হয়েছে—আবার বহুদিন যাবৎ ত্রিপুরাসুরের বেটার জ্বালায় প্রাণটা সকলেরই নিরামিষ হ'য়ে আছে ; এখন কিছুদিন ইয়ে হয়েছে—প্রচুর আনন্দ চাই । ডাকাও অঙ্গরাদের, সুধার ভাগুগুলি নিয়ে চ'লে আসুক, একেবারে ইয়ে হয়েছে—উৎসবের চরম ক'রে ছেড়ে দিক । সিংহাসনে ব'সে স্বরপতি এই উৎসবের কল্লোল গুন্তে আকুল । আমার হ'ল ইয়ে হয়েছে—খোলা-খুলি কথা, খোশামুদি কথা এ শনি-ঠাকুরের ভাগুারে পাবে না । [দেখিয়া] ঐ

যে—ঐ যে—ইয়ে হয়েছে—সখীরা সব এসে হাজির। বাস্. একেবারে
প্রবেশপথ থেকেই রুগু-ব'গু ধ্বনিসহ কোকিল-কুজন শুরু ক'রে দাও।

সুধাপাত্র হস্তে নৃত্যগীতপরায়ণা অঙ্গরাগণের প্রবেশ।

অঙ্গরাগণ।—

নৃত্যগীত।

হের নখর অধরে সুধা নাতি ধরে,

সু-ধারে সুধাবে বড়িয়ে যায়।

পিয়ালু চকোর আসিয়া হাসিয়া

সুধা পিয়ে পিয়ে পরাণ মাতায় ॥

মুগর নূপুর ব'গু রুগু রণনে,

ককন ঝঙ্কার ঝগু ঝগু ঝগনে,

চঞ্চল অঞ্চল তুলিছে পবনে,

ছল ছল যৌবনে উছল কাষ ॥

ঢল ঢল প্রেম-মদিরা পানে,

কল কল বতিরস রসিছে পরাণে,

শাবেশে বিভোরা অধীরা গানে,—

তানে তানে সুধা ঢালি তায় ॥

শনি। তা ইয়ে হয়েছে—কেমন সব, ফুটি জম্ছে ত ?

সহসা গস্তীর মুখে জয়ন্ত কুমারের প্রবেশ।

বক্রণ প্রভৃতি। আশুন—আশুন—জয়ন্ত কুমার, আশুন।

শনি। [স্বগত] এই আর এক দফা চাটুর্ভুজি আরম্ভ হ'ল।

জয়ন্ত। সহসা এ উৎসবের কারণ আপনাদের ?

বক্রণ। ত্রিপুরাসুর বধের আনন্দ-উৎসব, কুমার !

জয়ন্ত। ত্রিপুরাসুর বধের আনন্দ-উৎসবের কারণ ত আপনাদের
কিছু নাই ! সে উৎসবের কারণ থাকতে পারে কৈলাসের প্রমথগণের।

সকলে । [বিস্মিতদৃষ্টিতে চাহিয়া] কেন, কুমার ?

শনি । [স্বগত] এইবার আঁতে ঘা মেয়েছে ।

জয়ন্ত । ত্ৰিপুৰাসুৰ বধের অক্ষমতা কি আপনাদের লজ্জায় মাথা
নুইয়ে দিচ্ছে না ?

বক্রণ । এ আপনি কী বলছেন, কুমার ! স্বয়ং মহেশ্বৰ ত্ৰিপুৰাসুৰ
নিধন করেছেন বলে কি দেবতা হিসাবে আমাদেরও উৎসব করা
অসম্ভব, কুমার ?

জয়ন্ত । হাঁ - নিশ্চয়ই ।

ভতা । কিসে ? বুঝতে পারলাম না ।

জয়ন্ত । তিনি ত মাত্র দেবতা নন, তিনি যে মহাদেব ; দেবতাদের
হ'তেও অনেক উচ্চস্তরে তাঁর স্থান !

পবন । তা হ'লেও তিনি দেবতা ত ?

জয়ন্ত । [জিভ কাটিয়া] না—না. তা হ'লে তাঁকে অপমান করা
হবে, সমীরণ ।

পবন । আমরা কি এতই হেয় ?

জয়ন্ত । হাঁ—আমরা এতই হেয় ; সেটা কি বুঝতে পারাও
আপনাদের উচিত ছিল না ?

বক্রণ । সুরপতি হ'লে বোধ হয়, এ কথা বলতেন না ।

জয়ন্ত । খুব বলতেন—নিশ্চয়ই বলতেন । তিনি তাঁর শক্তির
সীমা, অধিকারের সীমা বিশেষ ভাবেই অবগত আছেন । তিনি তাঁর
অক্ষমতাকে একটা বার্থ গৰ্ভের আবরণ দিয়ে ঢেকে রেখে আপনাদের
মত এমন নিলজ্জ অভিনয় দেখাবার প্রয়াসকে কখনই নিজের আত্ম-
সম্মানের অন্তরায় ক'রে তুলতেন না । সেইজন্মই তিনি দেবরাজ ইন্দ্র ।
আপনারা সব নিজ নিজ অক্ষমতা আর দুৰ্বলতার মানদণ্ডে সুরেন্দ্রকে

পরিমাপ করতে চান? সেটা আপনাদের যেমন একটা মহা ভুল, তেমনি আবার একটা নির্কৃত্তিতার পূর্ণ-পরিচায়ক।

শনি। [স্বগত] সেই দেব-রাজত্বের দস্ত শতমুখে বিকসিত।

বক্রণ। জয়ন্তকুমার! ক্ষমা করবেন আমাদের; আর কোন উত্তরই আমরা দেব না।

জয়ন্ত। অভিমান করলে চলবে না, জলধিপতি। আত্মসম্মান বোধ থাকার নিতান্তই উচিত। একমাত্র কাপুরুষতা আর আত্মসম্মান বোধের অভাবেই দেবতা-সমাজ আজ এত হয়ে! আপনাদের একটা গ্লানি আসে না? আপনাদের একটা ধিক্কার আসে না যে, ত্রিপুরাসুর-বৃদ্ধে কিছুমাত্র শক্তি না দেখিয়ে পেচকের মত সব সেই অন্ধকার মধ্যে রসাতলে লুকিয়ে রইলেন? দেবত্ব কি এই? সুরত্ব কি এই? আজ যদি সেই শাশানের উলঙ্গ ভূতনাথ তাঁর ভূতদলের সঙ্গে এসে ত্রিপুরাসুর বধ না করে দিতেন, তা হ'লে—তা হ'লে এতক্ষণ কোথায় থাকতেন আপনারা? কোথায় এসে করতেন আজ এই আনন্দ উৎসব? বহু-বহুবার দানবের হাতে লাঞ্চিত, পীড়িত, স্বর্গবিতাড়িত হ'য়েও চোখ ফুটল না দেবতাদের! আজ ত্রিপুরাসুর গেল, আবার যদি কাল কোন অস্তুর এসে উপস্থিত হয়, তা হ'লে আবার সেই রসাতলে নির্বাসন, এই যাদের পরিণাম—এই যাদের আত্মসম্মান, তাদের এ আনন্দ-উৎসব আসে কোথা থেকে? তাদের এই নির্লজ্জ আচরণ আসে কেমন করে? এ হ'তে আর কী অধঃপতন হ'তে পারে! ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ!

[গর্কিত পদে প্রস্থান।

পবন। এতটা ঔকত্য কুমারের নিতান্তই অসহ্য কিন্তু।

শনি। [সহাস্ত্রে] তবে? আমি ত সেই কথাটাই—ইয়ে হয়েছে—তোমাদের বলতে গিয়েছিলাম, সমীরণ! এও জেনো, তোমাদের

ইয়ে হয়েছে—অতিরিক্ত অনাবশ্যক তোষামোদের ফল, দেব-রাজত্বের অহঙ্কারকে এতদূর বাড়িয়ে তোলবার একমাত্র কারণ হচ্ছ—ইয়ে হয়েছে—তোমরাই দিক্‌পালগণ ! তোমাদের সমবেত শক্তির উপরেই ত সুরপতিব আধিপত্য, এমন মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছে ; নতুবা ইয়ে হয়েছে— [একটু নিম্ন স্বরে । তিনিই বা কে, আর তোমাদেরই বা কি ?

হতা । না, এ কথা গ্রহপতি ঠিকই বলেছে । আজ একেবারে অপমানের চূড়ান্ত হ'য়ে গেল !

শনি । [জনাস্তিকে । বিশেষতঃ এই অঙ্গরাদের সামনে ।

পবন । আমোদটা একেবারেই ভেঙ্গে দিয়ে গেল একটা উদ্ধত বালক এসে ।

শনি । এখন বোঝা, বোঝা যে কেন উদ্ধত দেখায় ? তোমরা ইয়ে হয়েছে—নিঃশব্দে দেখ ব'লেই দেখাতে আসে ।

পবন । আচ্ছা, এইবার থেকে দেখা যাবে ।

শনি । হাঁ—এই ত দেবতার গত কথা এইবার থেকে ইয়ে হয়েছে—তোমাদের যে একটা অস্তিত্ব আছে, সেটা একটু একটু দেখাতে চেষ্টা কর ।

বরুণ । আচ্ছা, এ সম্বন্ধে আজই আমাদের গুপ্তগভা আহ্বান করতে হবে ।

শনি । বেশ -- বেশ -- এই ত চাই ! ইয়ে হয়েছে—

পবন । যাক্, অঙ্গরা-সঙ্গীত চলতে থাক্ ; ফের যদি কুমার আসেন, তবে পবনের কাছে স্পষ্ট কথা শুনে যাবেন । দ্বিগুণ উৎসাহে, অঙ্গরাগণ, আরম্ভ কর ।

শনি । হাঁ - ইয়ে হয়েছে—শ্রীমান্ এসে যে রসভঙ্গটা ক'রে দিয়ে গেলেন, সেটা একেবারে ইয়ে হয়েছে—সাড়ে-ষোল-আনা পুরিয়ে দাও ।

অপ্সরাগণ ।—

নৃত্যগীত

কি দিলে তোমারে বঁধু মিটাব এ প্রাণের আশা ।

যা ছিল তা সব দিয়েছি, তবু ত মেটে না তৃষা ॥

মাজায়ে পীড়িত ডালি লালসা জড়িত প্রাণে,

বাসনার শৃঙ্খ পালী পূর্ণ করি প্রেম-গানে,

জীবন যৌবন, রূপ-বিমোহন,

চালিয়ে দিয়েছি নখা মাগি প্রাণেব ভালবাসা ॥

কি দিলে তোমাবে বধু, হবে গো মোর সব দেওয়া,

কি পেলো তোমার ওগো, হবে বল সব পাওয়া,

সারাজীবন এমনি ক'বে—

র'বে শুধু বঁধু তোমায় দেবার নেশা ॥

বরুণ । যাও—অপ্সরাগণ, বিশ্রাম কর গে । আবার কাল হবে ।

শনি । [সহাস্যে] তবে দেখ, সুন্দরীগণ । ইয়ে হয়েছে—গরীবের
এই নিবেদন, যে গানটার মধু এখন বর্মণ করলে, এ মধুটা যেন একটু
গাঢ় রকমের হ'ল ; এ থেকে ইয়ে হয়েছে—আরও একটু তরল—বুঝতে
পেরেছ ত ? হেঁ—হেঁ—হেঁ । [হাস্য]

উর্ধ্বশী । আমরা সুরসভায় সুরপতির নিকট নৃত্যগীত করি কিনা,
তাই অত তরল মধু আমাদের গানে আপনারা পাবেন না ; এইরূপই হবে ।

[অপ্সরাগণের প্রস্থান ।

ভতা । [সহাস্যে] ভারি যে শুনিযে গেল গ্রহরাজকে ?

শনি । ও—ও সেই হৈন্দ্রত্বের অহঙ্কার ষোলআনা ওদের কথায়
ভরতি । তা ইয়ে হয়েছে—তোমরা একটু মাথা তুলে দাঁড়াও ত দেখি,
তার পর বুঝে নেব উর্ধ্বশী-মেনকার দলকে ।

বরুণ । চল, এইবার আমাদের গুপ্তসভার কাজ আরম্ভ করি গে ।

[সকলের প্রস্থান :

দ্বিতীয় দৃশ্য

উপবন

কল্পনা প্রভাতে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া
আপন মনে গাহিতেছিল ।

কল্পনা ।-

গান

কাব্ তরে আজ পূজার আয়োজন ।
গন্ধে ভরা বাগান আজি, মেন ফুলরাশিতে ভরা সাজি,
কার চরণে অঘ্য ঢালি
করবে ওগো, পূজা সমাপন ॥

উষাব রঙিন স্নিগ্ধ ছবি, পূব-আকাশে ওগো কাব,
নিপুণ হাত একে দিয়েছ,
ধীর-সমীরের শীতল পরশ কার গায়েতে দেবার তরে,
বল এত ব্যাকুল হয়েছ ;
ওগো, সুন্দরী গো ! কোন্ সুন্দরের তবে তেধা
বল আজি শুভ-আগমন ॥

সিন্দূরপরা মুগগানি আজ সবুজ পাতার
অস্তুরালে ঢাকি,
নীলাঞ্জেলে ছলিয়ে তুলি কূলে কূলে ভরানদী
উঠাও তুফান ঢাকি ;
ওগো প্রকৃতি ! ওগো শ্রীমতি !
তোমার মন্দিরে আজ দেগতে আরতি,
এসেছি আজ সেবে আমার সকল প্রয়োজন ॥

কী সুন্দর প্রকৃতির ছবি !
 কবি-প্রাণ মুগ্ধ করে,
 স্নিগ্ধ করে ত্র্যম্বক নয়ন ।
 সংসারের ব্যথাভরা প্রাণ নিয়ে
 আমে যদি ব্যথাভুর নিশান্তে এখানে.
 তখনি এ উষার সুসমারামি
 শীতল পরশ দিয়ে
 যুছে দেবে সব ব্যথা. সব জ্বালা তার ।
 তাই নিত্য আমি হেথা,
 কাব্যভরা প্রকৃতির শোভা হেরি
 জুড়াতে এ নীরস প্রাণ ।
 গীতকণ্ঠে বালক গয়াসুরের প্রবেশ ।

গয়াসুর ।—

গান ।

ফুলভরা এই বাগান মোদেব
 কেমন গাম্‌ গো ।
 হাম্‌ছে সবাই, ভাম্‌ছে সবাই,
 প্রাণে ভালবাসা গো ॥
 মাথা নেড়ে ডাক্‌ছে ফুল গুট
 ছন্দ নিতে মোর,
 তাই ত আমি নিতুই আমি
 ভেঙে যুয়ের ঘোর ;
 আমার ফুল-মোহাগী মোহাগ ক'রে
 মেটায় স্মরণ গো ।

ওই টুকটুকে ফুল পাতার আড়ে
 লুঝিয়ে রেখে মুগ,
 উ কি মারে মাঝে মাঝে
 জুড়িয়ে দিয়ে বুক,
 আমি দেপ্তে আসি, খেলতে আসি,
 (আমাব) লেগেছে কী নেশা গো ॥

গয়া । দিদিমণি ! আজ তুমি আগেই চ'লে এসেছ ? আমার
 আজ ডেকে আন নি কেন ?

কল্পনা । যা যে মানা করেন, তাই আজ তোমায় ডাকি নি, ভাই !

গয়া । আমার যে বেশ ভাল লাগে এই ভোরের বেলায় ফুলভরা
 বাগান দেখতে !

কল্পনা । তুমিও ত আমাদের মেহ-উদ্যানের একটা ফুল, ভাই ;
 তাই ফুল হ'য়ে ফুলদের সঙ্গে মিশতে চাও । [হাস্য]

গয়া । [হাসিয়া] হাঁ দিদিমণি ! আমি বুঝি ফুল ? তুমি মিছে
 কথা বলছ । ফুল যদি হতাম, তা হ'লে আমিও রোজ সকালে ফুটতাম,
 আবার বিকেলে শুকিয়ে গিয়ে ঝ'রে পড়তাম ।

কল্পনা । [সহাস্ত্রে] তুমি যে আরও ভাল ফুল, তাই ফুলদের মত
 ঝ'রে পড় না ।

গয়া । আচ্ছা, ফুলরা ত আমার সাথে কথা কয় না, খালি মাথা
 নাড়ে ; ওরা বুঝি কথা কইতে জানে না ?

কল্পনা । কথা কইতে জানে, তবে আমরা তাদের ভাষা বুঝতে
 পারি না ।

তৎক্ষণাৎ বিধবা প্রভাবতীর প্রবেশ ।

প্রভা । আজও আবার এসেছ, গয় ?

কল্পনা । আমি কিন্তু আজ আর গয়কে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসি নি, মা !

প্রভা । অভ্যাস করিয়ে দিয়েছ ত, মা ? [ঈষৎ হাসিলেন]

গয়া । আমি তবে যাই, মা !

[মলিনমুখে প্রস্থান ।

কল্পনা । কেন—মা, গুরুদেব মানা করেন গয়কে উঠানে আসতে ?

প্রভা । গুরুদেব বলেন, শৈশব হ'তেই এই সব প্রকৃতির শোভা দেখতে অভ্যাস করলে, আর যুদ্ধ-চর্চার দিকে মন যাবে না । দৈতা-শিশুর গোড়া হ'তেই শক্তি হ'তে হবে ; তাই গয়ের ওমব ফুল নিয়ে খেলা করা একেবারেই মানা ।

কল্পনা । [হাসিয়া] ফুল ফোটে তবে কাদের দেখবার জন্মে, মা ?

প্রভা । দেবতাদের তুষ্ট করবার জন্যই ফুল-ফোটার সার্থকতা ।

কল্পনা । তবে বাবা এমন সুন্দর উঠান রচনা ক'রে রেখে গেছেন কেন, মা ?

প্রভা । অত শত কথা আমি জানি না ত, কল্পনা ; গুরুদেব যা বলেছেন, তাই জানি । দানবের স্বভাব কোনরূপ কোমলতার সঙ্গে পরিচয় করতে পারবে না ; দানব-শিশুর খেলা লেবে, ফুলের সঙ্গে নয়—বজ্রের সঙ্গে, দানব-শিশুর আনন্দ হবে, প্রকৃতির শোভা দেখে নয়—প্রলয়ের ধুমকেতু দেখে । যত রকম কঠোরতা সংসারে আছে, তার সঙ্গেই দানব-শিশুর আজন্ম পরিচয় ক'রে নিতে হবে : নতুবা সে প্রকৃত দানব হ'তে পারবে না, এই হ'ল গুরুদেবের উপদেশ ।

কল্পনা । [সহাস্তে] হাঁ মা, তাই যদি, তবে তুমি এমন মেহময়ী কোমল-প্রকৃতি মা হ'য়ে দানব-গৃহে এসেছিলে কেন, মা ? কেনই বা তোমার বৃকের মেহরস নিঃড়ে দিয়ে, তোমার সন্তানদের এমন ক'রে রেহ

কর, মা ? কেনই বা সন্তানের জন্য তোমার স্তন্য গ
পূরে রেখেছ, মা ?

প্রভা । কল্পনা ! আমি আর এ সব কথা বুঝতে পারি নে যেন ।
সবই বুঝতাম, সবই জানতাম ; কিন্তু বিধবা হবার পর হ'তেই আমি
যেন সব জ্ঞান, সব বুদ্ধি হারিয়ে ব'সে আছি । দেখতে ত পাচ্ছি—
মা, কী মহা বিপ্লবের মধ্যে থেকে আমাকে যুক্ত হ'চ্ছে ? কিন্তু আমি যে
আর পারছি না, মা ? কোন্ পথে যাব ? কোন্ পথ আমার ঠিক পথ,
আমি যেন তা ঠিক ক'রে উঠতে পারছি নে !

কল্পনা । যত গোলযোগ ঐ এক রাজ-সিংহাসন নিয়ে ত ? তা
তুমি কেন কাকার উপরে সব ভার দিয়ে ব'সে থাক না ? কাকা ত
আমাদের খুবই স্নেহ করেন, বাবার শোক ত আমরা কাকাকে দিয়েই
ভুলেছি, মা !

প্রভা । এ সব বুঝি না, কল্পনা ! এমন অবস্থার মধ্যে এসে
আমি দাঁড়িয়েছি যে, নিজের চায়া দেখেও শিউরে উঠি । কা'কে বিশ্বাস
করব ? কে আমার যথার্থ আশ্রয়, তা বুঝে ওঠবার উপায় নেই ।

কল্পনা । কাকাকেও কি আমরা বিশ্বাস করতে পারব না, মা ?

প্রভা । যাক্ সে সব কথা । আমি এখন এমন সংশয়ের মধ্যে আছি
যে, এ সব আলোচনা আমি আমার কন্যার সঙ্গেও করতে পারছি নে ;
তাই মনে হয়, তোকে আর গয়কে নিয়ে আমি এ রাজ্যে ছেড়ে চ'লে যাই ।

কল্পনা । দিদি তবে কোথায় থাকবে ?

প্রভা । জল্পনা ? তার জ্বালাতে আরও অস্থির হ'য়ে উঠেছি ।
দিবারাত্র সে একটা জ্বালায় মত উত্তেজনা নিয়ে রাজ্যের ঘুরে বেড়াচ্ছে ।

কল্পনা । দিদি কি চায় ?

প্রভা । সে চায়—তার পিতৃ-সিংহাসন গয়াসুরের জন্যে ভুলে

রাখতে । সে চায়—তার পিতৃভক্ত দানব-বীরগণকে একত্র ক'রে সেই শূন্য-সিংহাসনকে রক্ষা করতে, কেউ যাতে সে সিংহাসন স্পর্শ করতে না পারে । সে তার রক্তচক্ষু ঘুরিয়ে বলে যে, কেউ যেন তার পিতৃ-সিংহাসনের ছায়া পর্যন্ত স্পর্শ করতে ইচ্ছা না করে । সে কাউকে বিশ্বাস করতে চায় না । গুরুদেবকেও নয়—তোার পিতৃব্যকেও নয়—মন্ত্রী-সেনাপতিকেও নয় । তার উদ্ধত বাক্যে সকলেই বিরক্ত হয়েছে; কোন্ দিকে সামলাই আমি বল ত. মা ?

সহসা শুক্রাচার্যের প্রবেশ ।

শুক্রা : কোন দিকেই যে তুমি সামলাতে পারবে না, এখন তাই আমার মনে হচ্ছে, মহারানি !

[প্রভাবতী ও কল্পনা শুক্রাচার্যকে প্রণাম করিল ।]

[মনে মনে আশীর্বাদ করিয়া] যাও ত—কল্পনা. তুমি একটু স্থানান্তরে ; মহারানীর সঙ্গে আমার বিশেষ কথা আছে ।

[কল্পনা ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল ।]

প্রভা । অব্যাহতি দিন—গুরুদেব, আমাকে ; আমি পুত্র-কন্যা নিয়ে এ রাজ্য ছেড়ে চ'লে যাই ।

শুক্রা । কার উপরে তোমার এ ব্যর্থ অভিমানের হাশ্বকর ভাষা প্রয়োগ করতে এসেছ, মহারানি ! তুমি পাত্রাপাত্র ভুলে গেছ ? এর নাম শুক্রাচার্য ; সে দ'মে যায় না নারী-মুখের প্রলাপ উক্তি শুনে, সে তার কর্তব্য ভুলে যায় না—নিজের কার্য নিখুঁত ভাবে শেষ না ক'রে ।

প্রভা । আমাকে কি করতে বলেন ? আমি বে পেরে উঠছি নে !

শুক্রা । পেরে যে উঠবে না তুমি, তা বুঝতে পারছি । যে পেরে উঠতে চায়, সে কখনো প্রকৃতির শোভা দেখতে পুষ্পাদ্যানে ছুটে আসে না । যে প্রকৃত দানব-মহিষীর প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখতে চায়, সে

কখনও তার একমাত্র দানব-সম্রাজ্যের অধিকারী শিশু-পুত্রকে দানব
রূপে গ'ড়ে তুলবার পরিবর্তে ফুলের পরাগ মাখিয়ে ফুলের হাসি—ফুলের
সোহাগ দেখাতে পুষ্পোদ্যানের দ্বার উন্মুক্ত ক'রে রাখে না। আমার
বারংবার নিষেধ সত্ত্বেও পুত্রকে সংযত করতে পারলে না? ত্ৰিলোকের
অধিতীয় বীর ত্ৰিপুর-মহিষীর কন্তব্য কি এই?

প্রভা। পুত্রকে নিষেধ করবার জন্যই ত আজ এই উদ্যানে
এসেছিলাম, গুরুদেব! নিষেধ করবামাত্রই গয় এখান থেকে চ'লে
গেছে।

গুক্রা! নিষেধ শুনে শুধু চ'লে গেলেই চলবে না ত? তার মন
থেকে যাতে এইসব সুকুমার বৃত্তিগুলি দূর হ'য়ে যায়, তার জন্যে বিশেষ
চেষ্টা করতে হবে। সে তোমার মত স্নেহানু-জননী পেরে উঠবে না,
তার জন্যে আমাকেই স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রভা। কোন আপত্তিই আমার তাতে নেই।

গুক্রা। উত্তম। আগে মহারাজীকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি,
ঠিক উত্তর দিতে হবে।

প্রভা। আজ্ঞা করুন।

গুক্রা। গয়াসুর উপযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত রাজ-সিংহাসন শূন্য
রাখা কোনরূপেই সম্ভব হ'তে পারে না।

প্রভা। কি করতে চান?

গুক্রা। গয়াসুর উপযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ছোট-রাজা বিলোচনকেই
আমি সিংহাসনে বসাতে চাই; এ বিষয়ে মহারাজীর অভিমত কি?

প্রভা। মন্ত্রী আর সেনাপতির তাতে যে নিতান্ত অমত, গুরুদেব।

গুক্রা। বিলোচন তোমার স্বামীর কনিষ্ঠ সহোদর—তোমার দেবর,
শ্রায়ণরায়ণ, নিলোভ, হিতৈষী।

প্রভা। মন্ত্রী আর সেনাপতিও আমার স্বামীর পরম বিশ্বাসের পাত্র আর হিতৈষী ছিলেন ব'লেই জানি।

শুক্লা। হাঁ, তা অস্বীকার করি না; কিন্তু তাঁরা হয় ত তুল সংশয় পোষণ করছেন ছোট-রাজার উপরে, পাছে ভবিষ্যতে তোমার পুত্রকে বঞ্চিত করেন।

প্রভা। কিন্তু দেবর ত সে সম্বন্ধে কোন কথাই আমাকে কখনও বলেন নাই? মন্ত্রী আর সেনাপতির মুখেই যা শুনেছি মাত্র।

শুক্লা। বিলোচনের প্রকৃতি বিভিন্ন রকমের। তিনি মহারানীকে এ কথা বলবার কোন প্রয়োজনই বোধ করেন নি। তিনি জানেন, ত্রিপুরাসুর তাঁর অগ্রজ ছিলেন, মহারানী তাঁর অগ্রজ-পত্নী; সুতরাং তাঁর কর্তব্য হচ্ছে জ্যেষ্ঠের সিংহাসন রক্ষা করা, তাই-ই করতে প্রস্তুত হয়েছেন; তার জন্ত মহারানীকে কী জিজ্ঞাসা করবার আছে?

প্রভা। আমারও দেবরের উপর কখনও কোন অবিশ্বাস আসে নি সত্য; কিন্তু মন্ত্রী আর সেনাপতির কথাও উপেক্ষা করবার কারণ কিছুই দেখি না, এর মধ্যে তাদেরও কোন স্বার্থের গন্ধ পাই না?

শুক্লা। কি বলতে চান তাঁরা?

প্রভা। মন্ত্রী আর সেনাপতি বলেন যে, গয় উপযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত স্বর্গীয় সম্রাটের পাছকামাত্র সিংহাসনে রেখে আমরাই রাজ্য পরিচালনা করব। ছোট-রাজার সিংহাসন অধিকার, মোটেই তাঁদের অভিপ্রেত নয়।

শুক্লা। [গম্ভীরভাবে] হঁ—[ক্ষণেক চিন্তার পর] এই যদি তাঁদের যস্তব্য হয়, তা হ'লে রাজ্যে শান্তি-স্থাপনা দুর্ধট হ'য়ে দাঁড়াবে।

প্রভা। আপনি দানবমাত্রেয়ই শুরু। আপনি উভয় পক্ষকে একত্র ক'রে একটা যীমাংসা ক'রে দিলেই ত হ'তে পারে।

শুক্ৰা ! কিন্তু মন্ত্রী আর সেনাপতি আমার সঙ্গে এ সম্বন্ধে কোন কথাই এখনও পর্য্যন্ত বলেন নাই । আমার সঙ্গে এ বিষয়ের আলোচনা করা কি তাঁদের কর্তব্য ছিল না ? আমি জেনেছি যে, তাঁদের বিশ্বাস, আমি ছোট-রাজারই পক্ষপাতী ; সুতরাং মর্যাদা হারাতে আমি তাঁদের সঙ্গে উপযাচক হ'য়ে কোন কথা বলতে যেতে পারি না ।

প্রভা । তা হ'লেই গোল বাধ্বার বিশেষ সম্ভাবনা ।

শুক্ৰা ! বাধে বাধুক, কি করব ? আমি আর কোন দিকে চাইব না ; আমি চাইব, আমার প্রিয়শিষ্য ত্রিপুরাসুরের সিংহাসন যাতে রাজপুত্র গয়াসুরের নায্য অধিকার হ'তে বিচ্যুত না হয়, সেইদিকে ।

প্রভা । আপনি কি ছোটরাজা সম্বন্ধে একেবারেই নিঃসন্দেহ ?

শুক্ৰা । হাঁ, একেবারেই নিঃসন্দেহ ; কারণ আমি বিলোচনকে চিনি, তাঁর নিঃস্বার্থ কর্তব্যের উপরে আমার সম্পূর্ণ আস্থা আছে ; মহারাজারও তাই থাকা উচিত ।

সহসা জল্পনার প্রবেশ ।

জল্পনা । না—না, একটা অন্ধ-বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধ'রে ওরূপ নিঃসন্দেহ থাকা ত্রিপুর-মহিষীর কখনও উচিত নয় ।

প্রভা । সংযতভাবে কথা কও—জল্পনা, গুরুদেবের কাছে ।

জল্পনা । বাক্যের মাধুর্য্য দিয়ে, মনোরঞ্জন ক'রে তাঁর সম্বন্ধে বিকল্প যত প্রকাশ করবার ভাষা জল্পনার মুখে নেই, মা !

শুক্ৰা । তেমনি রাজনীতি সম্বন্ধে অনধিকার চর্চা করবার অধিকার থাকাও একজন বালিকার পক্ষে কখনও উচিত নয়, এ কথাটাও রাজ-কর্তার জানা নিতাস্তই উচিত ।

জল্পনা । অনধিকার-চর্চা ! কার ? আমার ? আমার পিতৃসিংহাসন সম্বন্ধে কথা বলবার অধিকার আঁমা হ'তে যে, আর কারও বেশী

শাক্তে পারে না, সেটাও কি আজ রাজনীতি-বিশারদ গুক্রাচার্য্যাকে বুঝিয়ে দিতে হবে ?

গুক্রা। তোমার সঙ্গে তর্ক করবার ইচ্ছা মোটেই আমার নাই, তথাপি এষ্ট মাত্র ব'লে দিচ্ছি তোমাকে, তোমার এ নিষ্ফল তর্জন-গর্জনে কোন ফলই হবে না। একটা বালিকার রক্তচক্ষু কখনও গুক্রাচার্য্যের কাণ্য-পঙ্কাতিকে বিন্দুমাত্রও ব্যর্থ করতে পারবে না।

জল্পনা। কিন্তু ত্রিপুর-কন্যা জল্পনার এই উত্তেজনাকে সার্থক করতে সে তার সমস্ত দানবী-শক্তি বিন্দু বিন্দু রক্তের সঙ্গে ব্যয় করতে একটুও কুণ্ঠিতা হবে না। ত্রিপুর-কন্যার নারী-শক্তির সীমা কতদূর বিস্তারলাভ করতে পারে, তাও জগৎকে দেখিয়ে যেতে জল্পনা তিলমাত্রও ভ্রুটি করবে না। ত্রিপুর-কন্যা নিরীহ অবলা নয়, প্রলয়ের ধুমকেতু, দিগদাহের মহা জ্বালা, মৃত্যু-পথের প্রকাণ্ড বিভীষিকা ; সে কাউকে মানে না— কাউকে বিশ্বাস করে না—কাউকে ডরায় না।

[সদর্পে প্রস্থান।

প্রভা। আমার বিপদ ক'ত বেশী, দেখছেন, গুরুদেব !

গুক্রা। যত বেশীই হোক—তবুও এখনই মহারানীকে বেছে নিতে হবে, তাঁর কোন্ পথ। প্রয়োজন হ'লে ঐ অবাধ্য কণ্ঠার সঙ্গে পরিত্যাগ করতে হবে, মহারানি !

নেপথ্যে পরমানন্দ গাহিল।

পরমানন্দ —

গান

এ যে বিষম গোলক-ধাঁধা।

বেদিক্ দেখতে যাবে, সেইদিক্বেতেই বাধা ॥

সবাই টানে আপনার পানে---

পাওয়া যায় না দিশে,

ভালমন্দ বিষম মন্দ সন্দ যাবে কিসে,

ভেবে কাজ না করলে পনে,

শেষে মার হয় শুধু কাদা ॥

এ সংসারের কেউ কখনো হ'তে চায় না বোকা,

হাট ভুল নিয়ে সব ভুলে থাকে হ'য়ে একবোকা,

হায় রে, কেউ বোঝে না সবাই নে

সেই এক দাঁড়িতে বাধা ।

গুরু। কী ভাবছ, মহারাজি ? এখন ওসব পরমানন্দের গানের অর্গ ভাবলে চলবে না ; কর্তব্য স্থির ক'রে ফেল ।

প্রভা। পরমানন্দের গানের অর্গও ব্যর্থ নয়, গুরুদেব ! সত্যই আমি বিষম গোলক-পাঁধায় পড়েছি, কোনও পথ পাচ্ছি নে খুঁজে ।

গুরু। আমার বাক্য হ'তেও পরমানন্দের বাক্য তা হ'লে মূল্যবান্ বলতে চাও ?

প্রভা। পরমানন্দের কথাগুলি আমার স্বর্গীয় স্বামীও কখনো অবহেলা করেন নি, গুরুদেব !

গুরু। সেটা পরমানন্দের উপর দৈত্যপতির অতিরিক্ত অন্ধ-স্নেহ ছিল ব'লে ।

প্রভা। অন্ধ স্নেহ ব'লে নয়, গুরুদেব ; পরমানন্দকে তিনি নিঃস্বার্থ হিতৈষী মনে করতেন ব'লে ; তাই পরমানন্দকে তিনি নিত্য সহচর ক'রে রেখেছিলেন ।

গুরু। যাক্, সে সম্বন্ধে বৃথা তর্ক ক'রে সময় নষ্ট করতে চাই না । সিংহাসন শূণ্য রাখা কোন রূপেই আর সম্ভব নয় ।

প্রভা । আমার মতামতের তবে আর প্রয়োজন কি ? আপনার ইচ্ছামত কার্য্য ক'রে যান্ ।

শুক্ৰা । বেশ, তাই-ই হবে । আমি শীঘ্ৰই বিলোচনকে সিংহাসনে প্রাতষ্ঠিত করুব । পুরমহিলাগণসহ মহারাণীকে সেখানে উপস্থিত থাকা চাই ; চল্লাম ।

[প্রস্থান ।

প্রভা । [স্বগত] কিসে কি হবে, জানি না, স্বামিন্ ! তোমার বড় স্নেহের গয় ; দেখো—তোমার অভয়-আশীর্বাদলাভে সে যেন বঞ্চিত না হয় । আমি ঘটনার স্রোতে ভেগে পড়্লাম, কোথায় গিয়ে পড়্বে কে জানে ; যদি দুর্গমে পড়ি, তুমিই রক্ষা ক'রো ।

[প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য

নিভৃত কক্ষ

বিলোচন একাকী চিন্তিত মনে পদচারণ করিতেছিলেন ।

বিলো । [স্বগত] বিষম সমস্যাপূর্ণ, জটিলতাময়

বর্তমান রাষ্ট্র-চিন্তা মোর ।

বিপ্লবের মহাসিদ্ধি,

উদ্ভাল তরঙ্গ, ভৈরব গর্জন,

তার মাঝে ঘূর্ণ্যমান রাজ্যতরী

কাণ্ডারী-বিহীন ; কি কর্তব্য মোর ?

দেবতা-সংগ্রামে মৃত্যুঞ্জয়-করে
 মৃত্যুমুখে পতিত অগ্রজ,
 শিশু-পুত্র গয়
 স্নেহেতে লালিত মোর,
 অরক্ষিত সিংহাসন তার,
 চারিদিক্ হ'তে মার্জ্জার-লোলুপ-দৃষ্টি ;
 ভাবি তাই, কি কর্তব্য মোর ।
 কিন্তু দানব-গৌরব-রবি
 যত্নপি আজিকে চির-অশ্রুযিত,
 তথাপি তার শূন্য-সিংহাসন
 পুত্র গয় তরে
 রক্ষা করা নহে কি কর্তব্য মোর ?
 মন্ত্রী-সেনাপতি আদি
 দেখে মোরে সন্দিগ্ধ নয়নে ।
 ধারণা তাদের, সিংহাসন-প্রলোভন
 জাগরিত অস্তুরে আমার ।
 একমাত্র গুরুদেব শুক্রাচার্য্য বিনা,
 কেহ মোরে পারে নি বুঝিতে ।
 হায়, জ্যেষ্ঠ-সহোদর !
 কোথা তুমি আজ ?
 কোথা তব আজি সেই ভ্রাতৃ-স্নেহরাশি ?
 পড়েছি বিপাকে,
 ব'লে দাও দেবতা আমার,
 কিবা মম কর্তব্য এখন ।

মন্ত্রী ও সেনাপতি মহাকায় প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিল ।

মন্ত্রী ! সেনাপতি ! বিশেষ প্রয়োজন আছে কি ?

মন্ত্রী । ঠা, আমরা জান্তে এসেছি, সিংহাসন সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা উচিত ।

বিলো । গয়াসুর উপযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তার প্রতিনিধিরূপে আমিই সিংহাসনে বস্ব, এইরূপই আমার সিদ্ধান্ত ।

মন্ত্রী । সে সম্বন্ধে কোন অভিমত কি আমাদের নিকট হ'তে জান্তে ইচ্ছা করেন না. দৈত্যনাথ ?

বিলো । অভিমত জান্বার ত এর মধ্যে কোন কারণ নাই, মন্ত্রী ! কার্যক্ষেত্র উপস্থিত হ'লে তোমরা তোমাদের নিজ নিজ কর্তব্য পালন করবে এই জানি ।

মহা । আমাদের কি এ সম্বন্ধে কোন বক্তব্যই থাকতে পারে না ?

বিলো । আমার সিংহাসন-প্রাপ্তি সম্বন্ধে ? না, তোমাদের সে অনধিকার-চর্চার কারণ যে কিছু আছে, তা ত আমার মনে হয় না, সেনাপতি । মন্ত্রীর কর্তব্য, রাজ্য-পালন বিষয়ে সুমন্ত্রণা দেওয়া, আর তোমার কর্তব্য, যথাসময়ে সৈন্যদের নিয়ে রণচর্চা করা ; তার অন্তথা কিছুই হবে না, তোমরাই তখন আমার একমাত্র দক্ষিণ-বাহু হ'য়ে দাঁড়াবে ।

মন্ত্রী । তা হ'লে দৈত্যপতি, আর এখন আমাদের কোন কথাই শুন্তে চান না ?

বিলো । শুন্তে চাই নে অর্থ--শোন্বার প্রয়োজন বোধ করি না ।

মহা । মহারাজীকেও এ সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন বোধ করেন নি ?

বিলো । না ; তিনি আমার পরম-পূজ্যা-মন্ত্র-পত্নী. অপর কেউ নন ।

তাঁর পুত্রের কল্যাণ কিসে হয়, সেটা আমাপেক্ষা আর অন্য কেউ যে বেশী ক'রে চিন্তা করবে না, এ কথা কি আর তাঁর মত বুদ্ধিমতী রমণী বুঝতে পারছেন না ?

মহা । যদি তাঁর মনে কোন সংশয় এসে থাকে ?

বিলো । অসম্ভব । আর যদি আসেই, তা হ'লেই বা কি করব ? আমি শুধু জানি আমার কর্তব্য ।

মন্ত্রী । দৈত্যনাথের হৃদয়ের নিভৃত কোণে যে, এই সিংহাসন-লাভের একটা দুর্জয় প্রলোভন সঞ্চিত নাই, সেটা বুঝিয়ে দেবার ইচ্ছা কি এক বারও দৈতাপতির মনে উদয় হয় না ?

বিলো । [সহাস্ত্রে ; যাও—মন্ত্রী, তোমরা এখন, যথাসময়ে রাজ্যাভিষেকের আমন্ত্রণ প্রাপ্ত হবে, তখন উপস্থিত থাকবে ।

মহা । মনের সংশয় দূর না হ'লে সে আমন্ত্রণ রক্ষা করা আমাদের পক্ষে নিতাস্তই অসম্ভব হবে, দৈত্যনাথ !

বিলো । সংশয় কখনও বাক্যে দূর হয় না, সেনাপতি ! দূর হইল কার্যো, তাঁর অন্তর অপেক্ষা কর, জানতে পাবেন ।

মহা । না, রাজ্যাভিষেকের পূর্বেই সে সংশয় আমাদের দূর হওয়া প্রয়োজন ; নতুবা—

বিলো । নতুবা সহযোগিতা করতে পারবে না, এই ত ?

মহা । শুধু তাই নয় —

বিলো । রাজ্যাভিষেকে বাধা দেবে ?

মহা । বাধা হ'য়ে । আমরা আমাদের প্রভু-পুত্রের সিংহাসন অন্য কাউকেই স্পর্শ করতে দিতে পারব না ।

মন্ত্রী । দৈত্যনাথের এখনও ভাববার সময় আছে ।

বিলো । তোমাদের এ নিষ্ফল ঔদ্ধত্যের আর ব্যর্থ উত্তেজনার

প্রত্যাহার দিতে আজ আমি নিরস্ত ; কিন্তু মনে রেখো—মন্ত্রী আর সেনাপতি, অভিষেকের পরে আর নিরস্ত থাকার সম্ভব হবে না ।

মহা । তা হ'লে রাজ-সিংহাসন নিয়ে একটা বিপ্লবের ঝড় উঠানকি দৈত্যপতির একান্ত উদ্দেশ্য ?

বিলো । কি উদ্দেশ্য আমার, তা যখন তোমাদের বোলবার শক্তি নাই, তখন এ অকুচিকর বিষয়ের আলোচনা আজ এইখানেই স্বগিত থাক ।

মহা । উদ্দেশ্য বৃত্তে আর কিছু বাকি নাই আমাদের ।

বিলো । কোন উত্তরই আর পাবে না আমার কাছে ।

মন্ত্রী । এস, সেনাপতি ! আমাদের যা বলবার ছিল, বলা হয়েছে । আমি, দৈত্যানাথ !

[উভয়ের কিঞ্চিৎ গমন]

মহা । [প্রস্থান পথ হইতে] দৈত্যানাথ, ব'লে যাচ্ছি - এখনও সতর্ক হ'ন্, নতুবা এর জন্ত মহা অন্ততাপ ভোগ করতে হবে ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

বিলো । [একটু হাসিয়া আত্মমনে] বিলোচন ঠিক সতর্কই আছে, তার কর্তব্যকে কেউ বাধা দিতে পারবে না । এ হীনবীর্য্য কাপুরুষ নয়, ত্রিভুবন-বিজেতা ত্রিপুরাসুর-সহোদর বিলোচন ।

বিষাদিনী প্রভাবতীর প্রবেশ ।

একি, দেবী ! [প্রণামান্তে] এখানে এ অসময়ে কেন, দেবি ?

প্রভা । আমি যে আজ অনাধিনী, ভিখারিণী ; আমার আবার সময়-অসময় কি ?

বিলো । ভাগ্যদোষে মহারানী আজ অনাধিনী ; কিন্তু

ভি—থা—রি—নী ? এ অসম্ভব বাণী যে আমার মস্তমূলে শেলের ন্যায়
বিদ্ধ হ'ল, দেবি !

প্রভা । ভিথারিণীও বোধ হয়, আজ আমাপেক্ষা সুখী

বিলো । দুঃখের কারণ জানতে কি বাধা আছে ?

প্রভা । রাজ-সিংহাসন নিয়ে আজ কী আন্দোলন উঠেছে. দেবর ?

বিলো । আমি আমার সহোদর-পুত্র প্রাণাদিক গয়চন্দ্রের প্রতিনিধি
হ'য়ে রাজ্য পরিচালনা করতে অভিলাষী হয়েছি, এই আন্দোলনই
বোধ হয়, শুনে থাকবেন, দেবি !

প্রভা । সে কথা যদি সত্য হয়, তা হ'লে কি আমি তা শোন্বার
অধিকারিণী নই ?

বিলো । কেন, গুরুদেবের মুখেই ত মহারাণী অবগত হয়েছেন
সে কথা ?

প্রভা । দেবরের মুখ সেখানে নির্ঝাক আছে কেন ?

বিলো । [সহাস্যে] সে সময় উপস্থিত হবার পূর্বেই যে, মহারাণীর
চরণ বন্দনা ক'রে আশীর্বাদ আনতে যেতে হবে, মহারাণি ! আমার
স্নেহময় জ্যেষ্ঠ মহাপ্রস্থান করবার পরে আমি কখনও মহারাণীর কাছে
উপস্থিত হই নি ; প্রবল শোকের একটা জ্বালাময় উচ্ছ্বাস আমাকে পদে
পদে বাধা দিয়ে রেখেছে । আজ সেই জ্যেষ্ঠ-সিংহাসনে কর্তব্যের বাধ্য
হ'য়ে আমাকেই উপবেশন করতে হচ্ছে ; এ কি আমার পক্ষে কোন
আনন্দের বিষয় যে, সেই কথা শুনাতে মহারাণীর কাছে উপস্থিত
হব ?

প্রভা । আমার একটা মতামত জানাও কি দেবরের উচিত ব'লে
মনে হয় নি ?

বিলো । এত অতি সহজ সরল বিষয় মহারাণীর বুঝবার পক্ষে

শ্রীপাদপদ্ম

[১ম অঙ্ক ;

একটুও শঙ্ক নয় ; তবে আজ একথা জিজ্ঞাসা করবার হেতু কি মহারাগীর ?

প্রভা । কিছুক্ষণ পূর্বেই মন্ত্রী আর সেনাপতি এসেছিলেন ?

বিলো । এসেছিলেন ; কিন্তু প্রশ্নান করেছেন একটা ব্যর্থ অভিমান আর অসন্তোষ নিয়ে ।

প্রভা । তাঁদের মুখে বোধ হয়, দেবরের কিছুই শূন্যে বাকি নাই ?

বিলো । হ্যাঁ, তাঁদের বুদ্ধির সীমা যা, তা স্পষ্ট ভাবেই প্রকাশ ক'রে গেছেন । তার সঙ্গে কি মহাদেবীরও কোন সম্বন্ধ থাকতে পারে ?

প্রভা । তাঁদের যে সন্দেহ, সে কি আমারই পুত্র গয়ের জন্য নয় ?

বিলো । হ্যাঁ, গয়ের জন্যই বটে । তাঁরা বিশ্বস্ত, প্রভুভক্ত হলেও রাজভৃত্য মাত্র, রাজবংশের শোণিত-সম্বন্ধ তাঁদের কিছুমাত্রই নাই ; কাজেই আমার উপরে এষ্ট মিথ্যা-সংশয় আসাটা তাঁদের পক্ষে একেবারে অসম্ভবও মনে করি না । কিন্তু—মহারাগি ! তুমি ত তা নও ? তুমি যে আমার অগ্রজ-পত্নী—জননী । চিরদিনই ত এ অন্তরের অন্তস্তলে কোথায় কি লুকান আছে, দেখে আস্ছ ? আমি জানি, ঃ সম্বন্ধে কোন সংশয়ই মহাদেবীর মনে আসতে পারে না । বরং আমার মনে হয়েছে, আমি যদি আজ গয়চক্রে সিংহাসনে ব'সে তার রাজ্য পালন না করি, তা হ'লে সেটা আমার পক্ষে একটা মহা ক্রটি র'য়ে যাবে, মহারাগীও তাতে নিতান্ত ক্ষুব্ধ হবেন ; এই কারণেই আজ আমি আমার স্বর্গীয় সহোদরের পুণ্য-সিংহাসন ভ্রাতৃ-শোকের উত্তম অশ্রু দিয়ে [অশ্রু-জড়িত কর্তে] ধোত ক'রে তাতে বসতে—[চক্ষে বস্ত্র দিলেন ।]

প্রভা । [চক্ষে অঞ্চল দিলেন]

নেপথ্যে পরমানন্দ গাহিল ।

পরমানন্দ ।—

গান ।

হায় রে ভ্রাতৃশোকের বাধা বেগ আজ

বাধ ভেঙ্গেছে ।

ভাইয়ের মতন এমন রতন কে কোথা পায়েছে ।

দেশে দেশে পুত্র মিত্র পত্নী কল্যা মেলে,

কিন্তু ভাই মেলে না—ভাই মেলে না!

কোন দেশে গেলে,

ওয়ে একত বোঁটায় ফোটা দু' ফুল

স্বগ থেকে এসেছে ।

তৎক্ষণাৎ গয়চন্দ্রের প্রবেশ ।

গয় । [প্রবেশ পথ হইতে আল্লাদিত ভাবে দৌড়িয়া আসিতে আসিতে] কাকা—কাকা! তুমি নাকি রাজা হবে? [বলিয়া বকে যাইবার জন্য দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া দাঁড়াইল]

বিলো । [তৎক্ষণাৎ চক্ষু হইতে বস্ত্র ফেলিয়া সাগ্রহে গয়চন্দ্রকে কোলে তুলিয়া লইয়া মুখ চুষন করিয়া হাস্যমুখে] হা—বাবা, আমি রাজা হব; কেমন, তা হ'লে ভাল হবে না?

গয় । বেশ হবে—বেশ হবে! বাবার মত তুমি রাজা হ'লে রাজ-মুকুট প'রে রাজ-সিংহাসনে বসবে, আর আমি তেমনই ক'রে তোমার কোলে গিয়ে বসব আর রাজ-বিচার দেখব, কেমন?

প্রভা । [চক্ষু হইতে বস্ত্রাঞ্চল ফেলিয়া, গয়চন্দ্রের কথা শুনিয়া সানন্দে] আমার সমস্ত বিধা কেটে গেছে, দেবর! আশীর্বাদ করি, নির্ঝিল্লি রাজ-সিংহাসন লাভ কর । [প্রস্থান ।

গয় । [কোল হইতে নামিয়া] ঠাঁ কাকা, মা বৃষি এসেছিলেন আমার নামে তোমার কাছে নাগিন্ কর্তে ? আমি যুদ্ধ না শিখে ফুল নিয়ে খেলা করি, মা মানা করেন ; আমি কিন্তু শুনি না । আমার যে ফুল নিয়ে খেলা কর্তে বড় ভাল লাগে, কাকা । কল্পনা দিদি আমায় ফুল-বাগানে নিয়ে গিয়ে ফুলদের সঙ্গে ভাব করিয়ে দেয় । তুমিও কি ফুল-বাগানে যেতে মানা করবে, কাকা ?

বিলো । তোমার মা যা কর্তে মানা করেন সেটা করা ত তোমার উচিত নয়, বাবা ?

গয় । মা কি নিজের ইচ্ছায় মানা করেন, গুরু-ঠাকুরের ভয়ে মানা করেন । বাপ্ ! কী কট্ট-ট্ট চাউনি গুরুদেবের, আর কী কড়া কড়া কথা ! আমাকে একটুও ভালবাসেন না, একটুও কোন দিন কোলে নেন না ।

বিলো । যাক্, গুরুদেবকে ওসব কথা বলতে নেই, বাবা !

গয় । গুরুদেব বৃষি তা হ'লে অভিশাপ দেন ?

বিলো । না, তিনি আশীর্বাদ করেন ।

গয় । আচ্ছা, রাজা হ'য়ে তুমি কাউকে মারবে-ধরবে না ত ?

বিলো । কেউ যদি অন্যায় করে ?

গয় । অন্যায় করলে, তাকে তুমি বেশ মিষ্টি-কথায় তার অন্যায়ের কথা বৃষিয়ে দিও, তা হ'লে হবে না ?

বিলো । [স্বগত] আহা ! এ ত দৈত্য-শিশুর কথা নয়, এ বে স্বর্গের দেব-শিশুর কথা ! কি জানি, কোন্ রত্ন আজ এই কঠোর দানব-কূলে এসে দেখা দিয়েছে !

গয় । কই - কাকা, আমার কথার উত্তর দিলে না ত ? তা হ'লে বৃষি কেউ অন্যায় করলে তাকে খুব মারবে-ধরবে ?

বিলো । ভগবান্ করুন, কেউ যেন অগ্রায় না করে ।

গয় । ভগবান্‌ই বুঝি সবাইকে দিয়ে ন্যায়-অন্যায় করান্ ?

বিলো । হাঁ, বাবা !

গয় । তবে আর সকলের অপরাধ কি ? ভগবানেরই ত বড় অপরাধ, তাকেই ত তবে শাস্তি দিতে হয় ।

বিলো । [স্বগত] আহা ! বালক এখনও ভগবান্ কি বস্তু, তা জানে না ; কিন্তু বিচার-সম্বন্ধে কী সূক্ষ্মবুদ্ধি !

গয় । ভগবান্ কোথায় থাকেন, কাকা ?

বিলো । সকল জায়গাই ভগবান্ আছেন ।

গয় । [হাসিয়া] না—মিছে কথা বলছ, তা হ'লে বুঝি দেখতে পেতাম না ?

বিলো । তাঁকে ভাল না বাসলে, তিনি কাছে থাকলেও কাউকে দেখা দেন না ; লুকিয়ে থাকেন :

গয় । তা থাকুন গে লুকিয়ে তিনি, আমি তাঁকে ভালবাসতে চাই নে । আমি ফুলকেই ভালবাসব খালি । আমার একটা ফুলের গান শুনে, কাকা ? কল্পনা দিদি শিখিয়ে দিয়েছে । শোন, গাই তবে ।

গান ।

ফুল তোমারে ভালবাসি,

তোমার হাসি খান্না কেমন ।

পাতার কোলে ছলে ছলে

নাচ আমার মনের মতন ।

ফুরফুরে বয়—ভুরভুরে বয়.

পাগল করে দেয় গো হৃদয়,

কত সাজে সেজে সেজে—

ভূলাও আমার ছুটি নয়ন ।

আকুল হ'য়ে বাকুল প্রাণে,
খাকি চেয়ে তোমার পানে,
কি কথা কয় তোমার সনে.

ওন্ডনিযে জালি অমন ॥

কেমন, এ গানটী ভাল নয়, কাকা ?

সহসা শুক্রাচার্যের প্রবেশ ।

শুক্রা । [বিরক্তি স্বরে] একি ! রাজপুত্র এখানে ? [শুক্রা-
চার্যের ক্রুদ্ধ দৃষ্টির দিকে চাহিতে চাহিতে সতর্ক দীরে দীরে গয়চন্দ্র প্রস্থান
করিল । ভ্রাতৃপুত্রের সুধাকণ্ঠের সঙ্গীত রসে কর্ণদ্বয় পরিতৃপ্ত করুছ,
বিলোচন !

বিলো । [প্রণত হইয়া সহাস্যে] সুধাকণ্ঠই বটে ! এমন ভূষণ
আর কেউ দিতে পারে না, গুরুদেব !

শুক্রা । কিম্ব মনে রাখতে হবে যে, ঐ বালকই একদিন দানব-
রাজ্যের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হ'য়ে বসবে ; এখনও তার জন্য প্রস্তুত করতে
হবে শিশুকে কি ওই সঙ্গীতের আশ্বাদ দিয়ে, না কঠোর রণচর্চার সূক্ষ্ম
নৈপুণ্য শিক্ষা দিয়ে ?

বিলো । [সহাস্যে] পদ্মরাগ-আকরে পদ্মরাগই জান্নেছে ; এ বিষয়ে
নিঃসন্দেহ থাকুন, গুরুদেব !

শুক্রা । স্নেহান্বিত হয় যারা, তাদের চক্ষু অনেক সময় একেবারেই
ভবিষ্যৎ দৃষ্টিহীন হ'য়ে পড়ে ; তাই সতর্ক করবার প্রয়োজন হয় তাকে,
একজন ভবিষ্যৎ দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির । যাক—শোন, মন্ত্রী-সেনাপতির
মনের ভাব এবার স্পষ্ট বুঝতে পেরেছ, বোধ হয় ?

বিলো । হাঁ, তাঁরা কোন কথাই অস্পষ্ট রেখে যান্ নি ।

শুক্ৰা । তা হ'লে বুঝতে পেরেছ, নিৰ্দ্ধিবাৰ্হে তোমাৰ সিংহাসন লাভ করা সম্ভব হবে না ?

বিলো । আমাৰ মনে হয়, গুৰুদেবের আশীৰ্ব্বাদে স্বৰ্গীয় অগ্ৰজের সিংহাসন লাভ করা আমাৰ পক্ষে নিৰ্দ্ধিগ্ৰেই সম্ভৱ হ'য়ে যাবে ।

শুক্ৰা । এ-ও তোমাৰ একটা মস্ত অন্ধ-বিশ্বাস, বিলোচন !

বিলো । তাই-ই যদি হয়, তবে আমাৰ কি কৰ্ত্তব্য হবে তখন, গুৰুদেব ?

শুক্ৰা । তাও কি একজন-আসন্ন-সাম্ৰাজ্য-পদাভিলাষী দৈত্যোদ্ধকে ব'লে দিতে হবে ?

বিলো । অস্ত্ৰ ধ'রে বিঘ্ন দূর করা ? তা বোধ হয় কৰ্ত্তে হবে না ; যদি হয়, তবে এ ত্ৰিপুৰ-কনিষ্ঠ বিলোচন তখন ছৰ্কল-হস্তে অস্ত্ৰ ধারণ কৰবে না, এ বিষয়ে কোন সংশয়ই পোষণ কৰ্ত্তে হবে না, গুৰুদেব !

শুক্ৰা । সুখী হলাম । আৰ একটা বিষয় বাধা, যেখানে কোনৰূপই অস্ত্ৰ-চালনা চলবে না ।

বিলো । [সহাস্ত্ৰে] রাজকন্যা জন্মনা ? বালিকাৰ চাঞ্চল্য ক্ৰমশঃ দূর হ'য়ে যাবে ।

শুক্ৰা । না—বিলোচন, তুমি তাকে নিতান্ত বালিকা মনে ক'রো না । আমি নিজে দেখে এসেছি, সে প্ৰতি প্ৰজাৰ গৃহে উদ্ধামুখীৰ মত ছুটে বেড়াচ্ছে আৰ তাৰ উদ্বেজিত কৰছে ; সরল-প্ৰাণ প্ৰজাগণ সে উদ্বে-জন্য তড়িৎস্পৰ্শে বিচলিত হ'য়ে উঠছে ।

বিলো । রাজভক্ত প্ৰজা তারা, তাদের রাজাকে তারা প্ৰাণের সঙ্গেই ভালবাসবে ।

শুক্ৰা । সে হয় ত পরে ; কিন্তু আপাততঃ তাৰ সিংহাসনের সাম্বে বাধা হ'য়ে দাঁড়াতে পারে, বিশেষতঃ মন্ত্ৰী আৰ সেনাপতিৰ প্ৰরোচনায় ।

বিলো। কার্যক্ষেত্র ভিন্ন এ আশঙ্কার সত্যাসত্য নির্ণয় করা অসম্ভব।

শুক্ৰা। সে কথা সত্য ; কিন্তু তোমার এই সিংহাসন-প্রাপ্তি নিয়ে যে, কত রকম বিপদের ঝড় কত দিক্ দিয়ে বইতে পারে, সে কথা তোমায় সৰ্বদাই মনে রাখতে হবে।

বিলো। গয়চন্দ্রের রাজ্য রক্ষা করতে আমি কোন বিপদকেই গ্রাহ্য করব না, স্বয়ং ইচ্ছা প্রতিদ্বন্দ্বী হ'লেও না।

শুক্ৰা। [সোৎসাতে] উত্তম, আশস্ত হলাম। কিছু আগে মহারাণীর নিকটে তাঁর অভিমতের কথা শুনে সে সম্বন্ধেও নিশ্চিত হয়েছি। আমি এখন কার্যাস্তরে চললাম, যতক্ষণ না তোমাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ক'রে আমার প্রধান শিষ্য ত্রিপুরাসুরের স্থান পূর্ণ করছি, ততক্ষণ শুক্ৰাচার্যের শাস্তি নাই—স্বস্তি নাই—খ্যান নাই—তপস্যা নাই।

[বিলোচন অভিবাদন করিলেন ও শুক্ৰাচার্য্য প্রশ্নান করিলেন।

বিলো। [কিঞ্চিৎ ভাবিয়া] ঠিক পথে যাচ্ছি ত ? কোন ভুল ক'রে ফেলছি না ত ? চল—কর্তব্য ! আমাকে হাত ধ'রে ধীরে ধীরে গন্তব্য পথে নিয়ে চল ; আমাকে বিবেক-ভ্রষ্ট ক'রো না—ত্রিপুর-সিংহাসন আমার দ্বারা কলঙ্কিত ক'রো না। আমার গয়চন্দ্রের সিংহাসন যেন কণ্টক-শূণ্য ক'রে রাখতে পারি ; আর কিছু চাই না।

[প্রশ্নান।

চতুর্থ দৃশ্য

ইন্দ্রসভা

ইন্দ্র, বরুণ, পবন, হুতাশন, শনি প্রভৃতি আসান ;
দেববালকগণ বন্দনা-গীতি গাহিতেছিল ।

দেববালকগণ ।—

গান

জয় জয় সুরেশ্বর শচীপতি ।

সুদগণ-পালন, অসুর-দলন,

হে মহাশূর মহামতি ॥

সুর-শৈবলিনী শোকব-সেবিত অঙ্গ,

মন্দার-ভূষিত নিয়ত সুবগুরু মঙ্গ,

যাব পুত্র পরশে, ভাসিছে হরষে,

সুরপুরী হের কিবা দাঁপ্তিমতী ॥

সুরশিরমৌলী বন্দিত চরণ,

বিভূষণ-গানে শক্তিত সদন,

নন্দন-কানন, নন্দিত পরাণ,

হে সুর-শরণ চরণে প্রণতি ॥

[দেববালকগণের প্রস্থান ।

ইন্দ্র । বল, দেবগণ ! তোমাদের অভিযোগ কি ?

বরুণ । [হাসিয়া] অভিযোগ নয়, সুরনাথ ! আবেদন ।

শনি । [স্বগত] একেবারে সুর ওল্টালে ? 'অভিযোগ' বলতেই

বা ভয় কি ছিল ?

ইন্দ্র । কি আবেদন ?

বরুণ । সম্প্রতি ত্রিপুরাসুর-নিহত । এ সংবাদে আমরা বিশেষ আনন্দিত হ'য়ে উৎসবের জন্ত আনন্দ-সভা করেছিলাম, তাতে নৃত্য-গীতেরও ব্যবস্থা ছিল ।

ইন্দ্র । তার পর ?

বরুণ । সেই উৎসব-সময়ে কুমার জয়ন্ত মহা সেখানে উপস্থিত হ'য়ে— [নীরব]

ইন্দ্র । জয়ন্ত সেখানে উপস্থিত হ'য়ে—কি ?

বরুণ । [মস্তক চুলকাইতে চুলকাইতে] আজ্ঞে—আজ্ঞে—

শনি । [জনাস্তিকে অণু দেবগণের প্রতি] ঐ যে, “আজ্ঞে—আজ্ঞে” শুরু করলে তোমরা কেন ? ইয়ে হয়েছে, কথাটা শুনিয়েই দাঙ না ?

ইন্দ্র । [সহাস্যে] বলতে দ্বিধাবোধ করছ কেন ? ঘটনা বা হয়েছে, নির্ভয়ে ব'লে ফেল ।

হতা । কুমারের কথাটা আমাদের প্রাণে বড় আঘাত করেছে, সুরপতি !

শনি । [স্বগত] ইনিও দেখছি তথৈবচ । বাবা, বাঘ না ভালুক ?

ইন্দ্র । কি আঘাত করেছে, বল ।

পবন । আমিই বলছি, সুরেন্দ্র ! ত্রিপুরাসুর-বধে আমরা কোনই বাহুবল প্রকাশ করি নি, তাই আমাদের আনন্দোৎসব করাটা নিতান্তই অশ্রয় হয়েছে—এই কথা গিরে কুমার আমাদের বলেছেন ।

শনি । [স্বগত] উহঁ—তবুও হ'ল না ।

ইন্দ্র । [সহাস্যে] এর মধ্যে প্রাণে আঘাত পাবার কথা ত কিছু দেখতে পাচ্ছি না, সুরগণ !

শনি । [স্বগত] বাস্—চুকে গেল ।

পবন । কুমারের সে কঠোর ভাষার সঙ্গে বিশেষভাবে ঔকতা
দ্রুত ছিল, তাতে আমরা অপমান বোধ করেছি সকলে ।

শনি । [স্বগত] এইবারে অনেকটা হয়েছে ।

ইন্দ্র । প্রতিহারি ! জয়ন্তকে আমার আদেশ জানিয়ে সভাস্থলে
উপস্থিত হ'তে বল ।

তৎক্ষণাৎ জয়ন্তকুমারের প্রবেশ ।

জয়ন্ত । [অভিবাদনান্তে] কি আদেশ, পিতা ?

ইন্দ্র । তুমি সুরগণকে কি কোন গ্লানিকর কথা বলেছ, জয়ন্ত ?

জয়ন্ত । হাঁ, বলেছি । সেরূপ কাপুরুষোচিত নির্লজ্জ বাপার
দেখে প্রাণে অত্যন্ত ব্যথা পেয়ে কিছু তীব্রবাক্য প্রয়োগ করেছিলাম ;
তাতে আমার উপর এঁদের ক্রোধ করবার কিছু ছিল না, বরং নিজেদের
সেই লজ্জাকর কার্যের জন্য লজ্জিত হওয়াই উচিত ছিল ।

পবন । কোন্ কাণ্ড আমাদের উচিত বা অনুচিত, সে শিক্ষা কি
একজন বালকের নিকট নিতে হবে, সুরনাথ ?

জয়ন্ত । স্বেচ্ছায় মর্যাদা বারা হারিয়ে ফেলে, তাদের চোখ
ফাটাবার জন্য একজন মর্যাদাশালী বালকের উপদেশ কি হিতকারী নয় ?

শনি । [স্বগত] মর্যাদার গর্বেই বাবাজী অস্থির দেখছি !

ইন্দ্র । সুরপতিকে এ কথা জানাবার আমাদের এই মাত্র উদ্দেশ্য,
যাতে ভবিষ্যতে কুমারের এরূপ উদ্ধত-বাক্য আর আমাদের শ্রুতে কখনও
না হয় ।

জয়ন্ত । ভুল আমার বুঝতে পেরেছি, হতাশন ! তখন বিশ্বাস
ছিল না, দিকপালগণের অধঃপতনের সীমা এতদূর গিয়ে পৌঁছেছে !
ত্রিপুর-বধে যে কাপুরুষতার জন্য দেবতাদের সমাজে মুখ দেখানই

লজ্জার বিষয় ছিল, সেই কাপুরুষতার আলোচনা করতে তারা আজ এত উচ্চমুখ ! উঃ—লজ্জায় আমারই বে শির হয়ে পড়ছে ! হায়, এ অধঃপতন হ'তে কে আমাদের রক্ষা করবে ? ষাকু, দিকপালগণ ! আমি আপনাদের কাছে করযোড়ে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, আর কখনও আমার মুখে কোন কথাই শুনতে পাবেন না আপনারা ।

ইন্দ্র । কুমারকে বোধ হয়, তোমরা ক্ষমা করেছ ? ভবিষ্যতেও কুমার-সঙ্ঘকে কিছু বলবার তোমাদের বোধ হয়, কোন কারণই থাকুল না ?

বরুণ । না, আমাদের আর কিছু বলবার নেই ।

ইন্দ্র । যাও, জয়ন্তু !

[জয়ন্তু গম্ভীর মুখে প্রশ্ন করিলেন ।

এখন একটা কথা জিজ্ঞাসা করি দেবগণকে, যথাযথই কি তোমাদের সেই আনন্দ-সভার উৎসব করা উচিত [হয়েছিল ? যে গ্নানি একজন বালকের প্রাণেও আঘাত করতে পারে, সেই গ্নানি তোমাদের প্রাণে একটুও আঘাত করল না ? যে ত্রিপুরাসুরের অত্যাচার শুনে স্বয়ং সর্কত্যাগী সদাশিবও উত্তেজিত না হ'য়ে থাকতে পারেন নি, সে অত্যাচারের প্রভুত্তর দিতে আমরা কি চেষ্টা করেছিলাম ? আমাদের সে কলঙ্ক হচ্ছে ফেলবার কোন কারণই কি আমরা দেখাতে পেরেছি ? দেবতাদের এই দুর্কলতা—এই কাপুরুষতা দেখে ত্রিলোক হাসছে না ? দানবদল আরও মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে না ? এ অবস্থায় কি আমাদের কোনও উৎসবে মত্ত হওয়া উচিত, সুরগণ ?

পবন । কেন ? শুভ্র-নিশুভ্র বধের পর কি সুরপতি কোনও আনন্দ-উৎসব করেন নি ? সে যুদ্ধেও ত দেবতারা কোনরূপ বাহুবল প্রকাশ করেন নি, স্বয়ং মহাশক্তি চণ্ডিকা এই শুভ্র-নিশুভ্রকে বধ করেছিলেন ।

ইন্দ্র । ভুলে যাচ্ছ—সমীরণ, সেদিনকার কথা । যে মহাশক্তির কথা উল্লেখ করলে, সে মহাশক্তির উৎপত্তির কারণ কি দেবতাগণ নয় ? সমস্ত দৈবশক্তির একত্র সমষ্টি হ'য়ে সেটই মহাশক্তি ; দেবতাদের গর্ভ করবার তাতে খুবই ছিল, বৃত্রাসুর-বধেও ছিল ; কিন্তু এ ত্রিপুর-বধে কিছুমাত্র নাট । দেবতাদের পূর্ব পূর্ব গৌরব এইবারে বিলুপ্ত হ'য়ে গেছে ।

বরুণ । ত্রিপুরাসুর যে অন্য দেবগণের অবধা ছিল, সুরপতি । কাজেই দেবশক্তি সেখানে কোন সাফল্য লাভই করতে পারত না ।

ইন্দ্র । হোক না অবধা । ত্রিপুরাসুর দেবতাগণের অবধা ; কিন্তু তাই বলে কি দেবগণ তাদের শক্তি-প্রয়োগে নিরস্ত থাকবে ? নিশ্চিত জয় জানতে না পারলে কি প্রকৃত বীর যারা, তারা কখনো শত্রুর সামনে দাঁড়াবে না ? এ নীতি আমরা কোথায় শিখেছি ? এ নীতি কখনই বীরত্বের নীতি হ'তে পারে না । দেবতা-সমাজেও এ দুর্বল-নীতি কখনও ছিল না, এইবার এই নূতন দেখা দিয়েছে ।

শনি । [মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে] ইয়ে হয়েছে, সুরনাথ ! মনে কিছু করবেন না । এই ত্রিপুরাসুর-যুদ্ধে স্বয়ং দেবেন্দ্রও কি তাঁর বজ্র ধ'রে একবারও দাঁড়াবার চেষ্টা করেছিলেন ? সেদিন কিন্তু ইয়ে হয়েছে—দাঁড়াবার চেয়ে দৌড়াবার চেষ্টাই সুরপতির বেশী ক'রে দেখতে পাওয়া গেছিল ; যদিও আমি স্বচক্ষে কিছু দেখতে পাই নি, কারণ চোখ উঠেছিল : কিন্তু ইয়ে হয়েছে—কর্ণদ্বয় বেশ সজাগই ছিল । তাই সুরেন্দ্রের সেদিনকার নির্বিঘ্নে আত্মরক্ষার আলোচনা কর্ন-বিবরে বিশেষ ভাবেই প্রবেশ-লাভ করেছিল । তা, ইয়ে হয়েছে—হেঁ—ঠেঁ—হেঁ !

[হাস্য]

ইন্দ্র । এক বর্ণও মিথ্যা নয়, শনৈশ্চর । সে কলঙ্কের চিহ্ন এখনও মুছে যায় নি এ বাসবের মুখ হ'তে ; কিন্তু আমি তখন একেবারে নিঃসহায় । যাদের সমবেত শাস্ত্র নিয়ে আমি শক্তিশালী, সেই দিক্‌পাল-গণ তখন স্বর্গ হ'তে পলায়িত ; একমাত্র জয়ন্ত আর আমি বর্তমান । পুরবাসিনীদের রক্ষা করবার তখন আমরা দু'জন ভিন্ন আর কেউ ছিল না । শচী-হরণের প্রলোভন দানবের বংশ-পরম্পরাগত ; তাই দেবীদের মর্যাদা রক্ষার জন্য আমাকেও শেষে পলায়ন করতে হয়েছিল ।

বক্রণ । যাক্, যা হবার তা হয়েছে । এবার থেকে এক কাজ করা যাক্ । আমরা দেবর্ষির মুখে শুনেছি, ত্রিপুর-সিংহাসনে তার সহোদর বিলোচনই বসে, সে-ও হয় ত অল্পদিন পরেই আবার স্বর্গ-আক্রমণের চেষ্টা করবে ; তার জন্তে এখন হ'তেই আমাদের সতর্ক হ'তে হবে । আরও একটা কথা, দেবর্ষি বললেন যে, ত্রিপুরাসুর-পুত্র গয়াসুরও নাকি শীঘ্রই একজন পরম হরিভক্ত হ'য়ে উঠবে, আর পিতার ন্যায় তপস্যা-বলে সে-ও বরলাভ ক'রে দুর্জয় হ'য়ে দাঁড়াবে ; কাজেই দুইদিকেই লক্ষ্য রেখে যেতে হবে ।

ইন্দ্র । কি উপায় অবলম্বন করতে চাও ?

বক্রণ । বিলোচনকে নিশ্চেষ্ট ক'রে রাখতে হ'লে দানবের মধো কোশলে ভেদ-নীতির প্রচলন করা ; তার জন্য শনৈশ্চর বিশেষ প্রস্তুতই আছেন ।

শনি । সদা—সর্বক্ষণ । অস্ত্র-শস্ত্রের বিদ্যা তেমন না থাকলেও—
ইয়ে হয়েছে — ও বিদ্যায় আমার বিশেষ নাম-ডাকই আছে ।

ইন্দ্র । আর গয়াসুর-সম্বন্ধে কি স্থির হয়েছে ?

পবন । তাকে এইরূপ অবস্থাতেই নিঃশেষ করতে পারলেই ঠিক হয় ।

হুতা । নিতান্ত নিঃশেষ যদি না-ই হয়, তবে তাকে তপস্যা করতে দেওয়া কিছুতেই হবে না, এটা কৃতনিশ্চয় আমাদের ।

ইন্দ্র । একটা উন্নীত জাতি যখন পতনের পথে ধেয়ে চলে, তখন তাদের বুদ্ধি, বিবেচনা, কার্য্য-কলাপ, সবই এইরূপ বিকৃত হ'য়ে পড়ে । সুরগুরু বৃহস্পতির মন্ত্রণা-চালিত সুরবীরগণের এই অধঃপতন—এই দুর্বলতা—এই কাপুরুষতা কি বিশ্বয়ের বিষয় নয় ?

শনি । তা ইয়ে হয়েছে—

ইন্দ্র । নীরব থাক, শনৈশ্চর !

বরুণ । সুরপতি তবে কি করতে চান ?

ইন্দ্র । আমার কর্তব্য স্বতন্ত্র । সে কর্তব্য ব্যক্ত করবার পূর্বে তোমাদের কয়টা অপ্রিয় সত্যকথা বলতে চাই । তোমরা যে পথে যেতে উদ্যত হয়েছ, সে কি দেবতার গম্ভীরা পথ ? একবার ভাব দেখি, আমরা দেবতা ব'লে গর্ব্ব করি কি নিয়ে ? দেবতাদের এই যে মর্যাদা, এ কিসের জন্য ? ন্যায় আর সত্য, এই দুই প্রধান অস্ত্রই ছিল দেবতাদের দেবত্ব রক্ষার জন্য । সস্বগুণ সুরগণের বিবেক-বিধৌত বুদ্ধিবৃত্তি হ'তে ত কখনও কোন কুটিল চক্রান্ত করবার বীভৎস গন্ধে নাসিকাপথকে রুদ্ধ করতে হয় নি ! ভেদ-নীতি ? কেন ? কি প্রয়োজন ? তারপব নির্দোষ বালক গয়াসুরকে নিঃশেষ করবার ইচ্ছা । এ ঘৃণা উক্তি কি দেবতার, না কোন হীনবীৰ্য্য অধম জাতির ? এট নীচ উক্তি, নীচ ভাষা আজ দেবতার রসনাকে স্তব্ধ না ক'রে অবাধে তা চ'তে নির্গত হচ্ছে ! সুরেন্দ্র-সম্মুখে, সুরেন্দ্র-সভাতে দাঁড়িয়ে এই হীন-চক্রান্ত ব্যক্ত করতে একটুও সঙ্কোচ বোধ হ'ল না ? একটুও রসনায় জড়তা এল না ? এই হীনতার দূষিত বাষ্প যে আজ দেবতা-সমাজকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে ! বুঝলাম, আজ দেবতা নাই, আছে তার রক্ত-মাংসহীন বীভৎস কঙ্কাল ! আজ দেবত্ব নাই, আছে তার হিংস্র পশুর ন্যায় একটা প্রবল জিহাংসা ! উঃ—কী অসহ যন্ত্রণা এ !

গীতকণ্ঠে সত্যদেবের প্রবেশ

সত্যদেব

গান ।

হায়, ভাগাদোষে দুর্ভাগাদেব

(এখন) ভোগে ধরেছে ।

আত্ম-শুদ্ধি বিবেক-বুদ্ধি—

কোথায় সে সব সরেছে ॥

মহাপ্রাণের তত্ত্ব যারা

চিরকালই মানত,

আত্মপরভেদ-তত্ত্বরসের

স্বাদ কভু না জানত

তারা, কোন্ অতীতের উচ্চ চূড়া--

আজ ভেঙে কোথা পড়েছে ।

শান যাদের সঙ্গে সঙ্গে

সঙ্গে মিশে রয়,

তাদের দশাব গম্বুনি দশা

শেষ-দশাতে হয়,

যে যে মরণ দশা, নাই আর আশা--

এরা তমর নেশায় ভরেছে ॥

[প্রস্থান ।

[অতান্ত দেবগণ রুদ্ধক্ৰোধে গর্জিতে লাগিলেন ।]

পবন । সুরপতি ! সুর-সভাতে এ সব অতিরিক্ত ঔদ্ধত্যের প্রশ্রয় দেওয়া কি সুরেন্দ্রের উচিত হচ্ছে ?

শনি । এ ভাবে মাথা নেড়ে যা-খুশি— তাই ব'লে যায়, এ ভাব ত ইয়ে হয়েছে— নিতান্তই বাড়াবাড়ি !

ইন্দ্র । তুল বলছ, শনৈশ্চর ! বাড়াবাড়ি সত্যদেবের কোনদিনই ছিল না—এখনও নাই । সত্যদেবের মুখ থেকে যা বেরোয়, তা জান্বে তুলাদণ্ডে ওজন করা গাঁটী সত্য ।

হতা । তা ব'লে মুখের উপর অম্নি ক'রে এসে বলবে ?

ইন্দ্র । সেটা তোমাদের খুবই অপছন্দ, নয় ? নিন্দাটা সামনের উপরেই অন্যায়, আর অন্তরালে কিছুই অন্যায় নয়, এই যাদের মনের অবস্থা, তাদের চরবস্তাকে বাধা দিয়ে রাখতে পারে কে ?

বকণ । আমাদের যদি এই নীচতা এসে থাকে, তা হ'লে—

পবন । আমাদের সংস্রব ত্যাগ করাই বোধ হয়, সুরেন্দ্রের পক্ষে সমীচীন ।

শনি । কুসংসর্গের হাওয়া ইয়ে হয়েছে—বড় সাংঘাতিক, সুরনাথ ।

ইন্দ্র । [বিষাদ-হাস্যে] তোমাদের আজকার উদ্দেশ্য আমি বেশ ক'রেই বুঝতে পেরেছি ।

পবন । উদ্দেশ্য ত আমাদের খুবই স্পষ্ট ! আমরা দানব-সম্বন্ধে যে ব্যবহার-কথা প্রকাশ করলাম, এতে যদি বাসবের যোগদান সম্ভব হয়—উত্তম, নতুবা আমরা আমাদের কর্তব্য করতে প্রস্তুতই হয়েছি ।

ইন্দ্র । না, তোমাদের এ সব গহিত কার্যে আমার সহানুভূতি পাওয়া তোমাদের নিতান্তই অসম্ভব, সমীরণ ! আমি সবই হারিয়ে ফেলেছি ; তেজ, বীৰ্য্য, পরাক্রম এ সব কিছুই আমার নাই সত্য, এমন কি, আজ হ'তে বোধ হয়, তোমাদের সহযোগিতাও হারিয়ে ফেললাম ; কিন্তু তবুও আমি অন্যায়ের পক্ষপাত দেখিয়ে, সত্যকে কখনও হারাতে পারব না ।

শনি । বাস্—এ হ'তে আর সোজা-ভাষা কি হ'তে পারে, বল ? তবে ইয়ে হয়েছে—

ইন্দ্র । নীরব থাক, শনৈশ্চর !

শনি । আজ্ঞে, রসনায় যে দস্তুরমত বাক্শক্তি দিয়ে দিয়েছেন বিধাতা ! বোঝা ক'রে যে দেন নাই, সেটা বোধ হয়, ইয়ে হয়েছে—দেব-রাজের অজ্ঞাত নয় ?

ইন্দ্র । হঁ, ব্যঙ্গ করবার সাহসও পেয়েছ আজ দেখছি, শনৈশ্চর ! যাক, তবুও স্বৈচ্ছায় আত্ম-কলহ করব না জেনো। তুমি এই সম্প্রদায়ে প্রবেশ ক'রে যে কৌ সর্কনাশ ক'রে তুলেছ, সেটা বুঝতে পারা দেবতাদের এখন কঠিন ।

শনি । শুন্ছ সুরগণ, সুরপতির কথা ? আমিই নাকি তোমাদের সম্প্রদায়ে ঢুকেছি ইয়ে হয়েছে—সর্কনাশ করব ব'লে ; তা যদি তোমরা বুঝে থাক, তবে ইয়ে হয়েছে—আমাকে স্বচ্ছন্দচিত্তে বিদায় দিতে পার। তোমাদের এ ভাগা-ভাগি রাগা-রাগীর দল থেকে আমি এখনি খ'সে পড়ি । পেটে বিদ্যে থাকলে ইয়ে হয়েছে—দল আমার অনেক জুটবে ।

ইন্দ্র । এমন শুভদিন কি দেবতাদের আসবে ?

বরুণ । ক্ষমা করুন, সুরনাথ ! শনৈশ্চর সম্বন্ধে গুরুপ তিস্ত-আলোচনা করা আমরা সঙ্গত মনে করছি না ।

শনি । [স্বগত] বাবা ! এ জুতো-সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ, এ আর কারো দ্বারাই চলবে না ।

ইন্দ্র । তোমাদের বধির কর্ণে আমার হিতবাণী পৌছবে না—সেটা এখন বেশ বুঝতে পারছি । শনির দৃষ্টির ফলই যে এইরূপ অব্যর্থ !

পবন । যাক, আর সময় নষ্ট ক'রে প্রয়োজন নাই । এখনই গিয়ে আমাদের কার্যো প্রবৃত্ত হ'তে হবে ।

ইন্দ্র । কিন্তু একটা কথা আমি তোমাদের এখনও ব'লে রাখি, গয়ানুরের তপস্যা ভঙ্গ করবার কু-প্রবৃত্তি তোমরা পরিত্যাগ কর ।

শনি । [দেবগণের প্রতি অনাস্তিকে] সেইটাই কিন্তু তোমাদের প্রধান অস্ত্র । ইয়ে হয়েছে—

পবন । নিশ্চয়ই ।

হতা । না সুরনাথ, আমরা গয়াসুরের তপশ্চা ভঙ্গ ত করবই তা ছাড়া তাকে নিঃশেষ করতেও বোধ হয় বাকি রাখব না ।

ইন্দ্র । পারবে না, বৃথা কলঙ্ক রটাবে ।

পবন । পারবে না ? কে বাধা দেবে ?

সহসা উত্তেজিত জয়ন্তের পুনঃ প্রবেশ ।

জয়ন্ত । আমি বাধা দেব ।

পবন । দেবগণের সমগ্র শক্তি সেখানে পুঞ্জীভূত হ'য়ে হিমাচলের ত্রাঘ অচল হ'য়ে দাঁড়াবে ।

জয়ন্ত । সেখানে দেবতারা কখনও যাবে না—তাদের শক্তিও সেখানে থাকবে না ।

পবন । আমরাই সশরীরে উপস্থিত থাকব সেখানে ।

জয়ন্ত । আপনারা তখন আর দেবতা থাকবেন না । কারো তপশ্চা-ভঙ্গের পাপ-কল্পনা যে দেবতাদের মনে স্থান পায়, তখন আর তারা দেবতা থাকে না । গয়াসুরের তপশ্চা ভঙ্গ করবার কল্পনা বধনই আপনাদের মনে উদয় হয়েছে, তখনই আপনারা দেবত্ব হারিয়ে ফেলেছেন ; কাজেই সে পশুবলকে দুর্বল করতে জয়ন্তের কিছুমাত্র বেগ পেতে হবে না ।

পবন । [সক্রোধে] সুরপতি—সুরপতি ! কুমারকে একরূপ বধেচ্ছ-ভাষা প্রয়োগ করতে নিষেধ করুন ।

শনি । অঁ্যা, একেবারে 'পশুবল' শব্দটা ব'লে ফেললে ! তা ইয়ে হয়েছে—

ইন্দ্র । দেখ সুরগণ ! তম-রোগের ঘোর বিকারে আজ তোমরা আচ্ছন্ন । তোমাদের দেবভাব, তোমাদের সাহসিক-ভাব, সত্য-সত্যই আজ অস্ত হিত ; কাজেই কোনকপ সত্য-ভাষণ আজ তোমাদের বিকৃত মুখে অরুচিকর ব'লেই বোধ হচ্ছে ; নতুবা জয়ন্তের কঠোর সত্যবাক্যে তোমরা এমন উত্তেজিত হ'য়ে উঠতে না ।

জয়ন্ত । আপনারা কি এই নীচতা নিয়ে দেবতা ব'লে পরিচয় দিতে চান ? ছিঃ— ছিঃ— ছিঃ ! আপনারা আজ এত দুর্বল, এত নীচ, এত হেয়, এত তুচ্ছ !

সুরগণ । [একসঙ্গে উত্তেজিত ভাবে দাঁড়াইয়া সম্মুখে] সাবধান, উদ্ধত বালক !

জয়ন্ত । [সহাস্তে] আজ আর পরিচয় দিতে কিছুই বাকি রাখছেন না দেখছি । [গম্ভীর মুখে] যান—নিঃশব্দে এখান হ'তে চ'লে আপনারা । সুরেন্দ্র-সভার প্রবেশদ্বার আজ হ'তে আপনাদের জন্ত অবরুদ্ধ হ'য়ে গেল । যদি কোনদিন দেবতা হ'য়ে ফিরতে পারেন, তবেই আবার এখানে প্রবেশ করবেন—নতুবা এই আপনাদের শেষ-প্রবেশ ।

[গম্ভীরভাবে প্রস্থান ।

সুরগণ । [একসঙ্গে] আচ্ছা, দেখা যাবে ।

শনি । তা, ইয়ে হয়েছে—না থাক—চেপেই যাই ।

[সুরগণসহ প্রস্থান ।

ইন্দ্র । স্বর্গ ! লজ্জার মুখ ঢাক, আজ তোমার সন্তানেরা তোমার মুখে কালি ঢেলে নিষ্ঠুর অট্টহাসি ষুড়ে দিয়েছে ! শনির কোপ-দৃষ্টি আজ তোমার উপর ! তুমি মা, কুপুত্রগণের আঘাত বুক পেতে সহ্য করবার শক্তি থাকে ত সহ্য কর, নতুবা কেঁদে মর—কেঁদে মর—

প্রস্থান ।

পঞ্চম দৃশ্য

স্বর্গপথ

গীতকণ্ঠে মোহ ও মদের প্রবেশ

নৃত্যগীত ।

উভয়ে ।-

ফাঁক পেলেই তাক লাগিয়ে দিয়ে

আমরা দুজনে আস্ব।

এই ভর্তুকি করা কুর্তি পেটে

হাস্ব—বস্ব—নাচ্ব ॥

মোহ আর মদ আমরা দু'ভাই যেমন প্রকাণ্ড,

আমরা ঘাড়ে চাপি পেলে যত অকাল-কন্মাণ্ড,

(সবাই) ভাবাচাফাফা থাকে দেগে দু'ভাইয়ের কাণ্ড :

যখন স্বর্গে ঢোকান পথ পেয়েছি—

তখন সোজায় কি আর ছাড় ব ॥

বৈঁচে থাক শনি-খুড়ো তোমার খুরে নমস্কার,

করলে মোহ-মদের স্বর্গে ঢোকান রাস্তা আবিষ্কার,

দস্তুর মতন পাবে তোমার কাজের পুরস্কার,

সব মোহ-মদে মাতিয়ে দেব—মাতিয়ে দেব—

আর পিছন করে একটুখানিক হাস্ব ॥

[গ্রহান

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাজসভা

সজ্জিত সিংহাসন পার্শ্বে রাজবেশে বিলোচন দণ্ডায়মান।
তৎপার্শ্বে রাজমুকুট হস্তে শুক্রাচার্য্য, সভাসদৃগণ,
প্রতিহারী প্রভৃতি উপস্থিত। মাস্তুলিক শঙ্খ, ঘণ্টা,
মঙ্গল-কলস প্রভৃতি সহ পুরবালাগণ দুই পার্শ্বে
দাঁড়াইয়া মঙ্গল-গীতি গাহিতেছিল। গয়চন্দ্র বিলোচনের
সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল।

পুরবালাগণ।—

গান

হে ভগবান্ করুণা-নিদান্, কর আজি শুভ-আ শীর্ষাদ।

রাজার বসনে রাজ-সিংহাসনে

আজি বসিবেন নব-সম্রাট্, যেন ঘটে না কোন বিভ্রাট্,

পুরাও মোদের এই মন-সাধ্ ॥

কর শাস্ত, দাস্ত, প্রশাস্ত মতি,

হউন ধন্য, গণ্য, মান্য মৈত্ৰ্যপতি,

পুণ্য হামো স্নিগ্ধ লামো হোক আমোদিত মুগ্ধরিত,

বিদুরিত হ'য়ে যাক্ যত অবসাদ।

গয়চন্দ্র আনন্দে বিভোর হইয়া গাহিল ।

গয় ।—

গান ।

আমার কাকা—আমার কাকা

হবেন বাজা আজি ।

হবে, কেমন মজা—কেমন মজা

তাঁই এসেছি সাজি ॥

কাকার কোলে ব'সে থাকব,

ফুলের হাসি দেখব,

ফুলে ভালবাসব,

ঢেলে দেব কাকার গায়ে

আমার কুল-ভরা সাজি ॥

ছেলের মতন পালুবেন য'ত প্রজা,

পাবে না কেউ সাজা,

উড়বে কীৰ্ত্তি-ধ্বজা ;

দয়া কর দয়াল ঠাকুর—

কাকা আমার হবেন কাজের কাজী ।

বিলো । । জ্যেষ্ঠের শোকস্মৃতিজনিত অশ্রুজাড়িতকণ্ঠে । বৎস
গয়চন্দ্র ! এই তোমার পিতৃ-সিংহাসন, এ সিংহাসনের আধিকারী এক
মাত্র তুমি ; তুমি উপযুক্ত না হওরা পর্য্যন্ত আমিই তোমার প্রতিনিধি
হ'য়ে এই সিংহাসনে আজ উপবেশন করব । তুমি আনন্দিত মনে
সম্মতি দাও ।

গয় । [চোখের জল মুছাইয়া দিয়া] বাবা স্বর্গে চ'লে গেছেন. স্বর্গে
গেলে আর নাকি ফিরে আসে না । তুমি আজ সিংহাসনে রাজা হ'য়ে
ব'স, কাকা ; কিন্তু তুমি যেন আবার বাবার মতন আমাদের ফেলে

স্বর্গে চ'লে য়েয়ো না, তা হ'লে আমি আর তোমারও কোলে বসতে পাব না যে ?

বিলো । আহা ! [গয়চন্দ্রকে সাদরে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন]

শুক্ৰা । শুভ মুহূৰ্ত্ত সমাগত প্রায় । কৈ, মহারানী এখনও ত এলেন না ?

বিলো । আমি মহাদেবীর আশীৰ্ব্বাদ নিয়ে এসেছি, তিনি মঙ্গল-পূজায় রত আছেন, এখনি আসবেন ।

শুক্ৰা । তা হ'লে মন্ত্রী আর সেনাপতি সত্য-সত্যই উপস্থিত হলেন না ?

বিলো । বড়ই দুঃখের বিষয় যে, তাঁরা আমায় বুঝলেন না ।

মহস। বেগে প্রহরীর প্রবেশ ।

প্রহরী । তোরণদ্বারে তুমুল কাণ্ড উপস্থিত, দৈত্যপতি !

বিলো । [ব্যস্তভাবে] কি ?

প্রহরী । মন্ত্রী, সেনাপতি আর অসংখ্য প্রজাবৃন্দ সঙ্গে বড় রাজকুমারী ঝড়ের মত এসে তোরণদ্বারে প্রবেশ করেছেন, বাধা মান্ছেন না ।

শুক্ৰা । [ক্রোধ-গস্তীরভাবে । বিলোচন !

বিলো । [শান্তভাবে] গুরুদেব !

শুক্ৰা । প্রস্তুত হও ।

তৎক্ষণাৎ উত্তেজিতা জল্পনাসহ মন্ত্রী, মহাকায়

ও প্রজাগণ প্রবেশ করিল ।

জল্পনা । ঐ—ঐ আমার পিতৃ-সিংহাসন অধিকার করবার জন্ত পিতৃ-সহোদর প্রস্তুত হ'য়ে আছেন । তোমরা এখনই সিংহাসন অবরোধ ক'রে দাঁড়াও । [সকলের তথাকরণ ।]

[কিছুক্ষণ স্তম্ভিতভাবে নিঃশব্দে উভয় পক্ষ দাঁড়াইয়া রহিল]

গয় । [কাছে আসিয়া] দিদি—দিদি, তুমি এদের ডেকে নিয়ে এসেছ কেন ? কাকার সঙ্গে মারামারি করতে ? না—না, তা ক'রো না, দিদি ! কাকা আমাদের আজ রাজা হবেন, কী আনন্দ আজ আমাদের, দিদি !

জল্পনা । দূর, মূর্খ—হতভাগ্য !

বিলো । জল্পনা ! লক্ষ্মী মা আমার !

[বিরক্তভাবে জল্পনা অন্তদিকে সরিয়া গেল

মহা । সিংহাসনের ছরাশা পরিত্যাগ করতে হবে, দৈত্যপতি ?

বিলো । সত্যই ছরাশা আমার পক্ষে ; কিন্তু গয়চন্দ্রের ভবিষ্যৎ চিন্তা ক'রে সে ছরাশাকে ছাড়তে পারছি না, সেনাপতি !

মহা । রাজপুত্রের কথা ব'লে স্তোকবাক্যে আমাদের নিরস্ত করবার সময় আর নাই দৈত্যপতির এখন ।

মন্ত্রী । সতর্কত পূর্ব হ'তেই করা হয়েছিল দৈত্যানাথকে ?

বিলো । কিন্তু ছঃখের বিষয়—মন্ত্রী, তোমাদের সে সতর্কতাকে আমি তোমাদের একটা নিরোধ করলনা ভিন্ন অন্য কিছুই ভাবতে পারি নি তখন ।

মহা । কার্যক্ষেত্র উপস্থিত ; কি করতে চান এখন, দৈত্যপতি ?

শুক্লা । শুভ-মুহূর্ত্ত উপস্থিত হ'লেই সিংহাসনে বসতে চান, এ ভিন্ন আর কোন চিন্তা করবার বিষয় নাই দৈত্যপতির ।

বিলো । স্থির হও—শান্ত হও, একটু বুঝতে চেষ্টা কর । তোমরা যে সত্যই প্রভুভক্ত কর্মচারী, এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নিঃসংশয় ; কিন্তু মিথ্যা একটা ধারণার বশে আজ শুধু অশান্তির সৃষ্টি করতে উদ্যত হয়েছ ।

জল্পনা । মিষ্টবাক্যে মুগ্ধ হ'য়ো না, সেনাপতি ! ত্রিপুর-কণ্ঠার বজ্র-আদেশ, তার পিতৃ-সিংহাসন যেন কেউ স্পর্শ করতে না পারে ।

গয় । হাঁ কাকা, দিদি কেন ক্ষেপে গিয়েছে ?

মহা । দৈত্যপতি, বাধ্য হ'য়ে আমাকে বলতে হচ্ছে যে, আপনি এই মুহূর্তে রাজসভা পরিত্যাগ করুন ।

মন্ত্রী । এখনও কি দৈত্যনাথের বৃত্তে পারা উচিত নয় যে, রাজ্যের প্রজাবন্দ সকলেই আজ তাদের রাজ-সিংহাসন অধিকারে দৃঢ়ভাবে বাধা দিতে প্রস্তুত হ'য়ে এসে দাঁড়িয়েছে ?

বিলো । তার জন্য বিন্দুমাত্রও চিন্তিত হচ্ছি না, মন্ত্রী ! আমার এখনও দৃঢ়বিশ্বাস আছে যে, আমি আমার জ্যেষ্ঠের পুণ্যময় সিংহাসন নির্ঝিগ্নে লাভ করতে পারব ।

জল্পনা । সেনাপতি, কর্তব্যে অবহেলা করছ তোমরা ; যদি ভয় হ'য়ে থাকে, তবে স'রে বাও তোমরা, আমিই তোমাদের স্থান অধিকার ক'রে দাঁড়াব । দূর হ'তে চেয়ে দেখো তখন, কাপুরুষের দল—অকৃতজ্ঞের দল, কেমন ক'রে এই জালামুখী জল্পনা তার পিতৃ-সিংহাসনের কণ্টক দূর ক'রে ফেলে । [অগ্রসর হইতেছিল]

মহা । ধৈর্য ধরুন, রাজপুত্রি ! সেনাপতি মহাকায়ের উপর অযথা অবিশ্বাস করবেন না । [আসি কোষমুক্ত করিয়া অগ্রসর হইয়া]
দৈত্যপতি—

বিলো । না, নির্ঝিগ্নে হ'ল না । এস, সেনাপতি ! [আসি নিষ্কাশন]

গয় । কাকা—কাকা, মারামারি ক'রো না—ক'রো না ।

শুক্লা । দৈত্যপতি, সিংহাসনে বসবার শুভ-মুহূর্ত যেন কোনমতে অতিক্রম না হয় ।

বিলো । রক্তস্রোত বহাতে একটুও ইচ্ছা নাই, সেনাপতি ! এখনও নিরস্ত হও ;

জল্পনা । নিরস্ত হবে সিংহাসনের বাধা নির্মূল ক'রে । চালাও

তরবারি, সেনাপতি ! বহাও রক্তের নদী, উঠাও 'মার্ মার্' ধ্বনি,
রাজ-ভক্তগণ !

[মহাকায় অসি চালনা করিতে করিতে অগ্রসর হইল, প্রজাগণ
“মার্ মার্” ধ্বনি করিয়া উঠিল, বিলোচন অসিহস্তে দৃঢ়
হইয়া দাঁড়াইলেন ।]

তৎক্ষণাৎ ধীরভাবে গম্ভীর মুখে প্রভাবতী আসিয়া
উভয়ের মধ্যস্থলে দাঁড়াইলেন ।

প্রভা । নিরস্ত হও, সেনাপতি !

[মহাকায় অসি কোষবদ্ধ করিয়া মণ্ডক নত করিয়া দাঁড়াইল]

প্রজাবন্দ । জয়—মা মহারাণীর জয় !

প্রভা । মহারাণীর জয় দিতে চাও ত, সকলে নিঃশব্দে অবস্থান
কর । [শুক্রাচার্য্যের প্রতি ! গুরুদেব, শুভ-মুহূর্ত্তের আর বাকী কত ?

শুক্রা । ঠিক উপস্থিত ।

প্রভা । [বিলোচনের দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া] এস—দেবর, এই শুভ-
মুহূর্ত্তে ভগবানের নাম স্মরণ ক'রে সিংহাসনে উপবেশন কর । [সিংহাসনে
বসাইলেন] গুরুদেব । রাজ-মুকুট পরিয়ে দিন্ । [শুক্রাচার্য্যের
তথাকরণ]

গয় । [হাতে তালি দিতে দিতে] এইবার কাকা রাজা হয়েছেন—
কাকা রাজা হয়েছেন । [বলিয়া বিলোচনের কোলে গিয়া বসিল]

মন্ত্রী । [করষোড়ে] মহারাণি ! ক্ষমা করুন আমায়, আমি ভুল
বুঝেছিলাম ।

প্রভা । নবীন সম্রাটের দক্ষিণ হস্ত হ'য়ে স্ব-কর্তব্য পালন কর,
সেনাপতি ! তরবারি নবীন সম্রাটের পদতলে রক্ষা ক'রে আত্ম-সমর্পণ
কর ।

মহা । [তরবারি রাজ-পদতলে রক্ষা করিয়া] আমাকে মার্জনা করুন, সম্রাট্ !

বিলো । তোমাদের সাহায্য আমি সর্কান্তঃকরণে প্রার্থনা করি ।

প্রভা । প্রজাগণ ! নূতন সম্রাটের জয় ঘোষণা কর ।

প্রজাগণ । জয়—দৈত্য-সম্রাট্ বিলোচনের জয় ।

প্রভা । [জল্পনাকে ক্রোধে কাঁপিতে দেখিয়া] জল্পনা, উত্তেজনা ছেড়ে শান্ত হও ।

জল্পনা । মহারাণীর নির্ক দ্বিতার নিরুপদ্রব-ইজিতে শান্ত হ'তে পারে ঐ মূর্খ, কাপুরুষের দল ; কিন্তু সে নির্ক দ্বিতা দেখে শান্ত হবে না এই ত্রিপুর-কণ্ঠা সিংহশাবকী জল্পনা । পিতৃরক্ত তার ধমনীতে ধমনীতে প্রলয়ের রুদ্ধতালে নৃত্য করছে—প্রলয় ঝঞ্জা তার উত্তেজিত মস্তিষ্কের মধ্যে ভীমবেগে ব'য়ে যাচ্ছে ; সে তার ব্যর্থ উদ্যমকে সার্থক করবার জন্য আবার কক্ষভ্রষ্ট উদ্ধাপিণ্ডের মত ছুটল । দেখবে, সে দানব-কূলে ত্রিপুর-ভক্ত যথার্থ বীর খুঁজে পায় কি না । হয়—পিতৃ-সিংহাসন উদ্ধার, না হয়—জলন্ত অনলো দেহ-বিসর্জন । মূর্খ মহারাণি ! তুমি যা হ'য়ে পুত্রের কি সর্কনাশ করলে, তা বুঝলে না—বুঝলে না—[বেগে প্রস্থান ।

বিলো । জল্পনার উত্তেজনা ত দূর হ'ল না, মহারাণি ! আমার উপরে তার এই যে সংশয়, সে সংশয় দূর না হওয়া পর্য্যন্ত আমি কোন রূপে শান্তিলাভ করতে পারব না ।

শুক্ৰা । রাজকণ্ঠার সে সংশয় কখনও দূর হবে কি না সন্দেহ ; নিতান্ত অবাধ্য ।

বিলো । অবাধ্য হ'লেও বড় সরল—বড় প্রাজ্ঞ পিতৃভক্তি দিবে ভরা জল্পনার প্রাণখানি ; যা বুঝেছে, ভাষায় বা কার্য্যে সেটা ব্যক্ত করতে একটুও দ্বিধাবোধ করে না ।

প্রভা । কল্পনাকে নিয়ে আমার কোন অসুবিধাই ভোগ করতে হয় না ; কিন্তু জল্পনাকে নিয়ে দিবানিশি জলতে হচ্ছে, শাস্তি করবার কোন উপায়ই খুঁজে পাচ্ছি নে ! মনে হয়, এ সময়ে যদি চন্দ্রচূড় রাজ্যে থাকত, তা হ'লে বোধ হয়, তার কথায় কিছু সংঘত হ'ত ; তার কথার উপর জল্পনার অগাধ বিশ্বাস ।

শুক্লা । কুমারের এ সময়ে রাজ্যে ফিরে আসা নিতান্তই উচিত ছিল ।

বিলো । প্রতিজ্ঞা ক'রে গিয়েছিল সে, তার জ্যেষ্ঠতাতের মত অস্ত্র-কৌশল শিক্ষা না ক'রে রাজ্যে ফিরে আসবে না ।

মঞ্জী । কুমারের যেরূপ তীক্ষ্ণবুদ্ধি, তাতে অস্ত্র-কৌশল শিখতে তাঁকে বেশী আয়াস পেতে হবে না ।

মহা । দানব-সমালোকে কুমার যে একজন অদ্বিতীয় বীর ব'লে পরিচয় দিতে পারবেন, তাতে আর কোন সন্দেহই নাই ।

প্রভা । চন্দ্রচূড়ের এ রণ-কৌশল শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্যই হচ্ছে তার জ্যেষ্ঠতাতের প্রাণহস্তা মৃত্যুঞ্জয়কে জয় ক'রে প্রতিহিংসা সাধন ।

গয় । হাঁ কাকা, চন্দ্রচূড়-দাদা কবে বাড়ী আসবে ?

সহসা চন্দ্রচূড়ের প্রবেশ ।

চন্দ্র । এই যে এসেছি. ভাই গয় ! [বলিয়া পণম্যাগণকে প্রণাম করিল এবং গয়চন্দ্রকে টানিয়া কোলের নিকট আনিল, গয়চন্দ্র তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া রহিল !

গয় । দেখ—দেখ, দাদা ! কাকা আজ রাজা হয়েছে, সবাই আনন্দ করছে ; একা বড়-দিদি কোথায় রেগে চ'লে গেছে ।

চন্দ্র । আমি সেই কথাটিই পিতাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই : বলুন পিতা, রাজকন্যা আপনার এ সিংহাসন-লাভে এমন অসন্তুষ্ট, বিরক্ত কেন ?

শুক্লা । সে কথা জিজ্ঞাসা করবার সময় তোমার এ রাজসভাতে নয়, কুমার !

চন্দ্র । আমি রাজকুমারী জন্মনার মুখে এইমাত্র যে-সব কথা শুনলাম, সে সব কথা শুনে গ্লানিতে আমার মন ভ'রে উঠেছে ; তাই আমি দেশ, কাল ভুলে যাচ্ছি । আমার তাতে যত অপরাধই হোক, তবু সে অপরাধ মার্জনা ক'রে পিতা আমাকে তাঁর সিংহাসন-লাভের নিদোষ কারণটা বুঝিয়ে দিন ।

শুক্লা । রাজকন্য়ার মুখে তার উদ্বেজনাপূর্ণ কথা শুনে পিতার উপর যদি এইরূপ সংশয় নিয়ে এসে থাক, তা হ'লে সে সংশয় দূর করতে হয় মহারাণীর কাছে তাঁর বক্তব্য শুনে ।

চন্দ্র । যাতে আমার পিতৃ-কলঙ্ক, তার কারণ আমি পিতার নিকট হ'তেই শুন্তে ইচ্ছা করি ।

শুক্লা । তোমার পিতাকে তা হ'লে এতদিন চিনে আস নি ?

চন্দ্র । না, পিতাকে এতদিন চিনে আসি নি ; এতদিন চিনে এসেছিলাম যাকে—তাঁকে আর কখনও পাব না ; তাই পিতাকে চিনবার আজ যে মুহূর্ত্ত উপস্থিত, সেটা আমার পক্ষে শুভ—কি অশুভ-মুহূর্ত্ত, তা ঠিক বুঝতে পারছি নে । এই শুভাশুভের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আজ আমি আমার পিতাকে চিনে নেব ।

বিলো । আজ এখানে তোমার পিতাকে খুঁজে পাবে না, কুমার ! তার পরিবর্তে পাবে এখানে দানব-সাম্রাজ্যের একজন প্রবল সম্রাটকে ।

চন্দ্র । তা হ'লেও রাজ্যের একজন ক্ষুদ্র প্রজারও বোধ হয়, এ কথা জিজ্ঞাসা করবার অধিকার আছে যে, স্বর্গীয় ত্রিপুরাসুর-সিংহাসনের ন্যায়-সম্মত অধিকারী কে ।

বিলো । না, সে অধিকার তার নাই, তার পক্ষে সেটা নিতান্তই অনধিকার চেষ্টা ।

চন্দ্র । তা ত'লে কি বুঝতে হবে আমাকে, রাজকন্যা জন্মনার কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য ? মহারানি, আপনিও কি দেবরের এই সিংহাসন-অধিকার সম্বন্ধে অনুমোদন করেছেন ? [গম্বকে দেখাইয়া] বংশের ছলল—এই পুত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কি কোন চিন্তাই ক'রে দেখেন নি ?

প্রভা । শান্ত হও - বাবা, সব সংশয়ই দূর হবে ।

চন্দ্র । দূর যাতে হয়, তার চেষ্টা না ক'রে সংশয় যাতে বাড়ে, তার চেষ্টাই করছেন আপনারা আমার জিজ্ঞাস্তার উত্তর না দিয়ে ।

বিলো । স্থানান্তরে যাও, রাজসভার মর্যাদা ভুলে যাচ্ছ তুমি ।

শুক্লা । এত তরল-মস্তিষ্ক তোমার, চন্দ্রচূড় !

চন্দ্র । সত্যই, আমার তরল-মস্তিষ্কে আমি ধারণা করতে পারছি নে যে, এটা ধর্ম্মাধিকরণ, না কূট-ষড়যন্ত্রের একটা গুপ্ত রহস্য নিকেতন ।

বিলো । প্রতিহারি—

চন্দ্র । প্রতিহারী ডাকতে হবে না, আমি স্ব-ইচ্ছায়ই চ'লে যাচ্ছি । যদি কোনদিন এখানে পিতা খুঁজে পাই, তবেই আবার আসব ; নতুবা পিতৃ-কলঙ্কের বীভৎস বায়ু যেখানে শ্বাস রুদ্ধ ক'রে দেবে, সেখানে আসা এই আমার শেষ ।

[রুদ্ধ অভিমানভরে প্রস্থান ।

প্রভা । কোথা যাবে, বাবা—[ফিরাইতে অগ্রসর]

বিলো । মহাদেবি, বাধা দিতে যাবেন না ।

সহসা পরমানন্দ আসিয়া গাহিল ।

পরমানন্দ ।—

গান ।

ধাঁধা রেখে বাধা দিলে কি ফল হবে আব ।
 যুচলে মনের ধাঁধা কাটিত বাধা, যেত মনের সব আঁধার ॥
 সোজা হ'য়ে সোজা-পথে কেউ ত চললে না,
 সোজাভাবে সোজা-কথা কেউ ত বললে না,
 শুধু কথার ছন্দ, তাই এ দ্বন্দ্ব, (ত ল) ভাল মন্দ একাকার ॥
 ঘরের ভিতর আগুন জ্বললে চেয়ে দেখলে কি,
 জল না ঢেলে ব'সে ব'সে ঢাললে যে তায দি,
 যখন জ্বলে আগুন হ'য়ে দ্বিগুণ —

তখন পুড়ে হবে ছাবপার ।

[প্রশ্নান ।

প্রভা । এ আনন্দে কেন এত নিরানন্দ এসে উপস্থিত হচ্ছে,
 শুরুদেব ?

শুক্ৰা । “শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি ।” কোন শুভকার্য্য বিঘ্ন ভিন্ন
 সম্পন্ন হয় না, মহাবানি ?

বিলো । কি জানি, মহাদেবি ! আমি কোন ভুল ক'রে ফেললাম
 না ত ? পরমানন্দের গানের ইঙ্গিত যেন তাই !

প্রভা । একমাত্র ভগবান্ ভরসা এখন । চন্দ্রচূড়কে ফিরিয়ে আনা
 যেন ভাল ছিল ।

বিলো । মূর্খ তার পিতাকে চিন্তে পারলে না !

শুক্ৰা । যাক্, আজকার শুভকার্য্য এইখানেই শেষ হোক । পুরবালী-
 গণ, মঙ্গল গান কর ।

পুরবালাগণ

গান

আজি মঙ্গল দিবসে, মঙ্গল মানসে,
 মনের হরষে হও নিমগন ।
 উজলি দশদিশি, হাসিছে রাবি শশী,
 মঙ্গল-কর করি বরিষণ ।
 আজি ব'য়ে যাক্ দিকে দিকে মঙ্গল-ধারা,
 গেয়ে যাক্ পাখিকুল আপনানাহারা,
 আজি আকাশে বাতাসে ভ'রে যাক্ সুধারসে
 উল্লাসে ছেয়ে যাক্ জিভুবন ।

[প্রথমে শুক্রাচার্য্য ও পরে গয়চন্দ্রকে কোলে করিয়া
 বিলোচন এবং অন্যান্য সকলের ষষ্ঠাক্রমে প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য

নগরপ্রাস্ত

গ্রহাচার্য্য বেশে শনৈশ্চরের প্রবেশ ।

শনি । [স্বগত] যা হোক—এতদিনে কাজ পাওয়া গেছে ; নতুবা,
 ইয়ে হয়েছে—কুঁড়ে হ'য়ে ব'সে থাকা কি আমার কখনও পোষায় ?
 যতদিন ত্রিপুরাসুরের দাপটে ত্রি-পুরে তোলাপাড়্ উঠেছিল, ততদিন একে-
 বারে, ইয়ে হয়েছে—গর্ভের তলায় সোঁধিয়ে ইঁহরের মত ল্যাঙ্গ্ গুটিয়ে
 প'ড়ে থাকতে হয়েছিল ; উপায় কি তখন ? তা ইঁহর আর শনি,
 কাজকর্ম উভয়েরই প্রায় একই ধরণের ; অহেতুক লোকের ক্ষতি করা-

রূপ পরমধর্ম পালন করাটি, ইয়ে হয়েছে—আমাদের হু'জনের ভেতরেই দেখা যায়। এমন নিষ্কাম-কর্মের ধর্ম ক'জনে জানে? এই যে গ্রহাচার্য্য-বেশে দৈত্য-রাজ্যে এসে উদয় হয়েছি, আর এখানে এসে, ইয়ে হয়েছে—যে সব ভেদ-নীতির কাজ চালাব, তাতে আমার স্বার্থ কি আছে? কিছু মাত্রই না। দেবতাদের ভাল-মন্দ দেখবার জন্তু ত ভারি আমার মাথাব্যথা! তারা ত আমায় অপাংক্তেয় অর্থাৎ অম্পৃশ্ণের তালিকা-ভুক্ত ক'রেই রেখেছে! তবে? তবে নিষ্কাম-ভাব আমাতে ছিল ব'লেই না, ইয়ে হয়েছে—অন্তান্ত দেবতাদের সঙ্গে সুরপতির দলাদলি বাধিয়ে দিতে পেরেছি? আর সেইজন্মেই না বরুণ-পবনের দল আমাকে তাদের সমাজভুক্ত ক'রে নিয়েছে? এর মূলে হ'ল, ইয়ে হয়েছে—ঐ আমার নিষ্কাম-বুদ্ধিতে পরের ক্ষতিসাধন করা-রূপ শক্র-ধর্ম পালন করা। যাক্, এখন আমার ধর্মক্ষেত্র, কর্মক্ষেত্র সম্মুখে উপস্থিত, শুভভেদ-নীতি-রূপ কর্ম করা শুরু করেছি। আর এখন হ'তে আমি শনি-ঠাকুর নই এখন হ'তে আমি 'শ্রীযুক্ত ভেদানন্দ গ্রহাচার্য্য শর্মা' নামেই দৈতরাজ্যে পরিচিত হব। তবে ইয়ে হয়েছে—এই 'ইয়ে হয়েছে' মূদ্রাদোষটীকে আপাততঃ ত্যাজ্য-পুত্র না করলে চলছে না। জিহ্বাটীকে একটু সামলে চলতে হবে। এই ত এসে পড়েছি দৈত্যের দেশে! ঐ যে পিতৃ-পরিত্যক্ত বিলোচন-পুত্র চন্দ্রচূড় পিতার সিংহাসন-লাভের বিদ্রোহ-বিষ হৃদয়-মধ্যে বিশেষ ভাবে সঞ্চয় ক'রে রাজকত্তা জন্মনার সন্ধানে বহির্গত। আমার কার্য্যের প্রথম সূচনা তবে এখান থেকেই শুরু করা যাক্—ইয়ে হয়েছে, আসন পেতে বসি যাক্।

[তথাকরণ]

ধীরে ধীরে অন্যমনে চন্দ্রচূড়ের প্রবেশ।

চন্দ্র। [স্বগত] এই কি সংসার? যেখানে পিতা পুত্রকে চায় না—পুত্র পিতাকে বিশ্বাস করতে পারে না, সিংহাসনের মোহ-মদিরা

যেখানে গায়-অন্যায় ভুলিয়ে দিয়ে সরলকে সরল ক'রে তোলে? ঐশ্বর্য্য আধিপত্যই যদি এখানে একমাত্র কাম্য হয়, তবে সে সংসারে স্তম্ভ কোথায়— শাস্তি কোথায়? [গ্রন্থাচার্য্যের নিকটে আগমন]

শনি। জয় হ'ক রাজপুত্রের! সরল প্রাণে আঘাত খেয়ে সংসারটাকে একেবারে তুচ্ছ ক'রে দিচ্ছ, কুমার! কিন্তু সকলের পক্ষেই কি তাই?

চন্দ্র। [সবিস্ময়ে] কে আপনি! আমি ত আমার মনের কোন কথাই মহাশয়ের কাছে প্রকাশ করি নি!

শনি। [হাসিয়া] কিন্তু প্রকাশ না করলেও আমি যে সবই জানতে পারি— দেখতে পাই! আমি যে একজন জ্যোতির্বিদ গ্রন্থাচার্য্য। আজীবন কঠোর পরিশ্রমের ফলে এই গণনা-বিদ্যা শিক্ষা ক'রে সংসারে সেই বিদ্যার পরীক্ষা দিতে এই নূতন প্রবেশ করেছি, কুমার। পরীক্ষার সাফল্য ভিন্ন অন্য আকাঙ্ক্ষা আমার নাই; আমার কৰ্ম্ম সম্পূর্ণ নিকাম কুমারকে দেখবামাত্রই কুমারের জীবন-বৃত্তান্ত দর্পণের মত আমার চোখের উপর ভেসে উঠেছে।

চন্দ্র। কি দেখছেন?

শনি। কুমারের সে সব না শুনাই ভাল। পিতার উপর সংশয়-বৃদ্ধি পুত্রেরপক্ষে কি ভাল?

চন্দ্র। একটা কথা মাত্র জানা আমার নিতান্ত প্রয়োজন; কিন্তু জ্যোতিষ-শাস্ত্রে আমার বিশেষ বিশ্বাস নাই।

শনি। না থাকতে পারে, আর না থাকটাই এখন কুমারের পক্ষে মঙ্গল; তবে আমার শিক্ষার পরীক্ষা করাটাও যে আমার নিতান্ত প্রয়োজন, সেই হিসাবে বলতে পারি, কুমারের জান্বার নিতান্ত প্রয়োজনটা কী।

চন্দ্র। বিশ্বাস করি— বা না করি, আপনি বলুন দেখি শনি?

শনি । এটা বলা আমার পক্ষে ধুবই সোজা ; কারণ, ওসব পাঠাভ্যাস গুরুর কৃপায় প্রথমেই করা হয়েছে । আচ্ছা, পরীক্ষাটাই ক'রে দেখা যাক । কুমারের এখন জানা প্রয়োজন যে, দৈত্যপতি বিলোচন সত্য-সত্যই লোভের বশে সিংহাসন অধিকার করেছেন, না রাজপুত্র উপযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত প্রতিনিধি রূপেই সিংহাসনে বসেছেন । কেমন, মিলছে কি ? বাবা, এ যে মনস্তত্ত্বের ব্যাপার, এ কি না মিলে যাবার যো আছে ? খেচরী-বিছা থেকে এর জ্ঞানলাভ করেছি ।

চন্দ্র । এখন কি ভাবছি ?

শনি । আরও সহজ । ভাবছেন যে, মহারাণী কেমন ক'রে তবে এতে সম্মতি দিলেন ।

চন্দ্র । এখন ?

শনি । এখন ভাবছেন যে, রাজভক্ত মন্ত্রী আর সেনাপতিই বা কেমন ক'রে প্রভু-পুত্রের ভবিষ্যৎ সর্বনাশে যোগ দিতে পারলেন । [হাসিয়া] মিলছে ?

চন্দ্র । পরিণাম কি গিয়ে দাঁড়াবে ?

শনি । বড় অন্ধকার—বড় জটিল—বড় শোচনীয় ; কিন্তু তার মধ্যে একটা আশার আলোকও দেখা যাচ্ছে ।

চন্দ্র । কি ?

শনি । [হাসিয়া] সে আলোক যে কুমারেরই হাতে দেখতে পাচ্ছি ! বাঃ—বড় চমৎকার ঘটনা ত ! পাশে দাঁড়িয়ে আবার বড়-রাজকন্যা সে আলোক আরও উজ্জ্বল ক'রে তুলেছেন ; কিন্তু বহু বাধা—বহু বিঘ্ন—বহু সমস্যা, মাথা ঠিক রাখা শক্ত । কখনও সংশয়—কখনও নিশ্চয়, ঘটনার তরঙ্গে তরঙ্গে ডোবা-ভাসা চলছে ।

চন্দ্র । আমি কি উত্তীর্ণ হ'তে পারব ?

শনি । যদি দৃঢ়ভাবে চলতে পার ।

চন্দ্র । আবার 'যদি' কেন ?

শনি । ঐ স্থানে একটু গ্রহের ক্রিয়া আছে, সে ক্রিয়াটা ভাল ভাবেও যেতে পারে—আবার বেঁকেও দাঁড়াতে পারে ।

চন্দ্র । আপনি কি দেবতা ?

শনি । না কুমার, দেবতা, গন্ধৰ্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ এ সবার মধ্যে কোনটাই নই আমি ; তবে একজন উদ্ভট ।

চন্দ্র । উদ্ভট কি কোন জাতি-বিশেষ ?

শনি । না, উদ্ভটের কোন জাতি নাই, এই অখণ্ডিষের মতনই অনেকটা ।

চন্দ্র । যাক্, প্রয়োজন হ'লে আবার কোথায় দেখা পাব আপনার ?

শনি । তার জন্ত ভাবতে হবে না ; আমার দৃষ্টি যখন কুমারের উপর পড়েছে, তখন প্রতি-কায়েই আমার অস্তিত্ব জানতে পারবে ; তবে একটু সূক্ষ্মদৃষ্টি থাকা চাই, কারণ, সূলদেহ আমার সব সময়ে থাকে না, আমি কখন অশরীরী—কখনও শরীরী । যদি সে সূক্ষ্মবুদ্ধি কুমারের না থাকে, তবে চচ্ছা করলেই আমাকে শরীরীরূপে দেখতে পাবে ; এখন যাও—কুমার, নিজের কার্যে যাও ।

চন্দ্র । আমার এখন কি কার্য ?

শনি । রাজকন্য়ার খোঁজ করা ।

চন্দ্র । কোথায় তার দেখা পাব ?

শনি । ঐটে এখন বলব না ; ভবিষ্যৎ-ফলটা একটু অজ্ঞাত থাকাই ভাল, নতুবা পুরুষকারটিকে বড় খাটো ক'রে ফেলা হয় । কুমারের ভবিষ্যৎ কৰ্ম্মপন্থা সবই কণ্টকাকীর্ণ যখন, প্রথম থেকেই একটু একটু ক'রে কাঁটার খোঁচা খাওয়ার অভ্যাস থাকা ভাল ।

চক্রে । আচ্ছা—আসি তবে ।

[প্রশ্নান ।

শনি । দানব কিনা, তাই, ইয়ে হয়েছে—একটা প্রণামও ক'রে গেল না; কিন্তু বাছাধনকে ঠিক ক'রে দিয়েছি! যে বিষ খেড়ে দিলাম, এখন বুঝে নিক্ গে, ইয়ে হয়েছে—তার ক্রিয়াটা কিরূপ। প্রাণটা সরল পেলেই সরল ঢালাটা সুবিধে হ'য়ে দাঁড়ায়। শ্রীমান্কে ত একরূপ তৈরী করা গেল; এখন, ইয়ে হয়েছে—শ্রীমানের পিতাকে তৈরী করতে পারলেই ঘাত-প্রতিঘাতটা বাধে ভাল। দৈত্যরাজ্য এমন ক'রে রেখে যাব যে, ইয়ে হয়েছে—স্বর্গ-আক্রমণের চিন্তা করবারই ফুরসৎ হবে না; নিজেদের ভেতর কাটাকাটি মারামারি ক'রেই সারা-জীবন কাটিয়ে দেবে। এখন, ইয়ে হয়েছে—রাজসভামুখে যাওয়া যাক। সেখানে গিয়ে ভাষাকে একেবারে বদলে ফেলতে হবে। গুক্রাচার্য্যটাকে ইয়ে হয়েছে—একটু ভয় ছিল, পাছে দেবতা ব'লে ধ'রে ফেলে, তা সে চিন্তাও করতে হবে না; গুক্রাচার্য্যটা এখন রাজ্য ছেড়ে হিমালয়ে গিয়ে তপশ্চায় বসেছে। বাঁচা গেছে—এখন, ইয়ে হয়েছে—শুভশ্র শীঘ্রং করা যাক।

[প্রশ্নান :

তৃতীয় দৃশ্য

পুষ্পোৎসব

গীতকণ্ঠে ভাব-বিভোর গয়চন্দ্রের প্রবেশ ।

গয় ।—

গান

আমি কোথা গেলে পাব তাবে ।

নিমেষের তরে, স্বপনের ঘোরে হেরি নু নয়নে যারে ॥

যেন, নব-জলধর নীল কলেবর,

ঢল ঢল মুগ-ইন্দু.

তার, হাসির ঝলকে, জোড়না-আলোকে,

উড়লে সদয়-সিকু ;

(কভু দেখি নাই—দেখি নাই) (এমন ভুবনমোহন রূপ '৩)

(ওগো, আমি কি দেখিলাম) (মেহ রূপ-সাগরে ডুবে গেলাম)

(এই জগৎ-সংসার ভুলে গেলাম)

তারে, ভুলিতে পারি না—সহিতে পারি না,

আমার অর্থাৎ করে পতধারে ॥

কল্পনার প্রবেশ ।

কল্পনা । স্বপ্নের ঘোরে কারে দেখে এমন কাঁদুছ, ভাট ?

[গয়চন্দ্রের চক্ষু মুছাইল]

গয় । [উদাসভাবে] কারে ? কারে ? তারে ত আর কখনও
দেখি নি—তার নাম কি, তাও ত কিছু জানি না—অমন রূপ ত আমি
দেখি নি কখনও !

কল্পনা । তোমার ফুলের চাইতেও দেখতে তারে ভাল লাগল ?

গয় । ফুলের রূপ তার রূপের কাছে যেন কিছুই নয় । তুমি যদি দেখতে—দিদি, একেবারে গ'লে যেতে—একেবারে ভুলে যেতে !

কল্পনা । স্বপ্নের দেখা ত সত্যি হয় না, ভাই !

গয় । স্বপ্ন ত আমি আর কখনও দেখি নি—দিদি, এই নূতন দেখলাম । সে যে কী সুন্দর—কী চমৎকার, তা আমি মুখে ব'লে তোমায় বুঝাতে পারব না । মুখের হাসিতে সব যেন আলো হ'য়ে গেল—হাতের বাঁশিতে কী মিষ্টি তান ধরল, কান আমার ভ'রে গেল ! গলায় বনফুলের মালা, পায়ে নূপুর, কী মিষ্টি তার বাজনা ! শুনে যেন—

গান

আমি হরোঁছি পাগল-পারা ।

কি জানি কোথায় প্রাণ যেতে চায়,

আমায় কবেছে আপন হারা ॥

কেন বা আসিল, কেন দেখা দিল,

কেন বা চলিয়া গেল,

কেন তার তরে, আঁখি-বারি ঝরে,

আমায় কী যেন করিয়ে দিল,

(আর যে রইতে নারি)

(আমায় কোথায় যেন লয় গো টেনে)

(আমি উধাও হ'য়ে যাই গো ছুটে)

আমায় দেয় যদি সে ধরা ॥

[গাহিতে গাহিতে ছুটিয়া চলিয়া গেল]

কল্পনা । একি হ'ল ! এ ভাব ত গয়ের আর কখনও দেখি নি ! যে রূপ দেখে বালকের প্রাণ কেঁদে উঠেছে—সে রূপ ত সংসারে কখনও দেখি নি !

ব্যস্তভাবে প্রভাবতীর প্রবেশ ।

প্রভা । কি হ'ল—মা, গয়ের আমার ? সে যে পাগলের মত ছুটে এইদিকে এল ?

কল্পনা । এসেই আবার কোন্ দিকে চ'লে গেল । স্বপ্নের ভেতর কার রূপ দেখে বুঝি পাগল হ'য়ে উঠেছে ; একটু পরেই আবার স্থির হবে ।

প্রভা । না—কল্পনা, মিছে বোঝাচ্ছিস্ আমায় । তার মুখে যে রূপের বর্ণনা শুন্লাম, সে ত আর কারো নয়, সে রূপ যে, সেই গোলোক-বিহারী হরির রূপ !

কল্পনা । [হাসিয়া] তাই যদি হয়, তবে ত ভালই হয়েছে, মা । জন্ম-জন্ম তপস্যা করে যাঁর দেখা পেতে হয়, তাঁকে যদি গয় বিনা তপস্যায় দেখতে পেয়ে থাকে, তা হ'লে তা হ'তে আর আনন্দের কথা কি আছে ?

প্রভা । ভুলে যাচ্ছ - মা, গয় কোন্ বংশধর ? সৃষ্টির প্রথম দিন হ'তেই যে হরি দানবের সঙ্গে শত্রু-সম্বন্ধ পাতিয়ে রেখেছেন ; তাই হরি-বিষেষ দানবের চির-মজ্জাগত যে, মা !

কল্পনা । দানব-হৃদয় হ'তে সেই চির-বিষেষের মূল ভুলে ফেলবার জন্যই সেই হরিই আবার স্বয়ং এসে দৈত্য-বালকের সঙ্গে নৃতন ক'রে শ্রীতি-সম্বন্ধ পাতাবার সূত্রপাত করেছেন, এমনও ত হ'তে পারে, মা ।

প্রভা । এমনও হ'তে পারে—নয়, কল্পনা ? তোমার কল্পনাটা কিন্তু আমার কাছে মন্দ লাগছে না, তবে কল্পনা যে কল্পনা, মা ! তা থেকে খাঁটা সত্য মেলা যে কঠিন ।

কল্পনা । এ জগৎ-সংসারটাই যে—মা, কল্পনা ; তাও ত খাঁটা সত্য নয় ? কিন্তু তাতেও ত কাজ চলে, যিথো ব'লে উড়িয়ে দিতেও ত কেউ পারছে না ।

প্রভা। না, তা পার্ছে না—সত্য ; চিন্তা ক'রে দেখতে গেলে, সেই মিথ্যার মধ্যে থেকেই আমরা খাঁটি সত্য ব'লে অনেক জিনিষই মনে ক'রে থাকি। তবে কি তাই ? নতুবা গয়কেই বা স্বপ্নবোরে দেখা দেবার হরির কি প্রয়োজন হ'তে পারে ?

কল্পনা। গয়ের স্বপ্নকেও কিন্তু শুধু স্বপ্ন ব'লে উড়িয়ে দিতে পারবে না। শুধু স্বপ্ন হ'লে, ভেঙে যাবার পরেই সে জানতে পারে যে, সেটা শুধু স্বপ্ন। গয় যে এখনও সেই ভাবে বিভোর হ'য়ে আছে !

প্রভা। কিন্তু আর একটা দিক্ ভেবেছ কি ?

কল্পনা। কোন্ দিক্টা, যা ?

প্রভা। গুরুদেবের দিক্টা। সব আশা—সব আনন্দ ভেঙে গেল যে, সে দিক্টা মনে প'ড়ে ! গুরুদেব যদি গয়চাঁদের এই ভাব জানতে পান্, তা হ'লে যে সঙ্কনাশ হবে আমার, কল্পনা !

কল্পনা। যদি আমাদের কল্পনা খাঁটিই হয়, তবে গয়ের জন্তে আর আমাদের ভাবতে হবে না, যা ! যিনি এই নূতন সমন্বয় করতে গয়কেই তাঁর পাত্ররূপে স্থির ক'রে নিয়েছেন, তিনিই তোমার গয়কে দেখবেন ; সে ভার তখন ষার-তার হাতে পড়বে না।

গীতকণ্ঠে তন্ময়ভাবে গয়চন্দ্রের পুনঃ প্রবেশ।

গয় —

গান।

কিবা, নীল-কমল-নিভ নীল কলেবর

চল চল নীল-আঁধি ভাসে

নীল চাঁচর চূলে, নীল চূড়াটি হূলে,

নীল বিজলী বিকাশে ॥

কিবা, অধবে হাসিটি, বাজিছে বাঁশীটি,

মধুর মধুর তানে ।

সে সুর-লতরী, মরি কী মাধুরী,

এখনও ভ'রে আছে কানে ॥

[স্তব্ধভাবে স্থিতি]

প্রভা । [ব্যস্তভাবে] বাবা গয়চাঁদ—বাবা গয়চাঁদ—

গয় ।—[তন্দ্রায়চিত্তে]

গান

দেখ মা—দেখ মা, চাঁদ উঠেছে ।

(তোমার গয়চাঁদের স্নদ-আকাশে তের নবীন চাঁদ উঠেছে)

(আমার স্নদয়-চাঁদের মুগের চাঁদে

তোমার গগন-চাঁদ আজ তার মেনেছে)

শত চাঁদ নিঙাডি নিঙাডি গড়েছে এ মুগখানি ।

(পলক পড়ে না—পড়ে না) (ওই চাঁদের পানে চেয়ে)

কত কোটি কোটি চাঁদ এই চাঁদের পায়ে লুটায় পড়েছে ॥

প্রভা । কেন এমন করছ, বাবা আমার ?

গয় ।—

গান

ওই ওই গো আবার বাজল বাঁশী ।

সেই বাঁশীর সুরে নইলে কেন প্রাণ ত'ল মোর উদাসী ॥

(আমায় ডাকছে বুঝি) (তার বাঁশী শুনতে)

(আমি তার বাঁশী যে ভালবাসি)

সে কোথা থেকে বাজায় বাঁশী,

আমি ছুটে একবার দেখে আসি ॥

[ছুটিয়া প্রস্থান ।

প্রভা । কি হবে, মা !

কল্পনা । দানব-বংশ উদ্ধার হ'য়ে যাবে, মা !

প্রভা । বড় যে ভয় করছে আমার !

কল্পনা । এমন অভয়দাতা সাড়া দিয়েছেন যখন, তখন আর ভয়
কিসের, মা ?

প্রভা । গুরুদেবের রক্ত-চক্ষু'টি যেন আমার দিকে তীব্রদৃষ্টিতে
চেয়ে আছে, কল্পনা !

কল্পনা । অনুরাগের দৃষ্টি দিয়ে যদি সে গুরুর দিকে একবার চাইতে
পার, তা হ'লে সে গুরুর রক্ত-চক্ষুকে আর ডরাতে হবে না ।

বিলোচনের প্রবেশ ।

বিলো । কাঁ শুন্ছি, দেবি ?

প্রভা । গয় আমার কেমন ধারা ভাব করছে যেন !

বিলো । যা শুন্ছি, তা যদি সত্য হয়, তা হ'লে যে, বড় আশঙ্কারই
কথা হ'য়ে দাঁড়াবে. দেবি । গুরুদেবের কঠোর আদেশের কথা শোন:
আছে ত ?

প্রভা । আমিও ত সেই ভয়ই করছি, দেবর !

বিলো । এমন কেন হ'ল ? এ কি কোন দেব-চক্রাস্ত ?

কল্পনা । দেব চক্রাস্ত. না দেব-আশীর্বাদ, কাকা ?

বিলো । দেবতার আশীর্বাদ যে দানব কখনও চায় না, মা !

কল্পনা । চায় না ? যদি অযাচিত ভাবে পাওয়া যায় ?

বিলো । তোমার কল্পনার পথ তোমার কাছে বড় সুন্দর, সরল ;
কিন্তু আমাদের বাস্তবের পথ যে বড় কণ্টকাকীর্ণ । শুক্রাচার্যের রাজ-
নীতি সেখানে বড় জটিল- বড় কুটিল !

কল্পনা । সে পথে গিয়ে কি শাস্তি পাও, কাকা ?

বিলো। শান্তি ? দানবের জন্ম-পত্রিকায় শান্তির কথা লেখে না—
যা, সেখানে লেখা থাকে, অশান্তি—বিপ্লব—বিদ্রোহ—সংঘর্ষ ।

প্রভা। এখন গয়-সঙ্কে কি ভাবছ, দেবর ?

বিলো। যে পথ ধরেছে, ও পথ থেকে ফিরিয়ে আনা। কিন্তু
জানি না, তার জন্য আমাকে কতগানি কঠোর হবার প্রয়োজন হবে।
যাকে দ্বিবারাত্র কোলে ক'রেও তৃপ্তি হয় না—তাকে হয় ত কত ককশ-
ভাষা দিয়ে বিদ্ধ করতে হবে। গয়চন্দ্রের সঙ্কে আরও ভয়ের কারণ
আমাদের আছে, দেবি। গতকলা হ'তে একজন জ্যোতির্বিদ এসে
উপস্থিত হয়েছেন। অতীতের অনেক কথাই তাঁর বাক্যের সঙ্গে মিলে
গেল। তাঁর কাছ থেকেই গয়চন্দ্রের এই হরিভক্তির কথা অবগত হয়েছি।

প্রভা। আমি নিরুত্তর, কিছুই আর আমার বলবার নেই।
ভবিষ্যতের একটা ভীষণ ঝড় ক্রমেই যেন নিকটে এগিয়ে আসছে।
এতদিন জল্পনা আর চন্দ্রচূড়ের ভাবনাতেই অস্তির হচ্ছিলাম, তার পর
আবার গয়ের ভাবনা আজ হ'তে তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে ; আরও অস্তির
হ'য়ে উঠেছি !

বিলো। হাঁ দেবি, চন্দ্রচূড় আর জল্পনা, জ্যোতির্বিদেব গণনায় যা
দেখলাম, সে আরও ভীষণ। এ সময়ে গুরুদেবও তপস্তা করতে দূরে
চ'লে গেছেন, যদ্বী আর সেনাপতি আমায় ঠিক মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতে
এখনও পারেন নি। আমার ভয় যে, কিছু ভুল ক'রে না ফেলি। রাজ্যের
যে অবস্থা বর্তমানে, তাতে তিলমাত্র ভুল করলে মহা অনর্থ উপস্থিত হবে।
আশীর্বাদ করুন—দেবি, যেন ঠিক পথে যেতে পারি।

[পদধূলি গ্রহণ]

প্রভা। খুব ধীরভাবে, স্থিরচিত্তে কাজ ক'রে যাও, এ ভিন্ন আর
কি করতে পার তুমি ?

বিলো। আজ আমার প্রধান কাজ হবে গয়চন্দ্রকে বুঝিয়ে দেওয়া, যাতে তার মন হ'তে এই বর্তমান ভাব দূর হ'য়ে যায়। যাই আমি।

[প্রশ্নান।

কল্পনা। গয় যে ভাবকে প্রাণের সঙ্গে আঁকড়ে ধরেছে, তার মন থেকে, সে ভাব দূর করা যে সম্ভব হবে, তা'ত আমার বোধ হয় না, মা!

প্রভা। দেখা যাক—তোমার কাকার উপদেশে কি ফল ফলে। আমি কতদিক ভাবব? তোমাদের দু'টী বোনকে নিয়েও কি আমার কম ভাবনা? জল্পনা স্পষ্ট ক'রেই বলেছে, সে কখনও কাউকে বিবাহ করবে না। তার কথা থেকে তাকে নড়ানো কারও সাধ্য নয়। কিন্তু—কল্পনা, তোমাকেও ত আর বিবাহ না দিয়ে রাখা যায় না, মা!

কল্পনা। বিধিলিপি ত তুমি মান, মা? তবে তার জন্ত ভাববে কেন? যা হবার, ঠিক সময়েই তাই হবে।

প্রভা। তোমার সমস্ত কথাই হেঁয়ালী দিয়ে মাথা—বুঝতে পারা যায় না। যা তোমাদের মনে আছে—কর গে যাও, আমি আর পেরে উঠি না।

[প্রশ্নান।

কল্পনা। আমার বিবাহ? কার সঙ্গে? দানব-রাজকন্যা যখন আমি, তখন কোন দানব-শ্রেষ্ঠ বীরের সঙ্গে হওয়া সম্ভব? বীরত্ব অথ দানবের অভিধানে, হত্যাবৃত্তি—দেবতা-বিদ্বেষ—স্বর্গ হ'তে দেবতাদের তাড়িয়ে দেওয়া, এই ত? যাকে বলে দেবতার ভাষায় দস্যুতা, তারই নামাস্তুর দানবের এই বীরত্ব। তেমন একজন দস্যুর কণ্ঠে বরমাল্য দিয়ে—তার সেবা ক'রে জীবন সার্থক করতে হবে! তা হ'লে কল্পনা আশৈশব যে কল্পনা নিয়ে খেলা করতে ভালবাসে, সে খেলা ত তার আর চলবে না! আমি যে স্কন্দরের উপাসনা করি, সে স্কন্দর ত দানবের মাথো কোথাও

নাই ! কল্পনার এ কল্পিত সুন্দর তার কল্পনার সিংহাসন যে আলো ক'রে
ব'সে আছে ! তাকে ভিন্ন আবার কা'কে প্রেম দেব—তাকে ভিন্ন
আর কা'কে প্রাণ দেব ?

গান

তুমি সুন্দর বেশে কবে ভেসেছ,

ওগো সুন্দর মম নয়নে

তোমায় কেন ঋতুরাজ, পরাইয়ে সাজ,

এনেছিল মোর প্রথম দরশনে

সেদিন মম মুকলিত প্রাণ তুমিই তুলিলে বিকসি,

সেদিন হইতে হৃদয়-কানন উঠিল আমার হরষি,

শঙ্কে ভরা কুলের মালা, সেদিন হ'তে ভ'রে ডালা,

ওগো তোমার তরে দাঁড়িয়ে আছি নিয়ে সযতনে ।

তোমার দরশে হৃদয় দোলে,

তোমাব পরশে মরম গোলে,

তুমি সব বসন্তের, সব শরতের,

ছবি হ'রে ভাস-- আমার মধুব-জীবন স্বপনে ।

[প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃশ্য

নিভৃত প্রদেশ

চিন্তিত মনে চন্দ্রচূড়ের প্রবেশ ।

চন্দ্র ।

সংশয়ে আকুল মন,

সত্য-মিথ্যা না পারি ধরিতে ।

জ্যোতির্বিদ-বাণী

অলৌক কাহিনী বলি

জ্ঞান হয় সময়ে সময়ে ।

যদি মিথ্যা হয়, তবে ?

তবে মিথ্যা পিতৃদেহ

জালিয়া হৃদয়ে

ভস্ম হবে তিলে তিলে জীবন আমার

কিষ্ণা যদি সত্য হয়,

তবে প্রতিকার তার

অবশ্য কর্তব্য মোর

সে কর্তব্যের পথ

নহে কভু পেলব-কুসুমাস্ত,

বিস্তৃত সে পথ—

বিষম কণ্টকাকীর্ণ নিতান্ত পিচ্ছিল ;

পদে পদে বিপদে পতন—

আছে তার পরিণাম ফল ।

রাজ্যময় ঘুরিলাম,
জন্মনার না পাইবু দেখা ।
কোথা গেল তবে ?
রুদ্ধবীৰ্য্যা সপী সম
কোথা আছে ভগিনী আমার ?

সহসা জন্মনার প্রবেশ ।

জন্মনা । পিতার শুভ-আশীর্বাদ নিয়ে পিতৃ-সিংহাসন থেকে কখন ফিরে এলে, দাদা ?

চন্দ্র । তৎক্ষণাৎই ফিরে এসেছি, জন্মনা ! তোমারই সন্ধান করছিলাম ।

জন্মনা । আমাকে সেখানে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে ? তোমার পিতা কেমন ক'রে আমার পিতৃ-সিংহাসন আলোকিত ক'রে ব'সে আছেন আর হতভাগ্য গয় কেমন ক'রে সেই পিতৃ-সিংহাসনের দিকে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে আছে, তাই দেখাতে ?

চন্দ্র । এত আঘাত করছ আজ কোন্ ধারণা নিয়ে আমাকে, জন্মনা ?

জন্মনা । যে ধারণা আজ সম্ভব—স্বাভাবিক, সেই ধারণা নিয়ে ।

চন্দ্র । পিতার কার্যে অনুমোদন, পিতার উপর বিশ্বাস স্থাপন, এইটাই বুঝি পুত্রের পক্ষে স্বাভাবিক—নয় ? আর যে পুত্র তার বিপরীত পথে চলে, তার স্থান নরকে ? জন্মনা, এই কুপুত্র সেহ নরককেই বেছে নিয়েছে ।

জন্মনা । [স্থিরদৃষ্টিতে কিঞ্চিৎ চাহিয়া থাকিয়া] না, ঠিক হয় নাই—তুমি পথ ভুল করেছ ; এখান হ'তেই ফিরে যাও, দাদা !

চন্দ্র । আমার দৃঢ়তা দেখছ ? পরীক্ষা করছ ?

জল্পনা । না, এ পরীক্ষা নয় ; সত্যই তুমি পথ ভুল করেছ ।

চন্দ্র । তোমার পথ তোমার ঠিক আছে ?

জল্পনা । আমার এ পথে আসা ত অস্বাভাবিক নয়, স্বাভাবিক । আমার পিতার সিংহাসন আমার অসহায় বালক-ভাইকে বঞ্চিত ক'রে অপরে অধিকার ক'রে বসবে, তাতে তার বিরুদ্ধ পথে চলা কি আমার পক্ষে স্বাভাবিক নয়, দাদা ?

চন্দ্র । আর আমার পিতা হ'তেও যিনি অধিক ছিলেন, তাঁর সিংহাসন অপরে কেড়ে নিলে, আমার তাতে বিবোধী হ'য়ে দাঁড়ানটা বুঝি খুবই অস্বাভাবিক, জল্পনা ?

জল্পনা । পারবে তুমি সেই কেড়ে-নেওয়া সিংহাসন আবার কেড়ে আনতে ? প্রয়োজন হ'লে পারবে সেই দস্যু-রক্তে অসি রঞ্জিত করতে ? প্রয়োজন হ'লে পারবে তোমার দেহের সমস্ত শোণিত নিঃশেষ ক'রে আমার মত অবাধে ঢেলে দিতে ?

চন্দ্র । সে পরিচয় মুখে না দিয়ে কার্যে দেখাব । এখন আমাদের ক'রব্য কি, স্থির করতে হবে । সেনাপতি-মন্ত্রীও প্রভু-ঋণের কথা একেবারে ভুলে গেছে ।

জল্পনা । এ রাজ্যে জেনো, কারও সাহায্য পাবে না । সব কাপুরুষেরা, সব অকৃতজ্ঞেরা নূতন সম্রাটের পায়ে আত্ম-বিক্রয় ক'রে ফেলেছে ! আমি দ্বারে দ্বারে গিয়ে সবাইকে উত্তেজিত করতে চেষ্টা করেছি ; কিন্তু কেউ জাগলে না--সাদা দিলে না । দু'দিন আগে যাদের আমার সঙ্গে সঙ্গে উত্তপ্ত-রুধির-বুকে নেচে উঠেছিল, তারা আজ নিস্তেজ—অলস, সে উত্তপ্ত শোণিত আজ তাদের বুকের মধ্যে শীতল—হিম ! এক তুমি আর আমি ভিন্ন দ্বিতীয় সহায় আমাদের নেই ।

তৎক্ষণাৎ মহাকায় উপস্থিত হইল ।

মহা । আর আছে তোমাদের আজ্ঞাবাহী এই মহাকায় । বিশ্বাস কর আমাকে—সঙ্গী ক'রে নাও আমাকে । আমি বহু সন্ধান ক'রে আজ তোমাদের সাক্ষাৎ পেয়েছি ।

জল্পনা । [সবিষ্ময়ে] তুমি—সেনাপতি, তুমি ! তোমার এ বাক্যের মূল্য কতটুকু, বল দেখি ? সেদিনও তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে অসি নিয়ে ধেয়ে গিয়েছিলে না ? তার পর মন্ত্র-মুঞ্চের মত উত্তেজিত অসি নবীন-সম্রাটের পদতলে রক্ষা ক'রে নিজেকে কৃতার্থ করেছিলে না ?

মহা । করেছিলাম কার ইঙ্গিতে—কার আদেশে, তা মনে নাই কি ? স্বয়ং মহারানীর আদেশে ।

জল্পনা । আজ মহারানী কোথায় ? দেবরের রাজ্যাভিষেকের আনন্দ নিয়ে আজ মহারানী সেখানে বিভোর হ'য়ে আছেন, না ?

মহা । আছেন ; কিন্তু নিরানন্দে, কারারুদ্ধ বন্দিনীর গায় আজ মহারানী নিঃস্বহায়ভাবে দীননেত্রে চারিদিকে চেয়ে আছেন ।

চন্দ্র । তিনি কি লাহিতা—অপমানিতা ? বল—সেনাপতি, শীঘ্র বল । [উত্তেজনা প্রদর্শন]

মহা । লাহিতা বা অপমানিতা না হ'লেও—মন্দ-পীড়িতা । আজ দৈত্যপতির গুপ্তহৃদয় তাঁর চক্ষের উপর উন্মুক্ত হ'য়ে দেখা দিয়েছে । শিক্ষাদানের ছলে আজ রাজপুত্র আমাদের কঠোর দণ্ড উপভোগ করছেন, তাঁকে কোল হ'তে কেড়ে নিয়ে এসে দৈত্যপতি নিজের কাছে নজরবন্দী ক'রে রেখেছেন ; প্রয়োজন হ'লে আরও কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা হবে । মহারানীর শত অনুনয় সেখানে তুণের গায় ভেসে গেছে ।

জল্পনা । এইবার ঠিক হয়েছে ; এ না হ'লে মহারানীর চোখ খুলত

না, তাঁর সরল অন্ধ-বিশ্বাস ভাঙত না। কার্যের ফল তাঁর হাতে-হাতেই পাওয়া হয়েছে। বেশ হয়েছে—বেশ হয়েছে !

মহা। চোখ শুধু মহারাণীরই খোলে নি, মন্ত্রী প্রভৃতিও এই ঘটনায় বিরক্ত হয়ে উঠেছেন। আজ রাজসভা প্রায় দানবশূন্য, চারিদিক থেকে একটা উত্তেজনার হাওয়া ব'য়ে বেড়াচ্ছে ; কিন্তু নিঃশব্দে—নীরবে।

চন্দ্র। [উত্তেজনায় উদ্ভাস্তভাবে] তা হ'লে এইবার আমার পিতৃ-দর্শনের মাহেন্দ্রক্ষণ দেখা দিয়েছে—এইবার আমার পিতৃভক্তি দেখাবার সুযোগ এসেছে ; আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব চলবে না—ছুটে চললাম পিতৃ-শোণিতে তর্পণ করতে এই শোণিত তরবারি নিয়ে।

[বেগে প্রস্থান।

জয়না। সেই তর্পণের অংশ নিতে ছুটে চলল তোমার সঙ্গে সঙ্গে জালাময়ী জয়না।

[বেগে প্রস্থান।

মহা। আর পাছে পাছে ছুটল প্রলয়ের ঈজিতলুক ধূমকেতু মহাকায়।

[বেগে প্রস্থান।

সহসা গীতকণ্ঠে পরমানন্দের প্রবেশ।

গান।

চলল ছুটোছুটি হটোপুটি হায়।

কেউ বুঝলে না—কেউ ভাবলে না

এ যে বড় বিবম হায় ॥

যার জন্মে এই এত কাবখানা,

সে যে কাব ভাবেতে বিভোর এখন

নাই কারো কানা,

এই রাজ-সিংহাসন ত্বণের মতন—

কিরেও সে আর নাতি চায় ॥

যে আশ্বাদের স্বাদ পেয়ে আজ আছে সে মজে,
শত রাজের সাধ সেখানে হবে রে বাজে,

সুধাব আশ্বাদ পেয়েছে যে—

সে এক সুরায় মজতে যায় ।

পঞ্চম দৃশ্য

বৈজয়ন্ত-ধাম

ইন্দ্র ও শচী ।

ইন্দ্র . স্বৰ্গ-সুখে আজ এত অকুচি কেন তোমার, শচি ?

শচী । স্বৰ্গ-সুখ হ'তে যে আরও সুখের আশ্বাদ পেয়েছি,
ত্রিদিবেশ্বর ।

ইন্দ্র . কোথায় পেয়েছ, শচি ?

শচী . অনন্ত দুঃখের মধ্যেই সে নূতন সুখের দেখা পেয়েছি আমি

ইন্দ্র . সেই রসাতলে সূচীভেদ্য অন্ধকারে ?

শচী . সে কি অন্ধকার—না আলোক ?

ইন্দ্র . শয্যা ছিল সেখানে পৰ্ণশয্যা !

শচী . অত সুখের নিদ্রা ত এ দুঃখফেনানিভ শয্যায় পাচ্ছি না আর ।

ইন্দ্র . খাদ্য ছিল কটু, তিস্ত কল মূল ।

শচী . জান্তাম না যে, এত মিষ্ট আশ্বাদ অমৃতেও নাই ।

ইন্দ্র . ভিক্ষার ঝুলি স্বক্কে, ভিক্ষা-পাত্র করে সেখানে পুত্র জয়ন্ত
ভিখারী সেজে ঘারে ঘারে ভিক্ষা ক'রে বেড়িয়েছে ।

শচী . সেই ভিখারী বেশে জয়ন্ত যখন ভিক্ষা-দ্রব্য এনে আমার হাতে

দিয়েছে, তখন মনে হয়েছে যে, স্বয়ং সদানন্দ শিবই বুঝি পুত্র হ'য়ে ভিক্ষা-
দ্রব্য মায়ের হাতে তুলে দিচ্ছেন ।

ইন্দ্র । শচি, মনে যে-একটা সংশয়কে এতদিন পুষে রেখেছিলাম,
সে সংশয় আজ আমার দূর ক'রে দিলে তুমি ।

শচী । কি সংশয় ছিল, প্রাণেশ ?

ইন্দ্র । ভাবতাম, আমি স্বর্গভ্রষ্ট হ'য়ে রমাতলের অন্ধকারে বাস
ক'রে যে শাস্তি—যে সুখ উপলব্ধি করেছি, সেটা কি আমার ইন্দ্রত্ব
হারানর মহাদুঃখজনিত কোনরূপ মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ, না দাস-
জীবনের বহুদিন-অভ্যস্ত-দুঃখের স্বাভাবিক ক্রিয়া । আমি আমার সে
আনন্দের কথা তোমায় কখনও ইঙ্গিতেও জানাতে সাহসী হই নাই ।
মনে হ'ত, সে আনন্দোচ্ছ্বাস তোমার তাপ-দগ্ধ-জীবনে আরও অশান্তির
বিষ ঢেলে দেবে । আবার সময়ে সময়ে এ-ও মনে করেছি, আমার এমন
পূর্ণানন্দের অংশ যদি শচী আর জয়ন্ত উপভোগ করতে পারত, তা হ'লে
বুঝি আরও সুখী হ'তে পারতাম ।

শচী । আজ যখন সে সংশয় দূর হ'য়ে গেল, তখন আর কেন
দুঃখের মধ্যে প'ড়ে থাকি ? সুখের স্থান যখন চিনে নিয়েছি—সুখের
আস্বাদ যখন বুঝতে পেরেছি, তখন তা হ'তে আর বঞ্চিত থাকি কেন ?

ইন্দ্র । সে সৌভাগ্যে যে আমরা বঞ্চিত হয়েছি, শচি ! কে বঞ্চিত
করেছেন, জান ? স্বয়ং সেই সদানন্দ ত্রিপুরারি । তাঁর সে নিরাবিল
আনন্দের আস্বাদ আমরা বিনা-সাধনায় ব'সে ব'সে উপভোগ করব,
এ তাঁর ইচ্ছা নয় ব'লেই নির্ভিকার পুরুষ বিকারের আশ্রয় নিয়ে
ত্রিপুরাসুরকে স্বহস্তেই নিধন করেছেন । ত্রিপুরাসুর বেঁচে থাকলে পাছে
আমরা সেই নিত্যসুখের অধিকারী হ'য়ে নিত্য সুখ উপভোগ করি, এই
জন্তই তাঁর ত্রিপুর-নিধন ।

শচী । আমরা যদি স্বর্গ-সিংহাসন স্ব-ইচ্ছায় ছেড়ে দিয়ে সেই রসাতলে আবার চ'লে যাই ?

ইন্দ্র । সে শক্তি আমাদের নাই, শচি ! সে তপস্বী—সে সাধনা আমরা যে কখনও করি নাই, পৌলমি !

গীতকণ্ঠে সত্যদেবের প্রবেশ ।

সত্যদেব ।—

গান ।

যাব যে সাধন, সেই ত কেমন ফলের অধিকারী ।
 ত্রাণ সদা-আনন্দ সদানন্দ পাগল তোলা অশানচারী ॥
 কামনারঃতরে যারা করে তপস্বী,
 সকাম তাদের হয় না, নিকাম কঠিন সমস্বী,
 তারা পূর্ণিমা বউ চায় না অমাবসী ;
 তাই ত তারা ত'য়ে আছে বিমান-বিহারী ॥
 সবা বসে সমজ্ঞান যার, সেই ত নিকরকার,
 অভেদে ভেদ করে যে, তার যায় না যে বিকার,
 এ যে বিচার-বুদ্ধি নয়কো স্বেচ্ছাচার ;
 এ সমাচান জানে সেই এক শুভ-ভাখারী ॥

। প্রস্থান ।

নন্দীর প্রবেশ ।

নন্দী । [প্রবেশ পথ হইতে] জয়—হর-হর-শঙ্কর !

[ইন্দ্র ও শচী নন্দীকে মাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন ।]

ইন্দ্র । আজ সুরেন্দ্রের বৈজয়ন্ত-ধাম পবিত্র হ'ল স্বয়ং শিবাম্বুচর
 নন্দীকেথরের চরণস্পর্শে । আজ মহাসা সুরেন্দ্রকে কৃতার্থ করবার তেতু ত
 বৃত্তে পারছি নে ?

নন্দী । আশুতোষের শুভ-আশিস্ সুরেন্দ্রকে দেবার জন্তু ।

ইন্দ্র । [অবনতমস্তকে] মাদরে সে শুভ-আশিস্ মস্তকে ধারণ ক'রে হতভাগ্য সুরেন্দ্র আজ নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান্ ব'লে মনে করল ।

নন্দী । [সবিষ্ময়ে] সুরেন্দ্র হতভাগ্য ! সে কি ! আবার কি তবে ত্ৰিদিবে অস্বর-উৎপীড়ন দেখা দিয়েছে ?

ইন্দ্র । দেখা দেয় নি ব'লেই ত সৌভাগ্যের উল্লেখ করতে পারলাম না আজ ।

নন্দী । ঠিক বুঝতে পারলাম না সুরপতির বাক্যার্থ । আমার প্রভু যে ত্ৰিপুর-উচ্ছেদ ক'রে, সুরপতিকে পুনঃ স্বৰ্গ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন ; তথাপি সুরপতির মুখে এ অতৃপ্তিকর কথা কেন ?

ইন্দ্র । | নিঃশব্দে অবনতমস্তকে রহিলেন ।

নন্দী । হাঁ মা সুরেন্দ্রাণি, সুরেন্দ্রের এ খেদোক্তির কারণ ত কিছু বুঝতে পারলাম না ?

শচী । বাবা বিশ্বনাথের অরূপাঠ একমাত্র সুরপতির মনোদুঃখের কারণ যে, বাবা !

নন্দী । [সমধিক বিস্ময়ে] বাবার অরূপা । কাদের উপবে । তোমাদের উপরে ! আরও সমস্তার মধ্যে ফেলে দিলে যে মা ভূমি !

ইন্দ্র । আর কোন দুঃখই থাকত না, যদি সে সূখের আলোক মহেশ্বর আমাদের না দেখাতেন । যে চিরদিন অন্ধকারে বাস করে, তার সম্মুখে সহসা উজ্জ্বল আলোক ধ'রে কিছুক্ষণ পরে যদি সেট আলোক সরিয়ে নেওয়া যায়, তা হ'লে সে আধারের জীব আর কি কখনও আধারে থাকতে ভালবাসে ? আজ বিশ্বনাথ যে, তাঁর এই চিরদাস সৰ্ব্বক্লে সেই ব্যবস্থাই করেছেন । এ শুধু দুঃখ নয় আমার, পিতৃাব উপর পুত্রের

মে দৃশ্য।]

ত্ৰীপাদপদ্ম

এ দুৰ্জয় অভিমান। সেই অভিমানের বশে আজ আরও বলতে বাধ্য হব যে, চির-দারিদ্র্যের অনন্তস্থ অশুভোষ অনন্তকাল যাবৎ নিজেই উপভোগ ক'রে আস্ছেন ; পাছে সেই অনন্ত স্থানের অংশ আর কেউ অধিকার ক'রে নেয়, এই জন্তই তাঁর এই ত্ৰিপুৰ-বধ—আর এই জন্তই তাঁর এই দুৰ্ভাগ্য বাসবকে সেই স্থখ হ'তে বঞ্চিত ক'রে এনে আবার এই স্বৰ্গ-সংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করা। কি প্রয়োজন ছিল সেই বৈরাগ্যের আশ্বাদ পাইয়ে পুনরায় এই ভোগের মধ্যে টেনে আনা ?

নন্দী। [সহাস্যে] এতক্ৰমে বুঝলাম। হাঁ, এ অভিমান তোমরা করতে পার ; তবে আমার মনে হয়, তোমাকে বোধ হয় সে অনন্তস্থখে বঞ্চিত করাই বাবার উদ্দেশ্য নয়।

ইন্দ্র। তা ভিন্ন আর কি ?

নন্দী। যে সমস্তান চিরদিন ঐশ্বৰ্য্যের কোলে লালিত হ'য়ে ভোগের আশ্বাদে অভ্যস্ত, তাকে সহসা বৈরাগ্যের পথে এনে তার স্নেহাক্ত পিতার মনে এই সংশয় উপস্থিত হয় যে, তার পুত্র বুঝি তাতে দুঃখই অনুভব করেছে ; তাই তাকে আবার ভোগের মধ্যে ফিরিয়ে এনে পরীক্ষা ক'রে দেখেন যে, সে পুত্র তখন ভোগ চায়—না যথার্থই বৈরাগ্য চায়।

ইন্দ্র। [সানন্দে] শচি, শুনছ ? তবে আর আমাদের ত নিরাশ হবার কারণ কিছু নাই ? আমাদের স্নেহাক্ত পিতা আমাদের পরীক্ষা ক'রে দেখছেন, আমরা স্বৰ্গ চাই—না রসাতল চাই, ঐশ্বৰ্য্য চাই—না বৈরাগ্য চাই। এস তবে, এখন হ'তে আমরা পরীক্ষা দিতে থাকি, উত্তীর্ণ হ'তে পারলেই পরমপিতা আমাদের মনোবাসনা পূর্ণ করবেন।

শচী। ভয় হয় যে, নাথ ! তিনি বড় ভোলা, যদি আবার আমাদের ভুলে যান ?

ইন্দ্র। [হতাশভাবে] তার আর কি উপায় আছে, শচি ?

শচী । এক উপায় আছে ।

ইন্দ্র । [সাগ্রহে] কি ?

শচী । একেবারে সেই ভোলানাথের কাছে গিয়ে প'ড়ে থাকা ।
সৰ্বদা চোখের সামনে থাকলে আর ভুলে যেতে পারবেন না ; আর
মাকেও অনেকদিন দেখি নাই, মায়ের সঙ্গেও দেখা হবে ।

ইন্দ্র । কিন্তু মনে থাকে যেন, পিতা হ'তেও মাতা বেশী স্নেহাঙ্ক ।
মাটির খেলনা দিয়ে শিশু-সন্তানকে আবার মা-ই বেশী ভুলিয়ে রাখেন ।

শচী । শিশু-সন্তানকে ; বেশী বয়সের সন্তানকে পারেন না ।

ইন্দ্র । এ মা যে স্বয়ং আদ্যাশক্তি । এ মায়ের কাছে আবার শিশু
নয় কে, শচী ?

নন্দী । ভোলায়—ভোলায়, সত্য বলেছ, বাসব ! এ মা'র বড়
ভোলান রোগ, কাছে থাকি, তবু তাঁর মায়া কাটাতে পারি না ; অনন্ত
মায়া নিয়ে ব'সে থাকে বেটী, তাই নাম তার মহামায়া । এমন কন্মও
ক'রো না তোমরা—সে মায়ের ত্রিসীমা দিয়েও যেয়ো না যেন, তা হ'লে
তাঁর অনন্ত মায়ায় প'ড়ে সব ভুলে যাবে—সব হারিয়ে ফেলবে ।

সত্যদেবের পুনঃ প্রবেশ ।

সত্যদেব :—

গান ।

সে যে মায়াময়ী মা ।

তার মায়াতেই ছাওয়া আছে দু'চোখ দিয়ে দেখে যা ॥

তার মায়া না হ'লে কায় পোত কি এই ত্রিদংসার,

সে যে নিরাকারকে আকার দিয়ে করেছে সাকার,

সে যে ব্রহ্মে কাঁদায়, কাঁদে কেলে কারেও কভু ছাড়ে না ।

কত খেলা খেলুছে সে যে ব'সে খেয়ালবশে,

দিবানিশি মেতে আছে কতই রঙ্গরসে,

কভু খাড়া নিয়ে দাঁড়ায় রুগে, দ্বিষে মডাব বৃকে পা ॥

[প্রস্থান ।

ইন্দ্র । না শচি, সে খামখেয়ালি মায়ের কাছে গিয়ে কাজ নাই তবে । আমাদের এখানে যে খেলার ঘর গণ্ডী ক'রে দিয়ে রেখেছেন, সেট খেলার ঘরে ব'সেই খেলতে থাকি, আর পরীক্ষা দিই যে, আমরা সংসার-বিরাগী, উদাসীন বিশ্বেশ্বরের সন্তান । ইন্দ্র ত্ব ঐশ্বৰ্য্যকে আমরা ধূলিকণার মত উড়িয়ে দিতে পারি--বিষয়-বিষকে কঠে ধারণ ক'রে আমরা নীলকণ্ঠ নাম ধরতে পারি, তা হ'লেই আমাদের এ মহাপরীক্ষা শেষ হবে ; তখন বাবার বৈরাগ্য, মায়ের সন্ন্যাস আমরা জোর ক'রে কেড়ে নিতে পারব । পিতামাতার সম্পদের অধিকারী সন্তানই হ'য়ে থাকে । দেখুন তখন, এ কৈলাসের শ্মশান কেন, এই ত্ৰিসংসারের সকল শ্মশানই আমরা অধিকার করতে পারি কি না ।

নন্দী । হাঁ বাসব, এইরূপ জোর করা চাই—এইরূপ দৃঢ়তা থাকা চাই । বৈরাগ্যকে যদি একবার মনের মধ্যে শক্ত ক'রে বসাতে পারি, তা হ'লে ভোগের সাধ্য কি যে, তার কাছে গিয়ে দাঁড়ায় । স্তব্ধ-সংসার ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসী সাজলেই বিরাগী হওয়া যায় না, বরং ঐ বিষয়ের মধ্যে নিলিপ্ত থেকে যে নিকাম-কন্ম ক'রে যেতে পারে, তাকেই প্রকৃত বিরাগী বলা যায় । যে কন্ম নিয়ে তুমি এসেছ, অহিংস-ভাবে নিকাম-হৃদয়ে সেই ধর্ম পালন ক'রে যাও ; দেখবে, আনন্দ তোমার হৃদয়ে পূর্ণ হ'য়ে আছে । জেনে রেখো, ত্যাগ মুখে নয়--মনে-প্রাণে ; আশীর্বাদ করি, তোমাদের আত্মা চিরশান্তির পথে দিন দিন অগ্রসর হোক । এখন আসি—বাসব, আসি—মা !

[প্রস্থান ।

জয়ন্তকুমারের প্রবেশ ।

জয়ন্ত । [অভিমানে, ক্রোধে ছল ছল নেত্রে আসিয়া নিঃশব্দে নত-
মস্তকে দাঁড়াইল ।]

শচী । জয়ন্ত, কি হয়েছে, বাবা ।

জয়ন্ত । জানতে এসেছি—মাতা, আমরা স্বর্গের অধিপতি কি না ।
ত্রিদিবের সিংহাসনে কি পিতা শুধু কাষ্ঠপুন্দলির গ্রায় ব'সে থাকতে চান,
না তার মর্যাদা রাখতে চান ?

শচী । এরূপ জিজ্ঞাসার কারণ, জয়ন্ত ?

জয়ন্ত । দেবতাদের স্বৈচ্ছাচার, ভ্রষ্টাচার সীমা অতিক্রম ক'রে ফেলেছে—
তাদের দুর্নীতির বিষাক্ত গন্ধ আজ স্বর্গময় ছাড়িয়ে পড়েছে, দু'দিন
পরে স্বর্গ আর নরকে কোন পার্থক্য থাকবে না ; পিতা সে সম্বন্ধে নিতান্তই
উদাসীন । স্বর্গের এই দুর্বস্থা আমার চোখে একান্তই অসহ ; পিতৃ-
কর্তব্যের এইরূপ ক্রটি দেখে আমার আজ চোখ ফেটে জল এসেছে ।
[চক্ষু বন্ধ দিল]

ইন্দ্র । জয়ন্ত, দেবতাদের অধঃপতন দেখে তোমার মন যেমন
মানিতে ভ'রে উঠেছে, তা হ'তেও বেশী মানিতে ভ'রে উঠল আমার
মন আজ তোমার অধঃপতন দেখে । তোমার চক্ষুকে আগে নিজের দিকে
ফেরাও—নিজের দোষগুলি আগে ধরতে চেষ্টা কর, তার পর অন্নের
দোষের সন্ধান করতে যেয়ো । যার দৃষ্টি অন্তর্মুখী হ'তে পেরেছে,
তার দৃষ্টি কখনও বহির্মুখী হ'য়ে অন্নের দোষ দেখতে চায় না ।

জয়ন্ত । আমি ত্রিদিবপতি ইন্দের পুত্র ; আমি কি অপর দেবতাদের
দোষ বা ক্রটি ধরবার অধিকারী নই ?

ইন্দ্র । তুমি 'ত্রিদিবপতি ইন্দের পুত্র,' এই দস্ত আর এই অহঙ্কারই

তোমাকে এ অহঙ্কারে রেখেছে ; কিন্তু হুঃখের বিষয়, সেই দস্ত আৰ অহঙ্কার নিয়ে আজ আমার সম্মুখে ত্ৰিনিবপতির পুত্ৰ ব'লে পরিচয় দিতে তোমার একটুও লজ্জাবোধ করছে না । শচি, বৈরাগ্যের পথে যেতে চেয়েছিলে এই পুত্ৰ নিয়ে ? দস্তের একটা পূৰ্ণমূৰ্ত্তি এই পুত্ৰ আমাদের । এখন বুঝতে পারছি, ত্ৰিপুৱারি কেন আবার আমাদের স্বৰ্গে এনে রেখেছেন । বৈরাগ্যের অধিকার হ'তে আমরা অনেক দূরে প'ড়ে আছি । আজ জয়ন্তের হৃদয়ে যে তমোরাশি দেখা দিয়েছে, ও কি আমাদেরই প্রতিচ্ছবি নয় ?

জয়ন্ত । না—পিতা, সুরপতি বাসবের বিবেক-ধোয়া-হৃদয়ে দস্ত-অহঙ্কারের পান নাই । সে স্ফটিকের মত শুভ্ৰ - স্বচ্ছ, কোন একটা কাণো দাগও তাতে কেউ দেখতে পাবে না । জয়ন্তের হৃদয় যদি তারই প্রতিচ্ছবি হয়, তবে সেখানেও কোন দস্ত বা অহঙ্কারের চিহ্ন নাই ।

ইন্দ্র । তবে দেবতাদের স্বেচ্ছাচারে বাধা না দেবার জন্য এত অভিমানের হুঃখ কিসের, জয়ন্ত ?

জয়ন্ত । সে অভিমানের হুঃখ আমার বথেষ্টই সঞ্চিত আছে, স্বীকার করি, পিতা ; কিন্তু সে কি দস্ত ? দেবতাকে ভ্ৰষ্টাচার ত'তে নিবারণ না করবার যে ঔদাসীন্য পিতার, তা দেখে পুত্ৰের প্ৰাণে পিতার উপর যে স্ৰাভাবিক অভিমান প্রকাশ, সে কি পুত্ৰের দস্ত বা অহঙ্কার ?

ইন্দ্র । হাঁ—জয়ন্ত. সে অভিমান তোমার দস্ত আৰ অহঙ্কারে পূৰ্ণ । তুমি যেখানে পিতৃ-কৰ্ত্তব্যের অবহেলা দেখে হুঃখিত, আমি সেখানে তোমার দেবতাদের উপর প্রভুত্ব এবং একাধিপত্য প্রকাশের অভাবজনিত হুঃখ দেখে বিস্মিত : তোমার প্ৰাণে যদি প্রভুত্ব আৰ আধিপত্যের অহঙ্কার মাথা তুলে না দাঁড়াত, তা হ'লে সে আধিপত্যের অভাব দেখে আত্মাভিমান জেগে উঠত না । তুমি কি পিতার কাছ থেকে আশা

কর নি যে, দেবতাদের ভ্রষ্টাচার হ'তে ফিরিয়ে আনতে পিতার কঠোর রাজদণ্ড সেখানে অব্যাহতভাবে প্রযুক্ত হোক ?

জয়ন্তু । হাঁ—করেছি, পিতার কাছে প্রতি-মুহূর্ত্তেই সে আশা করেছি—এখনও করছি । রাজনীতি হিসাবে দমন-নীতি প্রয়োগ ত রাজার কর্তব্যের বাইরে নয় । সে দমন-দণ্ড ভ্রষ্টাচারদের জন্যই নির্দিষ্ট আছে, পিতা !

ইন্দ্র । রাজনীতির তালিকা ত কেবল দণ্ডনীতির দ্বারাই স্বরঞ্জিত পূর্ণ ক'রে রাখেন নি, জয়ন্তু ! সে তালিকার প্রথম নীতিই যে, 'সাম' তার পর 'দান' তার পর 'দণ্ড' আর 'ভেদ' নীতির উল্লেখ ; কিন্তু তুলে ফেলে দিচ্ছ সে তালিকা থেকে 'সাম' আর 'দানকে' । তোমার জানা উচিত ছিল—পুণ, রাজ্য-পালন সম্বন্ধে রাজার প্রধান এবং প্রথম কর্তব্যই সাম আর দানের প্রয়োগ । সমুদ্রের শান্ত ভাবটী সৃষ্টিরক্ষার অনুকূল-ভাব ; কিন্তু প্রলয়ের জলোচ্ছ্বাস যখন ভৈরব-গজ্জনে প্রচণ্ড তরঙ্গ তুলে ভাঙব-নৃত্য করতে থাকে, তখন করে সে সৃষ্টি ধ্বংস । জগৎ-প্রাণ সমীরণ যখন শান্তভাবে ব'য়ে যায়, তখনই তার নাম জগৎ-প্রাণ, আর যখন সে ভীষণ ঝঞ্জা-মূর্ত্তিতে এসে দেখা দেয়, তখন হয় সে বিপ্লবের অগ্রদূত ভীম-প্রভঞ্জন । জয়ন্তু, তোমার দণ্ডনীতির দ্বারা স্বর্গবাজো শাস্তি আসবে না আসবে অশান্ত-মূর্ত্তিতে অরাজকতা । বুঝতে পেরেছ, তোমার আধিপত্যের দণ্ড তোমাকে তোমার অজ্ঞাতসারে কেমন ক'রে অন্ধকার ক'রে তুলেছে ? বুঝতে পেরেছ, তুমি কোথায় এসে দাঁড়িয়েছ ?

জয়ন্তু । [শান্তভাবে বুঝিতে পারিয়া পিতৃ-পদতলে পতিত হইয়া খেদের সহিত] পিতা ! পিতা !

ইন্দ্র । [মানন্দে জয়ন্তুকে উঠাইয়া] সর্বাঙ্গঃকরণে ক্ষমা করলাম, পুত্র ! আজ হ'তে দেবতাকে প্রকৃত দেবতা ক'রে গ'ড়ে তুলবার পথ

তোমার সম্মুখে প্রশস্ত—বিস্তৃত । সে পথে যেতে হবে তোমাকে অহিংসা আর বৈর্য নিয়ে ; সে পথ আলোকিত হবে তোমার সত্যের আলোকে ; তাদের গুণ্ডি করতে হবে, তোমার অজস্র করুণার ধারা ঢেলে দিয়ে ; তাদের হৃদয় থেকে হিংসা-দ্রেষের কাটাগাছ তুলে ফেলতে হবে— তোমাকে সামোর তরবারি দিয়ে, সেখানে বইয়ে দিতে হবে তোমাকে প্রেমের পুত-নব-মন্দাকিনী সৃষ্টি ক'রে । এই অহিংস-অস্ত্রে যদি তাদের হৃদয়রাজ্য জয় করতে পার, তা হ'লে সেই বিজয়ের আনন্দ তোমার গর্ভের পরিবর্তে ঐ ললাটে তখন গৌরবের টিকা পরিয়ে দেবে : হবে তখনই তুমি সার্থক—পাবে তখনই তুমি হিন্দুত্বের অধিকার—গা'বে তখনই অনন্তকণ্ঠে ত্রিলোক তোমার স্তবিমল যশোগান ।

জয়ন্ত । মা, পিতার কাছে আজ নব-জীবন পেয়েছি ; তুমি তাতে শক্তি-সঞ্চার ক'রে দাও—যাতে এই মহাসমরে অবিচলাচক্রে স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারি ।

শচা । শক্তি-সঞ্চার আর নূতন ক'রে দিতে হবে না, পুত্র ! সে শক্তি তোমাতে অপরিমিত রূপেই আছে । তবে মাতৃ-আশীর্বাদ নিয়ে যাও—যাতে পিতৃ উপদেশ তোমার জীবনে তুমি অক্ষরে অক্ষরে সার্থক করতে পার ।

জয়ন্ত । [মাতৃ-পদধূলি মস্তকে লইয়া] জীবনের যে অধ্যায় খুলে আজ পিতা পুত্রকে পাঠ দিয়ে দিলেন, পুস্তকের সে অধ্যায়ের পাঠ এতদিন পিতার কাছে পাই নি, মা ! অধিকারী না হ'লে যেমন বেদান্ত পাঠ নিষিদ্ধ, এ নব-বেদান্ত পাঠও আমার কাছে তেমনি নিষিদ্ধ । আজ সব চেয়ে আমার এ আনন্দই বেশী হয়েছে যে, গুরু আমাকে বেদান্ত পাঠের অধিকারী ব'লে জেনেছেন । [পিতার সম্মুখে জামু পাতিয়া বসিয়া কৃতাজলি হইয়া] পিতা ! গুরু ! ঈশ্বর ! আমার সমস্ত জীবনের

সমস্ত কার্যে তুমি সহায় হও—তুমি ভরসা হও—তুমি আদর্শ হও—তুমি আশ্রয় হও ।

[প্রণামান্তে ধীরে ধীরে প্রস্থান ।

ঠিক । শচি, উপযুক্ত গুরু পেয়ে শিষ্যও যেমন আনন্দ লাভ করে, আবার উপযুক্ত শিষ্যালাভে গুরুও তেমনি বা তদধিক আনন্দ লাভ করে । উপযুক্ত এই শিষ্যালাভের আনন্দে আজ আমি বথার্থই বিভোর, আজ আর স্বর্গ-সিংহাসন আমাকে অতৃপ্তি দিতে পারছে না, আজ স্বর্গ-সিংহাসনকে মনে হচ্ছে, আমার গুরু-গৌরবের পবিত্র আসন । শচি, ভগবানের কাছে এস আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, যেন এ আসনের গৌরব কোনদিন আমার দ্বারা ক্ষুণ্ণ না হয় । দুই-তিনে এস মিলিতভাবে তাঁর চরণে প্রণিপাত জানাই ।

উভয়ে । [করষোড়ে] নমো ব্রাহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ ॥

[উভয়ের প্রস্থান ।

ষষ্ঠে দৃশ্য

রুক্ম গৃহদ্বারের সম্মুখ

বিলোচন বিষণ্ণ ও চিন্তিতভাবে দণ্ডায়মান ।

বিলো । বায়ুহীন রুক্ম গৃহের অন্ধকারে আমার গয়চন্দ্র আজ রুক্মশাস, একাকী সমস্ত রজনী বিনিত্রনেত্রে দাঁড়িয়ে ! গুরুদেবের বজ্র-আদেশ, হরিনাম পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত কুমারের উপরে এই কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা । আর আমি তাঁর দণ্ডদাতা—স্বয়ং বিলোচন । দুঃস্থ রাজ-কর্তব্যের

দায়িত্ব আৰু আমাকে কী নিৰ্ম্মম রক্ষণ ক'ৰে তুলেছে । হৃদয় আজ শুষ্ক মৰুভূমি, সেখানে যে স্নেহ-মমতা কখনও ছিল, এমন চিহ্ন আজ নাই । মধো মধো এক-একটী তপ্ত-উচ্ছ্বাস আমার বুকের মধ্যে উঠে বুকটাকে পুড়িয়ে দিচ্ছে, তখনই ভুলিয়ে দিচ্ছে আমাকে আমার এই কঠোর রাজ-কৰ্ত্তব্যের কথা। ব্যাকুল হ'য়ে উঠছে তখনই আমার নয়নানন্দ গয়চন্দ্রকে টেনে এনে এই তপ্তবক্ষে চেপে ধরতে আমার প্রসারিত বাহুযুগল । সমস্ত রাত্রি দাঁড়িয়ে আছি এই কৰুণারের সম্মুখে আমার উপবাসী স্নাতক প্রাণ নিয়ে । গুক্রাচার্য্যের রক্তচক্ষুটী জাগ্রত প্রহরীৰ ত্রায় নিয়ত সেখানে এসে স্বরণ করিয়ে দিচ্ছে আমার কঠোর কৰুণার কথা । কিছুক্ষণ পূৰ্বে গয়চন্দ্রের মধুর কণ্ঠ-নিঃসৃত হরিনাম-গাথা আমার দানব-চিন্তকে মুহূর্ত্তের তরে অভিভূত ক'রে ফেলেছিল : তখনি আবার চমকে উঠে আহ্বস্থ হ'য়ে দাঁড়ালাম ; কিন্তু আর কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না ! কোথায় স্নেহমাথা কোমল মাতৃকোণ — আর এ কোথায় নীরস, কৰুণ—ওঃ, ভাবতে পারি না ! [মুখ ঢাকিলেন]

হাস্তমুখে ভেদানন্দ গ্রহাচার্য্য-বেশে শনৈশ্চরের প্রবেশ ।

শনৈশ্চর । [দেখিয়া] একি, দৈত্যপতির শুভমুখ ময়লা—চলখানি অচল—অচল অধম হস্তদ্বয়ের দ্বারা কথং অগ্নি চাকিত হইয়া রহিয়াছে ? অহং যে তাহাতে অতীব দুঃখিতং হইয়া উঠিতং ।

বিলো । [বিরক্তভাবে] বাও—ভেদাচার্য্য, জ্যোতিষ-শাস্ত্র বিশ্বাস করি না আমি ।

শনৈ । কথং—কথং ?

বিলো । তুমি একজন ধৃষ্ট ব্যক্তকর, আমাকে যাতনাস্তে মুগ্ধ করেছ, সত্য বল, তুমি কে ?

শনৈ । বুঝিতে পারিয়াছি—তব অদ্যকার গ্রহ অতীব কুপিতং, সেট-
কণ্ঠই মুখ হইতে তব প্রলাপঃ নির্গতং হইতং ।

বিলো । ধূর্ত, তোমারই কথা বিশ্বাস ক'রে গুরু-আদেশ সত্য ব'লে
যেনে, আজ আমার মেহের ঢলালকে কোথায় রেখেছি জান ? ওঃ—

[যন্ত্রণা প্রকাশ]

শনৈ । জানিতং—জানিতং । গণনা মমস্ত্র ন অত্রাস্তং ।

বিলো । সত্য বল—ধূর্ত, গয়চন্দ্রকে এইরূপ দণ্ড দিবার আদেশ স্বয়ং
শুক্ৰাচার্য্যের কি না ?

শনৈ । নিশ্চয়ং—নিশ্চয়ং ।

বিলো । আর সত্যই কি তুমি গণনা ক'রে দেখতে পেয়েছ,
কুমারকে এইভাবে নির্ধাতন করলে কুমার সেট হরিনাম পরিত্যাগ
করবে ?

শনৈ । মম গণনার উপর বিশেষ অনাস্থা স্থাপনপূর্ব্বক দৃশ্যতাং
করিয়া যাউন, তাহা হইলেই সৰ্ব্বকার্য্যে সূমাধব নিশ্চয়িতং তব ।

বিলো । বুঝি না তোমার জটিল ভাষা, ধূর্ত । এখান থেকে এখন
অন্ত্র য়াও ।

শনৈ । বহু কষ্টে সেই উদ্ভট-ভাষা আমাকে অভ্যাসিতং করিতে
হইয়াছে—বহু দস্ত হইতে ভাঙ্গিতং হইয়াছে ।

বিলো । আঃ—কান ঝালা-পালা হ'য়ে গেল, দূর হও এখনি ।

শনৈ । তব গ্রহের নিগ্রহ ফল না দেখিয়া ত আমার গম্যতাং
হইতে পারিবে না ।

বিলো । দেখ তবে পারে কি না [তরবারি নিক্ষেপন]

শনৈ । [চমকিয়া দূরে সরিয়া] গ্রহ কুপিতং—গ্রহ কুপিতং—

[পস্থান ।

বিলো। কে এই দুর্গাহের মত আমার স্বন্ধে এসে বসেছে—ছাড়ে না কিছুতেই? কী মন্ত্রবলে মুগ্ধ ক'রে যেন আমাকে দিয়ে এই সব অসম্ভব কাজ করিয়ে নিচ্ছে। গণনায় অবিশ্বাস আসে না, সব মিলে যায়; তবু যেন মনে হয় ও যেন আমার একটা মহাশনি এসে জুটেছে। তাই ত রাত্রিও শেষ হ'য়ে এসেছে, কুমারেরও আর কোন সাড়া পাচ্ছি না; ঘুমিয়েছে কি? একবার দ্বারটা খুলে দেখব? যদি দেখতে পারি যে, তার হুঁচল ছল ছল কাতর-চক্ষু আমার মুখের পানে তাকিয়ে আছে, তা হ'লে ঠিক রাখতে পারব কর্তব্য আমার? ঐ—ঐ—আবার সেই সুকণ্ঠের অমিয়-উচ্ছ্বাস—[স্থির কর্ণে শুনিতো লাগিলেন]

নেপথ্যে রুদ্ধগৃহ হইতে গয়চন্দ্র গাহিতেছিল।

গান

আমায় কোলে তুলে নিতে আসিলে কি

আমার মনোমোহন।

আমি সারানিশ জেগে বসে আছি,

পাব ব'লে তব দর্শন ॥

এ জীবন মন দিয়েছি ঢালিয়ে তোমারি রাঙা পায়,

আমার পিপাসু পরণ শুকায়ে গিয়েছে

তোমারি পিপাসায়,

তোমার অমিয়-পরশে শীতল করেছে—

আমার তাপিত এ জীবন ॥

[গয়চন্দ্র গাহিতে গাহিতে যেন ক্রমশঃ দূর হইতে দূরে যাইতে লাগিল,

শেষে সুরের রেশটুকু রাখিয়া কোন অদৃশ্য পথে যেন অদৃশ্য

হইয়া গেল, বিলোচন মুগ্ধপ্রাণে শুকভাবে নিঃশব্দে গয়চন্দ্রকে

কোলে করিবার জন্ত হস্তদ্বয় প্রসারিত করিয়া ধীরে ধীরে

সুরের অনুসরণ করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন।]

প্রভাবতী ব্যাকুল, আলু-থালু বেশে গয়াসুরের স্বর শুনিতে
শুনিতে প্রবেশ করিলেন এবং চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন ।

প্রভা । কৈ—কৈ ? কোথায়—কোথায় ? এই যে এখনই সুধা-
কণ্ঠ হ'তে সুধাধারা ঝর্ছিল !

তৎক্ষণাৎ হতাশভাবে বিলোচনের পুনঃ প্রবেশ ।

বিলো । [প্রবেশ পদ হইতে] কোথায় গেল ? কেমন ক'রে
গেল ? রুদ্ধদ্বার খুলে দেখলাম, কেউ নাহ সেখানে । [নিকটে আসিয়া
সহসা প্রভাবতীকে দেখিয়া সতয়ে কাঁপিতে লাগিলেন]

প্রভা । কাঁপ'ছ কেন, দেবর ? কি হয়েছে—ভয় কি ? তোমার
হাতে সপে দিয়ো'ছ গয়কে, অভিভাবক যে তুমিই এখন তার, হরিনাম
ছাড়বার জন্য তোমার ঘরে সারারাত আটকে রেখেছ—তাতে কি
হয়েছে ? খালি কোল ব'লে সারারাত্তির ঘুমতে পারি নি, তাই রাত্তির
শেষ হ'তে না-হ'তে ছুটে এসেছি এখানে ; এইবার দোর খুলে দাও,
একবারটা কোলে ক'রে বাবার মুখে একটা চুম্বো খাই । ও কি, কথা
নাই মুখে ! ছাট্টয়ের মত সাদা হ'য়ে গেছে মুখের চেহারা তোমার !

বিলো । [সতয়ে হতজ্ঞান ভাবে] আমি . আমি কিছু বুঝতে পারছি
নে, আমার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে পৃথিবী পায়ের নীচে ধর্ ধর্ ক'রে
কাঁপছে । শূন্য গৃহ—কুমার নাই ।

প্রভা । মিন্যো কথা । এই যে এখনও গয়ের কণ্ঠ স্বরের শেষ-ঝঙ্কার
আমার কানে লেগে রয়েছে । আমি শুনতে চাই নে এসব কথা ; কোল
থেকে কেড়ে এনেছিলে—আমার কোলে এনে দাও । গুরুদেবের
আদেশ আমি মানব না, তারে হরিনাম ছাড়তে দেব না । আমার
হরিবোলা পাখীকে এনে দাও—আমি তাকে নিয়ে তোমার রাজ্য ছেড়ে

চ'লে যাই। আমি বনে বনে, পৰ্ব্বতে পৰ্ব্বতে আমার পাখীর মুখে
হরিনাম শুনে কাটিয়ে দেব। চায় না গয় তার পিতৃ-সিংহাসন, চায়
না তার প্রাপ্য অধিকার। ভোগ কর তুমি নির্ঝিমে আজীবন এট
দানব-সাম্রাজ্য—তুমি এখনই আমার পুত্র এনে দাও।

বিলো। [কাতরভাবে] পার্ছি না—মহাদেবি, আজ তোমার তাঁর
শেল সহ্য করতে। তার চেয়ে এই তররারি দিচ্ছি, স্বহস্তে আমাকে
হত্যা ক'রে ফেল; নতুবা আজ তোমার বিশ্বাস—আমি মিথ্যাবাদী, এ
তাঁর বিষ আজ দুই কান ভ'রে পান ক'বেও কেন জীবিত দাঁড়িয়ে আছি।

প্রভা। [দৃষ্টিতে] আমার পুত্র আমায় দেবে না ?

বিলো। [পদতলে পতিত হইয়া] বিশ্বাস কর—মহাদেবি, সত্যই
কুমার নাই। আমাকে অন্তঃসন্ধানের সময় দাও। আমি স্বর্গ, মৃত্ত,
বসাতল, পাতিপাতি ক'রে খুঁজব; যদি কোন দেব-চক্রান্ত হয়, তা হ'লে
দেবতার দলকে আবার স্বর্গ হ'তে তাড়িয়ে বসাতলে পাঠাব। আমি
চললাম—আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব করব না।

[দ্রুত প্রস্থানোত্ত]

তৎক্ষণাৎ উত্তেজিতা জল্লাসহ মহাকায় ও চন্দ্রচূড়ের প্রবেশ।

জল্লাসহ। যেতে পারবে না, স্থির হ'য়ে দাঁড়াও—রাজত্বের আশ্বাদ
মিটিয়ে দি। আগে বল—দস্যু, আমার ভ্রাতা গয় কোথায়? কোথায়
লুকিয়ে রেখেছ তাকে—কিষ্ণা কোন্ জল্লাদ দিয়ে তাকে নিঃশেষ
ক'রে ফেলেছ?

মহা। আগে এনে দিন—দৈত্যপতি, আমাদের রাজপুত্রকে, কেন
আজ মহারণী তাঁর পুত্রের জন্তু দৈত্যপতির নিকট ভিখারিণীর আয়
দাঁড়িয়ে আছেন?

চন্দ্র । আজ চন্দ্রচূড় তার পিতাকে চিনে নেবার সুযোগ পেয়েছে—
পিতৃ-কলঙ্ক সংসার হ'তে মুছে ফেলবার জন্ত আজ সে প্রস্তুত হ'য়ে
এসেছে । আজ সে তাব দম্ভ্য-পিতার অস্তিত্ব নিঃশেষ ক'রে, জগতের
মন থেকে তার বিষাক্ত স্মৃতি লোপ ক'রে দিতে চায় ।

[বিলোচন স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়াছিলেন]

প্রভা । হায় ! আমি যে একদিন বুদ্ধির দোষে তোদের উদ্যত
তরবারির মুখ থেকে বিলোচনকে রক্ষা ক'রে হাতে ধ'রে এনে সিংহাসনে
বসিয়েছিলাম, তাই ত আজ আমার এই মতা সর্বনাশ ! কে
জানত আগে আমার সরল-চিত্ত দেবরের মনে এমন ঘোর ঠরভিসন্ধির
বাসা বেধে ছিল !

জয়না । তোমার দিকে আজ চাইতেও ইচ্ছা হচ্ছে না, মহারাণি !
তোমার নিকৃদ্ধিতার ফল তুমি আজ হাড়ে-হাড়েই ভোগ করছ । কর,
আরও কর—আরও জল—আরও পোড় ।

মহা । দৈত্যপতি, নিঃশঙ্কে থাকলে চলবে না, রাজপুত্রকে এই
মুহুর্তেই আমরা চাই ।

বিলো । রাজপুত্রকে আমিও চাই, আমার ছলল সে—আমার নয়ন-
রঞ্জন সে—আমি তার সন্ধানেই ছুটে যাচ্ছিলাম, তোমরা বাধা দিয়েছ—
আমার সময় নষ্ট করছ । হয় বাধা না দিয়ে স'রে দাঁড়াও—নতুবা আমি
এখনও সত্ৰাট, আমার হিজিতে দানব-সৈন্য এসে ছেয়ে ফেলতে পারে
তোমাদের ; কিন্তু আজ তার প্রয়োজন বোধ করছি নে । তুমি সেনাপতি,
সত্ৰাটের আদেশ পালনে বাধা তুমি ; যাও—এই মুহুর্তে রাজপুত্রের সন্ধানে
ছুটে যাও ।

মহা । চমৎকার প্রলাপ ! বল কোথায় রাজপুত্র ?

জয়না । এ জালাময়ী জয়না এখনও অপেক্ষা করছে কেন জান ?

আগে তার ভাইকে সশরীরে দেখতে চায়, তার পর রাজ-সিংহাসনের ব্যবস্থা সে নিজ হাতে ক'রে যাবে ।

বিলো । রাজ-সিংহাসনের জন্তু আর চিন্তা নাই, মা ! যার জন্তু রাজ-সিংহাসন রক্ষা করতে গিয়েছিলাম, তাকেই এখন হারালাম, তখন আমার সিংহাসনে আর প্রয়োজন নাই । এই আমি আমার রাজমুকুট মহারাণীর পদতলে খুলে রাখলাম--এই রাজদণ্ড পরিত্যাগ করলাম । [মুকুট এবং রাজদণ্ড প্রভাবতীর পদতলে রাখিয়া] আর আমি এখন সম্রাট্ নই, এখন তোমরা আমায় ইচ্ছামত দণ্ড দিতে পার ; আমি দণ্ড নিতে প্রস্তুত । শেষ বক্তব্য আমার এই, যদি কখনও রাজপুত্রকে খুঁজে পাও, তা হ'লে তাকেই এনে সিংহাসনে বসিয়ে তোমরা তার রাজ্য রক্ষা ক'রো ।

জয়না । চমৎকার অভিনয় ! এখন তা হ'লে কি বুঝতে হবে যে, আমাদের রাজপুত্র নাই ? তুমি তাকে গুপ্তহত্যায় নিঃশেষ করেছ ?

মহা । এ ভিন্ন আর কি হ'তে পারে ? কিছুক্ষণ আগেও যার কণ্ঠস্বর ঐ রুদ্ধগৃহ হ'তে নির্গত হয়েছে, পরক্ষণেই তার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হ'ল !

বিলো । আর কিছু বলবার আমার নাই । আমি এখন বিদায় হ'তে পারি বোধ হয় ? [গমনোচ্ছত]

চন্দ্র । [সম্মুখে নিষ্কাশিত অসি ধরিয়া] না, আগে অস্তিত্ব বিলুপ্ত ক'রে দি—যাতে ঐ কলঙ্কিত মূর্ত্তি পুত্রের চক্ষে আর কখনও না পড়তে পারে ।

প্রভা । [অস্ত্র ধরিয়া বাধা দিয়া] না, নিরস্ত হও, চন্দ্রচূড় ! পিতৃ-হত্যার মহাপাপে এমন পবিত্র জীবন কলুষিত করতে পারবে না ।

চন্দ্র । তবে পুত্রকে আত্মহত্যা করতে দাও, মহারানি ! আমার বেদনা কোথায়—আমার যজ্ঞা কোথায়, যদি মহারানী বুঝে থাকেন, তবে দ্বিতীয় পথে আমায় বাধা দেবেন না। এখন আমার এই দুই পথ ভিন্ন অন্য গতি নাই।

বিলো । হাঁ মহাদেবি, পুত্রের এখন এই দুই পথ, হয় পিতৃহত্যা—না হয় আত্মহত্যা ; নতুবা পিতৃ-কলঙ্কের হাত হ'তে অব্যাহতি পাবার অন্য উপায় নাই পুত্রের।

প্রভা । না, তুমি নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক। আমার গয় বেঁচে আছে ; তাকে নাশ করতে কেউ পারবে না। যে তাকে দেখা দিয়ে পাগল করেছে—যাঁর নামে গয় আমার পাগল হ'য়ে উঠেছে, এতক্ষণে আমার স্থিরবিশ্বাস হয়েছে, সেই পাগল-করা হরিই আমার গয়কে তাঁর কাছে নিয়ে গেছেন।

মহা । এ কি বলছেন, মহারানি।

জয়না । উন্মাদিনীর ঐ উন্মাদ-বিশ্বাস !

চন্দ্র । মহারানি, মহিমা এ বিশ্বাস হবার কারণ ?

প্রভা । আমার কানে দৈববাণী এসেছে। চোখের উপর আমি গয়চাঁদের স্পষ্ট মূর্তি দেখছি, বাবা আমার কাছে বিদায় চাইছে। সে তার সাধনা করতে যাচ্ছে ; মায়ের আজ্ঞা ভিন্ন তার তপস্যা সিদ্ধ হবে না, আমি অনুমতি দিয়েছি। ঐ যে বাবা হাস্তে হাস্তে হরিনাম বলতে বলতে চ'লে যাচ্ছে। ঐ যে—দূরে—আরও দূরে ধীরে ধীরে চ'লে যাচ্ছে। আমিও যাব—পাছে পাছে যাব, তার হরি-সাধনা দেখব। ঐ—ঐ—অদৃশ্য হ'ল। আমি চললাম—করনাকে একা রেখে চললাম, দেখো তাকে, দেবর !

[উধাও হইয়া প্রস্থান।

জল্পনা। ষাকু, উন্মাদিনীর স্থান এখানে নয়; কিন্তু কি কর্ত্তে এখানে এসেছিলে—দাদা, মনে আছে ?

চন্দ্র। যে কাজের জন্য এসেছিলাম আমি, তা ত আমার হ'রে গেছে, ভগিনি !

জল্পনা। কি বলছ ? তোমারও কি মাথা খারাপ হচ্ছে ?

চন্দ্র। না, মাথা খারাপ হয়েছিল; এখন মাথা ঠিক হয়েছে। সেই ঠিক মাথায় আজ আমার পিতাকে চিন্তার শক্তি এসেছে, আমি পিতা চিনে নিয়েছি।

জল্পনা। [বিরক্তভাবে] সেনাপতি !

মহা। কর্ত্তব্য বে খুজে পাচ্ছি না, রাজকণ্ঠা। রাজপুত্র যদি বেঁচেই থাকেন, আর দৈতাপতি যখন নিজেরই রাজ্যভার ত্যাগ করলেন, তখন আমাদের আর কি কর্ত্তব্য বাকি থাকল ?

জল্পনা। রাজপুত্র বেঁচে আছে, এ বিশ্বাস কিসে হ'ল, সেনাপতি !

মহা। মহারানীর কথা শুনে—দেবীবাক্যে কখনও অবিশ্বাস করি নাই জীবনে।

জল্পনা। মহারানী যে পুত্রশোকে উন্মাদিনী ! তার সেই প্রলাপের উপর বিশ্বাস করতে হবে ?

মহা। উন্মাদিনী মহারানী নন—রাজকুমারি, উন্মাদ আমরাই।

তৎক্ষণাৎ শুক্রাচার্যের প্রবেশ।

শুক্রা। হাঁ, উন্মাদ তোমরাই; নতুবা আজ তোমাদের প্রকৃত সম্রাটকে রাজপুত্রের মিথ্যা হত্যাপরাধে অপরাধী ক'রে তাঁকে আজ সিংহাসন থেকে নামাতে আসবে কেন ? আমি স্বচক্ষে দেখে এলাম, রাজপুত্র বনের মধ্যে একাকী বিচরণ ক'রে বেড়াচ্ছে। তার মুখে

হরিগান শুনে, বিরক্তিতে আর তাকে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করলাম না। বিলোচন, বালককে সংশোধন করতে পারলে না? তোমার আত্মরক্ত স্নেহকৃত্যই কর্তব্যকে ছাপিয়ে উঠেছে, তারই ফল হাতে হাতেই পেয়েছ আজ।

বিলো। এতদিনে আমি বুঝতে পেরেছি, আমি ত্রিপুর-সিংহাসনের অযোগ্য।

শুক্লা। স্বযোগ্য বলেই সিংহাসনে বসিয়েছিলাম; কিন্তু এখন দেখছি, সত্যসত্যই শুক্রাচার্য্য একটা মহাভুল ক'রে ফেলেছে।

বিলো। আমার অযোগ্য ক'রে ফেলেছিল সেই বালকের মধুর কণ্ঠ-নিঃসৃত—

শুক্লা। হরিগুণ-গান, না? হা মুর্থ, এতদূর অধঃপতন তোমার? ত্রিপুর-কানন বিলোচন আজ হরিগুণগানে মুগ্ধ। ওঃ - এও আজ স্তম্ভে হ'ল। রাজকন্যা জল্পনা, তুমি তোমার অন্ধ উত্তেজনা নিয়ে যতদূর রাজ্যের সর্বনাশ করতে হয়—করেছ; এখন ভাইয়ের সিংহাসন স্থির রাখতে চাও—না রাজ্যে এইরূপ অশান্তি ছড়িয়ে বেড়াতে চাও?

জল্পনা। আমি আগে আমার ভাইকে চাই, সিংহাসনের ব্যবস্থা তার পর।

শুক্লা। ভাইকেই যদি চাও, তবে এতক্ষণ ভাইয়ের সন্ধান না ক'রে এখানে এসে একটা বিপ্লবের সৃষ্টি করেছ কেন? পিতৃবোর উপর তোমার বিদ্বেষকে এতটা বাড়িয়ে তুলেছে যে, ভ্রাতৃহত্যার মিথ্যা-সংশয় সেই পিতৃবোর স্বাক্ষর দিয়ে তাকে অপমান, লাঞ্ছনা করতে আজ কিছুমাত্র বাঁক রাখ নাই। সে বিদ্বেষের বশে ভাই জীবিত—না মৃত, সে সন্ধান নেওয়াও প্রয়োজন বোধ করি নি। আর চন্দ্রচূড়, তরল-মস্তিষ্ক উজ্জ্বল যুবক, আজ পিতাকে চিন্তে পেরেছ? পিতৃরক্তে

অবগাহন করতে পারলে না? ঐ নির্বোধ সেনাপতিকে সহায় ক'রে
ছুটে এসেছিলে পিতৃহত্যা করতে, না?

জল্পনা। [কঙ্কক্রোধে] উঃ—এসব তিরস্কার-বাক্য উচ্চারণ করা
শুক্ৰাচার্য্যের আজ নিতাস্তই অশ্রায় হচ্ছে। চ'লে এস দাদা, চলে এস
—সেনাপতি।

শুক্ৰা। [আরক্ত চক্ষে] এক পদও কেউ এখান থেকে নড়তে
পাববে না; জড়পুতুলির মত দাঁড়িয়ে থাক সব।

জল্পনা। ও রক্তচক্ষু দেখে ভয় করবে না এ ত্রিপুর-কন্তা জল্পনা।

শুক্ৰা। [বজ্রনির্ঘোষে] শুক্ৰ ১৩, উদ্ধত মুখরা। [বলিয়া তাঁর
দৃষ্টিতে জল্পনার চক্ষের দিকে চাহিয়া রহিলেন, জল্পনা সে দৃষ্টির দিকে
চাহিয়া ক্রমশঃ কাঁপিতে কাঁপিতে অবসন্ন হইয়া জড়ের মত দাঁড়াইয়া
রহিল] এ রক্তচক্ষু দেখে ভয় করে না ত্রিপুর-কন্তা? এতদিন কমা
ক'রে গিয়েছি, তাই শুক্ৰাচার্য্যের এ দৃষ্টি কখনও দৃষ্টিপথে পাত্ত হয় নি।
চ'লে যাও এখনই এখান থেকে তুমি। [সেই ভাবে জলন্ত দৃষ্টিতে
চাহিয়া রহিলেন। জল্পনা তাঁহার দিকে সতয় অপলক দৃষ্টিতে চাহিতে
চাহিতে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল। কিঞ্চিৎ পরে] বিলোচন, এখন
কি করতে চাও? রাজ-সিংহাসনে আর তুমি বসবে না, জানি

বিলো। আমাকে বিদায় দিন, শুক্ৰদেব। আমি আমার প্রাণের
তলাল নশ্বনানক গয়চাঁদের সন্ধানে যাব। যার জন্যে সিংহাসন রেখে
ছিলাম, তাকে আবার এখন সেট শূন্য সিংহাসনে বসাব—এই আমার
ইচ্ছা।

শুক্ৰা। উঃম, বাধা নাই, কর্তব্য এখন তোমার একমাত্র তাই।

বিলো। [পদধূলি লইয়া] বিদায়।

[ধীরে ধীরে প্রস্থান।

শুক্রা । যাও, গয়াসুরকে কোনদিন আন্তে পার ত, সে এক
 তুমিই পারবে । চন্দ্রচূড়, পিতার শূন্য-সিংহাসন এখন তোমার, কোন
 আশঙ্কা ক'রো না ; গয়াসুর ফিরে না আসা পর্যন্ত পিতৃ-সিংহাসনে
 ব'সে নিজ পিতৃাবেষ্ম-পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর ; কিন্তু তরল-মস্তিষ্ক
 তুমি—খুব সাবধান, পিতৃ-কর্তব্য স্মরণ রেখে চ'লো । [মুকুট
 লইয়া] যে হস্তে একদিন তোমার পিতৃশিরে এই রাজ-মুকুট পরিয়ে
 দিয়েছিলাম সেই হস্তেই আজ আবার সেই মুকুট তার পুত্রের মস্তকে
 পরিয়ে দিলাম ; মর্যাদা রক্ষা করতে ভুলো না যেন । [মুকুট পরাইয়া]
 সেনাপতি মতাকায়, যুবরাজের যৌবরাজ্য রক্ষার প্রধান সহায় হ'য়ে স্ব-
 কর্তব্য পালন করবে । চল তোমরা এখন রাজসভায় ।

[চন্দ্রচূড়ের দক্ষিণ বাহু ধরিয়া সেনাপতিসহ প্রস্থান

সপ্তম দৃশ্য

স্বৰ্গপথ

নৃত্যগীতরত মোহ ও মদের প্রবেশ ।

মোহ, মদ :—

গান ।

ঝিম্ ঝিমে নয়—ঝম ঝম ঝম

রম্ রমা রম্ ফুর্তি ।

জম্জমিয়ে রেখে যাব, ধ'রে কোকিল-বাটা গুরটী ।

মোরা ঘোর নেশাতে বিভোর ক'রে,

নিরে বেড়াই কানটী ধ'রে,

মোরা সুখা ফেলে বিষ ঢেলে দি ক'রে বাটি ভুৰ্ত্তি ।

মোরা, ভেলুকি দিবে ভেল.কি ধাঁটী

দি না কারে বুঝতে,

যতই মজাই ততই সবাই

মজাই চায় যে পুঁজতে,

মোরা রং বে-রংয়ের সং সেজে গো—

ধরি হরেক রকম যুবুতি ।

[প্রস্থান ।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

প্রমোদ-বন

বরুণ, পবন, হুতাশন প্রভৃতি দেবগণ আসীন ।

বরুণ । সুরপতির সঙ্গে দলাদলি বাধিয়ে এখন যেন আমরা একটু হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছি, কি বল হে সব ?

পবন । সে আর বলতে ? এখন আমরা স্বাধীন, যা খুশি তাই ক'রে বেড়াতে পারছি, কারও তোয়াক্কা রাখি না ।

হুতা । যা বলেছ—সমীরণ, সুরপতির সেই একঘেয়ে আধ্যাত্মিক বক্তৃতা শুনে শুনে আর বিরক্ত হ'তে হয় না । এ কেমন যেন ক্ষুণ্ণতায় দিনগুলো কাটিয়ে দেওয়া যাচ্ছে । ঘরে ঘুমিয়ে থাকলেও অপ্সরাদের সুধাকণ্ঠের ঝঙ্কারগুলি যেন কানের ভেতর গুঞ্জন করতে থাকে ! বাঁচা গেছে বাবা - বাঁচা গেছে !

বরুণ । শ্রীমান্‌ও আর কণা তুলে ছোবল্ মারতে এ-মুখো আসে না ।

পবন । বিষদাঁত সেদিন দস্তুরমত ভেঙে দেওয়া হয়েছে ।

হুতা । এ চড়ে পাকা বন্ধুর হ'তে হয় ! ছোঁড়ার কথাগুলো যেন বিষ মাথা শলার মত কানে বিধৃত ।

বক্রণ । এ স্বাধীনতার পথ সাফ ক'রে দিয়ে গিয়েছে কিন্তু ; আমাদের শনি-খুড়ো এসে ।

পবন । ঐ জনাই ত খুড়োকে অস্পৃশ্য-দল থেকে টেনে এনে আমাদের দলে মেশান হয়েছিল । ওরূপ ছুঁংমার্গ নিয়ে খুং খুং ক'রে ব'সে থাকলে কি আর এখন আমাদের চলে ? এখন হচ্ছে সাম্য-নীতির দিন ।

ছতা । খুড়ো বোধ হয়, ওদিকেও একটা কিছু ক'রে তুলেছেই । বোকা দানবগুলো খুড়োর দৃষ্টিতে একবার পড়লে কি আর স'রে ষাবার যো আছে ?

হাস্তমুখে শনৈশ্চরের প্রবেশ ।

শনৈ । এই বে গো বাপধনরা, খুড়ো তোমাদের ইয়ে হয়েছে— স্বশরীরেই স্বদেশে ফিরে এসেছেন ।

অন্যান্য সকলে । [মহোল্লাসে] আরে খুড়ো যে—খুড়ো যে ! কা মজা—কা মজা !

শনৈ । এখন নিশ্চিতপ্রাণে, স্বচ্ছন্দচিত্তে, সুস্থ শরীরে একেবারে ইয়ে হয়েছে— মজার ধূমকেত্র লাগিয়ে দিতে পার ; কে বাধা দেবে ?

বক্রণ । দানব-রাজ্যের ঋবরটা ?

শনৈ । তাদের ঠিক ক'রে দিয়ে এসেছি । ইয়ে হয়েছে—আর মাথা তুলে স্বর্গমুখে তাকাবার ফুরসৎ তাদের নাই—বুঝতে পারছ ? সু-দৃষ্টি পড়লে ইয়ে হয়েছে—যা হয় । ঘর সামলানই তাদের এখন দায়, তবে ইয়ে হয়েছে—

পবন । [সহাস্তে] সেখানে গিয়েও খুড়োর এ মুদ্রাদোষটা কি এইরূপে চলছে ?

শনৈ । না, বড় সামলে চলতে হ'ত । সেখানে ভেদানন্দ

ব্রহ্মচার্য্য) সাজতে হয়েছিল কিনা, তাই ইয়ে হয়েছে—এই যুজা-
দোষটীকে কণ্ঠ মধোই মাথাচাপা দিয়ে তবীল ক'রে রাখতে হয়েছিল ;
তা ইয়ে হয়েছে— কাজেই অনেকগুলি জ'মে গিয়েছে, এখন সেগুলিকে
ঠয়ে হয়েছে—তবীল থেকে খালি না করলে ইয়ে হয়েছে—বেশ ইয়ে
হবে না ত ?

হতা । [হাসিয়া] তা ইয়ে ক'রে ফেল না, কে মানা করছে ?

শনে । আহা, তোমরা না হ'লে ইয়ে হয়েছে—এ খুড়োর কথা
আর কেউ বোঝে ? এখানকার মত একচেটে অধিকার ইয়ে হয়েছে—
আর কোথাও গিয়ে কি খুড়োর মিলবে ? কথায় বলে না—ইয়ে হয়েছে
—“স্বদেশ স্বদেশ ।” এখানে যেমন ইয়ে হয়েছে—আমি কি ইয়ে হ'য়ে
আছি, অন্যত্রের বেরসিকগুলো কি ইয়ে হয়েছে—আমার রসের মন্ত্র
বুঝতে পারে ?

বক্রণ । এ যে খুড়ো তোমারই হাতে গড়া দল, তুমি নইলে কি
এই স্বর্গনগরে আজ আমরা দল বেঁধে ঢুকতে পারতাম ? তোমার
গুণের সীমা নাই—খুড়ো, সীমা নাই । তোমার কি যে এক প্রকারের
গুণ—যে দিকে যাবে, সেইদিকেই তোমার জয় জয়াকার !

শনে । আহা, ভালবাস—ভালবাস তোমরা, তাই ত ইয়ে হয়েছে—
দুটো-চারটে বাক্য ঝেড়ে তোমাদের মনস্তৃষ্টি করি ? খুড়োর মনের
মধ্যে ত ইয়ে হয়েছে—এ দুটি জিনিষই আছে—বাক্য আর শুভদৃষ্টি ।

পবন । ভাল কথা—খুড়ো, আসল কথাটাই শোনা হ'ল না !
গয়ানুরের অবস্থা ?

শনে । তিনি ঘর ছেড়ে লম্বা দিয়েছেন, একবার ইয়ে হয়েছে—
বৈকুণ্ঠের ঠাকুরটিকে নাড়তে-চাড়তে, সেই মামুলী মামুলী চিরকাল
পিতা পিতামহেরা ইয়ে হয়েছে—যা ক'রে এসেছে ।

হতা । দেবধির কথা তা হ'লে মিথ্যা নয় ? এখন থেকে তে
চেপ্টা দেখতে হয় আমাদের ?

শনৈ । হাঁ, ওটা ইয়ে হয়েছে—তোমাদেরই কাজ, বাবা ! ও ছেলে-
পিলে নিয়ে নাড়া-চাড়া করা ইয়ে হয়েছে—তোমাদেরই অভ্যাস আছে ।

বরুণ । আজই তার ব্যবস্থা করতে হবে আমাদের ।

পবন । একটা ঝড়ের ঝাপটা তুলে কোথায় উড়িয়ে দেব
বাছাধনকে !

তৎক্ষণাৎ জয়ন্তকুমারের প্রবেশ ।

জয়ন্ত । পারবেন না ঝড় তুলে তাকে উড়িয়ে ফেলতে কখনও,
প্রভঞ্জন ! সে যে অক্ষয়-বটের চারা, স্বয়ং নারায়ণ তার শ্রামছায়া-
তলে ব'সে বিশ্রাম করবেন ব'লে সে চারা তিনি স্বহস্তে এনে রোপণ
করেছেন প্রকৃতির উদ্যানে ।

[সকলেই বিরক্তভাবে প্রশ্ন করিতে লাগিল]

পবন । [বিরক্তভাবে] আমাদের এই নিভৃত, নিজস্ব সম্মেলন
সমিতিতে সহসা কুমারের এই অনধিকার প্রবেশের কারণ ?

জয়ন্ত । এসেছি আজ পিতার আদেশে আপনাদের কাছে
পরীক্ষা দিতে ; দয়া ক'রে সেই পরীক্ষা গ্রহণ করুন আমার ।

পবন । ব্যঙ্গ করছ, কুমার ? এখানে তুমি কি পরীক্ষা দেবে ?

শনৈ । তা হয়ে হয়েছে—পরীক্ষাগারটা ভালই নির্বাচিত হয়েছে ;
অঙ্গরাদের কলকণ্ঠতানে আর নূপুরের ঝঙ্কারে ইয়ে হয়েছে—পরীক্ষার
একাগ্রতা বেশ সহজেই আসবে ।

পবন । স্থানান্তরে যাও, কুমার ; এটা তোমার পরীক্ষাগার নয় ।

জয়ন্ত । [বিনয়বনতভাবে] না সমীরণ, এইটাই আমার পরীক্ষাগার,
দয়া ক'রে পরীক্ষা গ্রহণ করুন ।

শনৈ । পাঠ্যপুস্তক বুঝি সঙ্গীত-লহরী ?

জয়ন্ত । আজ্ঞে না, পাঠ্যপুস্তক আমি কণ্ঠস্থ ক'রে এসেছি ;
নাম তার -- সুনীতি পাঠ, সাম্যসন্দর্ভ, সত্যসোপান, মৈত্রীমুঞ্জরী,
বিনয়মুকুল, আর শান্তিসার । পরীক্ষার নাম—প্রবেশিকা, শিক্ষক
স্বয়ং পিতা, পরীক্ষক এই সুবিখ্যাত দিকপালগণ ।

হতা । সে দস্ত, তেজ আজ কোথায় রেখে এসেছ, কুমার ?

জয়ন্ত । আজ আমি ছাত্র, সেদিন ছিলাম নিরক্ষর মুর্থ । আজ
আমি আপনাদের পতিত অবনত ছাত্র জয়ন্ত । [কৃতাজলি]

শনৈ । তা হৈয়ে হয়েছে—যে রূপভাবে দাঁড়াবার কায়দা, তাতে
ক'রে হৈয়ে হয়েছে—খাঁটি চোপাড়ীর গুরু মশায়ের সামনে যেন ছাত্ররূপে
রাম-কার্ত্তিক দাঁড়িয়ে আছেন ।

বক্রণ । তোমার এ নূতন রকমের দেখা দেবার সত্যি কারণটা কি,
বলতে পার, কুমার ? আমাদের এখন চং দেখবার সময় নেই—প্রথমতঃ
—প্রথমতঃ অঙ্গরাদের নৃত্যগীত এখনই শুরু হবে, তার পর গয়াসুর
ছোড়াটার সন্ধানে শুভযাত্রা করতে হবে ।

জয়ন্ত । [বিনীতভাবে] এ দুটি ব্যাপারই আপনারা যাতে আর
না করেন, সেই অনুরোধ কর্ত্তেই এসেছি আমি । করছোড়ে অনুন্নয়
করছি, ক্ষান্ত হ'ন্ দেবতাদের এই নিন্দিত কার্য্য হ'তে ; ভেবে দেখুন—
আপনারা কে । স্বৈচ্ছায় নষ্ট ক'রে ফেলবেন না বহু তপশ্চালক আপনাদের
এমন সত্যসুন্দর চান্দ্রকৌমুদীর মত সত্ত্বগুণরাশি—এমন শারদ-সুনীল
স্বচ্ছ আকাশে সাধ ক'রে টেনে আনবেন না, একটা সাস্ত্র-ভ্রমসাক্ষর
অমানিশার ঝঞ্জ-বিজড়িত বিদ্যাজ্জ্বালাময় ভীষণ ঘনঘটাকে—এমন
নন্দনবন পরিশোভিত, সুখ-শান্তি বিরাজিত স্বর্গ-নিকেতনে ডেকে আনবেন
না পৃতি-গন্ধময় বীভৎস রৌরবের কুমিমিশ্র কুণ্ডীপাককে ।

শনৈ । তা হইয়ে হয়েছে—শ্রীমান্ যে একেবারে বাক্যের খাতা খুলে বসলে ? উচ্ছ্বাস বে আর ধামে না, খাস রোধ হবার গতিক হ'য়ে উঠল যে ?

জয়ন্ত । না, আর আমার কিছু বলবার নেই । এই মাত্র আমার শেষ প্রার্থনা, একবার আপনারা আত্মস্থ হ'ন—প্রকৃতিস্থ হ'ন, ধ্যানস্থ হ'য়ে একবার দিব্যদৃষ্টিতে চেয়ে দেখুন, কোথায় ছিলেন আপনারা—আর নেমে এসেছেন কোথায় ! কী ছিলেন, আর হ'য়ে দাঁড়িয়েছেন আজ কী !

শনৈ । আচ্ছা, এখন হইয়ে হয়েছে—একটু অস্তরালে স'রে দাঁড়িয়ে দেখতে আশ্চর্য হয় : আমরা হইয়ে হয়েছে—কিরূপ হইয়ে হ'য়ে দাঁড়িয়েছি ।

বরুণ । যাও—কুমার, আমাদের সময়ের দাম অনেক ।

পবন । হাঁ, তুমি অনেকটা সময় আমাদের নষ্ট ক'রে দিয়েছ !

হতা । আর দাঁড়িয়ে থেকে না : পরীক্ষা ত শেষ হ'য়ে গেছে, আর কেন ?

জয়ন্ত : [দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া] না, আর বিলম্ব করছি নে ; কিন্তু—কিন্তু আজ দিকপালগণের এই পরিণতি দেখে আমার দুই চক্ষু ফেটে জল—

[চক্ষু ঢাকিয়া প্রস্থান ।

শনৈ । একটু বর্ষণও হ'য়ে গেল যে ? হইয়ে হয়েছে—হ'ল একরূপ মন্দ নয় ; গরমে নরমে—নরমে গরমে সব রকমই দেখে নিলে, আর কখনও আসবে না । নাও, এখন হইয়ে হয়েছে—একবার ডাকাও, খুড়ো যে তোমাদের অনেক দিন হ'তেই কানছটো শুক মরুভূমি ক'রে ব'সে আছে !

পবন । এখনি এসে উপস্থিত হবে—চিন্তা নাই ।

বরুণ । উৎসবাস্তেই তা হ'লে গয়াসুরের পেছু লাগতে হবে ।

হতা । নিশ্চয়ই, তার আবার কথা ! খুড়ো কি তা হ'লে একা-
একাই এখন ব'সে ব'সে মজা লুটবে, না দৈত্যরাজ্য মুখো হবে ?

শনে ঠ্যা, ইয়ে হয়েছে—শ্রীমান্ চন্দ্রচূড় এখন যুবরাজ, তার
দিকে একবার শুভদৃষ্টি না করলে চলবে কেন ? তবে ইয়ে হয়েছে—
সেই কানা শুকুরটা রাজ্যে থাকতে নয় । ঐষে পরীর দল এসে হাজির ।

অপ্সরাগণের প্রবেশ ও অভিবাদন ।

ইয়ে হয়েছে—অনেকদিন ও রসে বঞ্চিত আছি, একবার বেশ
ক'রে ঠয়ে ক'রে ফেল ত দেখি, চাঁদবদনীরা ।

অপ্সরাগণ ।—

নৃত্যগীত ।

মুম ভাঙলে নিঝুম বাতে ওগো সেদিন

শান্তল পরশ দিয়ে ।

মদ্রিরা-জাঁড়িত চ লু চ লু খাঁ গি—

কখন, চমকি ডাঠিনু কাঁপিয়ে ॥

সবমে মরিশু সবমে দাঠিনু অলস নয়নে,

কি যেন তইলু কি যেন কঠিনু আঁধারে শায়িত নয়নে,

মুখে মুক্ত হাসি আব আধ ভাষ,

আমাব মু'খান দিলে গো চুমিয়ে ॥

সে দিন তইতে রক্ত গো বাসিয়ে সারা নিশি একা জাগিয়া,

আব * এল না দেখা ত দিল না গেল না এ মুখ চুমিয়া,

আমাব যতনে রচিত কুমুম-শয়ন সেদিন তইতে

আমি, নিতুই রাগি যে পাতিয়ে ॥

পবন । কেমন বুঝ্ছ, খুড়ো ?

শনে । অনেক উন্নতি, তোমাদের সংসর্গে এসে ইয়ে হয়েছে—

এদের মামুলী ধরণের গানগুলো বদলে গেছে । তা বেশ বেশ, খুখী

হ'লাম—সুখী হ'লাম, ইয়ে হয়েছে—আরও একটু নূতন ধরনের বোল-
চাল দেওয়া একখানা “অভিসার” গান হ'ক্ ; যাতে ইয়ে হয়েছে—
বর্তমান সভ্যযুবকগণ মজ্জুল হ'য়ে যেতে পারেন ।

অপ্সরাগণ —

পুনঃ নৃত্যগীত ।

ভাদর-রাতের বাদল ধরায়

কেন উড় উড় করে আগলী ।

পাগল হাওয়ার ভাঙ্গিয়ে আনে বল—

কাব বাণবীর তানটি ॥

অমান আগল ভাঙিয়ে বাঙিরে আনিয়ে

আবারে না যায় দেখা

পাণ্ডিল পথে নাই কেউ সাথে

কেমনে যাইব একা ;

গুরু গুরু দেয়া ডাকে, দুক দুক হিয়া কাঁপে,

গুণ্ড সেহ বাণীব তানে

আকুল আমার কানটী ॥

কান্ বিপনের কোন্ নিরালায়

কোন্ বিটপীর গলে,

নুবলী বাজায় নুবলী-মোহন

কাব তবে এই বিরলে :

চলি নীলাধরে আবারি অঙ্গ,

ঘটে উছাল প্রেম-হরঙ্গ,

ল'য়ে যায় আজি অভিসারে টেনে

দ্বার আমাৰি কুল-বাণটী

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

বনপথ

বন-বালক বেশে শ্রীকৃষ্ণের গীতকণ্ঠে প্রবেশ ।

(গানটী হাশ্রমুখে পশ্চাতে যেন কাহাকে লক্ষ্য করিয়া
গাহিতে গাহতে আসিতেছিলেন ।)

গান ।

কৃষ্ণ ।— [হাসিয়া] মিছে তোমার অভিমান করা,
পার কি ছাড়িয়ে থাকিতে ।
মেঘের দামনা মেঘ ছাড়া হ'য়ে
কোথায় দেপেছ ভাসিতে ॥

বনবালা বেশে লক্ষ্মী যেন উদাসভাবে অন্তদিকে চাহিয়া
গীতকণ্ঠে প্রবেশ করিলেন ।

গীতাংশ ।

লক্ষ্মী ।— আমার আছে আনু কাজ তাই ত আসিনু মহীতে,
নতুবা কি বল আসিয়াছি হেথা তোমারি মনটী মোহিতে,
কৃষ্ণ ।— [বাঞ্ছহাস্যে] তা ত বটেই—তা ত বটেই আমারি ত ভুল
এখন তোমারি কথা হয় মানিতে ॥
লক্ষ্মী ।— [আঁধার মুখে] বরণ ষা দেব কালো, মন নয় তাদের ভালো,
কুটিলতা ভরা হাসিটী তাদের
যেন আঁধারে বিজলী আলো,

কৃষ্ণ । [পূর্ববৎ] তা ত বটেই—তা ত বটেই
সাব্, কি তোমার হ'তে পারে কভু
পাছে পাছে মোর আসিতে ।

[কৃষ্ণ হস্তমুখে নিঃশব্দে একটা চক্র দিয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন,
লক্ষ্মীও নিঃশব্দে হস্তমুখে পাছে পাছে চক্র দিয়া আসিয়া
দাঁড়াইলেন ।]

কৃষ্ণ । [আড়চোখে চাহিয়া দেখিয়া] এরে কি বলে ?

লক্ষ্মী । [হস্তমুখে] কি বলে ?

কৃষ্ণ । পাছে পাছে ফেরা নয় ?

লক্ষ্মী । এ পথেই যে আমাকে যেতে হবে ।

কৃষ্ণ । কোথায় ?

লক্ষ্মী । সেথায় ।

কৃষ্ণ । চুলোয় ?

লক্ষ্মী । তুমিই ত আগে যাবে তা হ'লে ?

কৃষ্ণ । [বিরক্ত ভাব দেখাইয়া] সব কাজেই বাধা ।

লক্ষ্মী । সব সময়েই যে আধা ।

কৃষ্ণ । [কোমল স্বরে] এখন গোলোকে ফিরে যাও, লক্ষ্মীটি
আমার !

লক্ষ্মী । গোলোকনাথকে এই অজয়-বনের ভেতর ফেলে ?

কৃষ্ণ । জান ত আমায় ? সাপেও খাবে না—বাঘেও খাবে না ;
বনের অকিঞ্চিৎ যে আমি !

লক্ষ্মী । তার চাইতেও খেয়ে ফেলবার জিনিষ এখানে আছে ব'লেই ত
ভয় আমার

কৃষ্ণ । সে এখন অনেক দেরি ।

লক্ষ্মী । সেটী বলা যায় না, তোমার খেয়াল নিয়ে ত কথ্য ? বিশেষতঃ
এবারকার খেলায়—

কৃষ্ণ । কি বিশেষত্ব পেল এবারকার খেলায় ?

লক্ষ্মী । ভারি আগ্রহ—ভারি টান্ এবার ; নতুবা কি একটানে
কৃষ্ণগৃহ থেকে উড়িয়ে এনে ফেলতে পার ঘরের কঁচিছেলেকে তার
মায়ের কোল খালি ক'রে কখনও ? যেরূপ গতিক দেখছি, তাতে
আর কোন সাধন-ভজনেরও তার দরকার হবে না ।

কৃষ্ণ । শুধু এই জন্মটা নিয়েই বুঝি তাকে বিচার করছ ? বহু বহু
জন্ম যে তার সাধন-ভজনে কেটে গেছে, লক্ষ্মী ! ঐ যে সামনে যে
সমস্ত অগণিত উঁচু উঁচু পাহাড় দেখতে পাচ্ছ, ও সব কি, জান ?
সম্রাজ্যের পৃথক পৃথক তপস্যা-পরিভ্রমণ কলেবরের অস্থিগুঞ্জ পৃথক
পৃথক ভাবে সূপীকৃত হ'য়ে আছে ।

লক্ষ্মী । অ্যা !

কৃষ্ণ । অবাক হয়েছ ? হবারই কথা যে ।

লক্ষ্মী । তবে এ জন্ম তার দানব-গৃহে এসে জন্ম হ'ল কেন ?

কৃষ্ণ । পদ্ম ত কণ্টকপূর্ণ মৃগালেই জন্মে, লক্ষ্মী ! সুধার উৎপত্তি
স্থান কোথায় ? সেই নক্র-সমাকুল লবণাক্ত সমুদ্রমধ্যে নয় কি ? অধিক
কি, তোমার জন্মটা কোথায় ভাব ত ? যেখান থেকে বিষ উঠেছিল !
ভুলে যাও কেন—সিকুবালা, মাঝে মাঝে এসব কথা ?

লক্ষ্মী । [সহসা উৎকর্ণ হইয়া] আহা রাখ, শোন—শোন কী মিষ্ট
সুর !

কৃষ্ণ । সে মিষ্ট সুরও কিন্তু এই কণ্টকাকীর্ণ বনমধ্যে, লক্ষ্মী !

লক্ষ্মী । [হস্ত সঞ্চালন করিয়া ধামিতে বলিয়া] তা হ'ক—আগে
শোন

গীতকণ্ঠে গয়াসুরের ধীরে ধীরে প্রবেশ।

গয়া।— [ভয়ভাবে]

গান।

হরি তুমি কোথায়, হরি তুমি কোথায়, হরি তুমি কোথায়।

পাউ নে খুঁজে বনের মাঝে,

আমি যে তোমার, আমি যে তোমার।

আমায় ভুলারে আনিরে রহিলে লুকায়ে

কেন বল প্রাণসখা,

আধার গহনে পথ-ভোলা আমি—

ভয়ে মরি যে গো একা ;

এস—কাছে এস, তেমনি ক'রে হাস—

ভালবাস যদি গো আমার, যদি গো আমার।

কৃষ্ণ। [জনান্তিকে নিম্নস্বরে] এস—লক্ষ্মী, পরীক্ষার ছলে একটু খেলা করি।

লক্ষ্মী। [জনান্তিকে নিম্নস্বরে] আমি কিন্তু তোমার বিরুদ্ধে থেকে পরীক্ষা করব।

কৃষ্ণ। [পূর্ববৎ] সেই বেশ হবে ; কিন্তু দেখো যেন ভাড়াভাড়ি গ'লে যেয়ো না। [হাস্য]

গয়া। [নিকটে আসিয়া উভয়কে দেখিয়া] ওগো, বলতে পার তোমরা—ভাই, আমার ভুবনমোহন মনোরঞ্জন কোন্‌পথে কোথায় গেল ?

কৃষ্ণ। তার কি কোন নাম নাই ?

গয়া। নাম তার হরি।

কৃষ্ণ। ও—তাই বলতে হয় ! তার বাড়ী ষাষে তুমি ? তা হ'লে আমার সঙ্গে চ'লে এস, আমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব।

লক্ষ্মী । [হাসিয়া] দেখ বালক, ওর কথা তুমি মোটেই বিশ্বাস ক'রো না, ও তোমায় কোথায় নিয়ে যেতে যে কোথায় নিয়ে গিয়ে ফেলবে, তার ঠিক-ঠিকানা নেই ; বরং তুমি আমার সঙ্গে এস, আমিই ঠিক পথে তোমায় নিয়ে যাব ।

কৃষ্ণ । তুমি শোন—ভাই, ও মেয়েছেলে, ও কি কখনও রাস্তা-ঘাট চিনে সেখানে যেতে পারে ? কথা শোন, তুমি আমার সঙ্গেই চ'লে এস ।

লক্ষ্মী । বিপদে পড়বে—বিপদে পড়বে, অমন কাজও তুমি ক'রো না বলছি । দেখছ না, ওর চাউনি কেমন দুটুমিমাথা ? এস, আমার সঙ্গেই চ'লে এস, আর একটুও বিলম্ব ক'রো না । [গমনোত্তম]

[গয়ান্সুর লক্ষ্মীর সঙ্গে সঙ্গে বাইতে উদ্যত]

কৃষ্ণ । [বাধা দিয়া]—

গান ।

যেয়ো না—যেয়ো না, ওগো ফেরো ।

ও মেয়েটা তোমায় নিয়ে বাধাবে একটা গেরো ॥

লক্ষ্মী ।— ও কালকূটে, তায় বেঁটে-বুঁটে, কেমন মিটির মিটির চায়,
করে, খিটির-মিটির কোটর-চোখো এ যে বিষম দায়,

কৃষ্ণ ।— ও চিন্বে কোথা, জান্বে কি তায়,

মোটে ওর বয়স বছর তেরো ।

লক্ষ্মী ।— বটে নাকি, ও চালাকি খাটবে নাকি হেথা,
ও ফিঙের মত পেছ লেগে খায়াপ করে মাথা,

কৃষ্ণ ।— [হাসিয়া] হায় হায় যাব কোথা—বড় হাসির কথা,

ওন্হ ও গো, এখন থেকে সরো ;

[ক্রোধের ভাবে] বলছি সোজা—জাও, যাজা, তাই বলি

শীগ্গির বেরো—বেরো ॥

গয়াম্বর ধ হইয়া দাঁড়াইয়া গাহিল ।

গয়া । [কাতরভাবে]

গান ।

আমি কোন্ পথ ধরে যাব ।

কার সাথে গেলে ওগো বল—ওগো বল—

প্রাণসখার দেখা পাব ॥

লক্ষ্মী ।— এস—এস—মোর সাথে,
 কুক ।— না না ও নে যাবে বিপথে, বলছি তোমারে সোজা,
 লক্ষ্মী ।— কেন বাধা হও—স'রে দাঁড়াও—না হর চ'লে যাও,
 কুক ।— তবে দেখ্বে নাকি মজা ;
 লক্ষ্মী ।— চের দেখা আছে, কিরে পাছে পাছে তোমার গিয়েছে বাধা ;
 গয়া ।— ওগো বড় দুখী আমি, জানে অন্তরামী,
 আমার ছুপের কথা কি জানাব ।

[রোদন]

কুক ও লক্ষ্মী ।— আহা কেঁদো না—কেঁদো না —
 তোমার বেদনা আর ত দেব না মোরা,
 হরি হরি ব'লে এস সাথে চ'লে হ'য়ে প্রেমে মাতিয়ারা,
 গয়া ।— আমার হরি প্রাণ মন, হরি প্রাণধন,
 তারে দেখে এ প্রাণ জুড়াব ॥

[সকলের প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

বনপথ

আলু-থালুবেশে উন্মাদিনী প্রায় রোরুদামানী
প্রভাবতীর প্রবেশ ।

প্রভা । ওগো, ব'লে দাও—তরলতা,
ব'লে দাও—বনদেবি, বিহঙ্গনিচয় !
কোন্ পথে—কোন্ পথে গেছে মোর গয় ?
হরিবুলি ব'লে
হরিবোলা পাখী সে যে,
কোন্ পথে বল—ওগো, উড়ে গেছে চ'লে ?
ওগো আকাশ, বাতাস,
ওগো গ্রহ রবি-শশী,
বল গো বারেক মোরে হইয়ে সদয়,
দেখেছ কি—দেখেছ কি,
এই পথে যেয়ে থাকে যদি মোর গয় ?
ওগো, আমি তার অভাগিনী
অনাধিনী মাতা,
আমারি মাণিক সে যে নয়নের তারা,
হারিয়ে হয়েছি আমি পাগলিনী-পারা ।
“মা মা” ব'লে আর মোরে কেউ ত ডাকে না—
ওগো, আমি তার অভাগিনী অনাধিনী মা ।

ছদ্মবেশে জয়স্তুকুমারের প্রবেশ ।

জয়স্তু । কে তুমি—মা, এই নিবিড় অরণ্যে একাকিনী ?

প্রভা । পরিচয় চেয়ো না—বাবা, পরিচয় চেয়ো না । আমি আমার গয়চাঁদের মা, এর বেশী পরিচয় দিতে পারব না, বাবা ! সে আমার হরিবোলা পাখী, পিঞ্জর ভেঙে ফাঁকি দিয়ে উড়ে চ'লে এসেছে । কোন্ বনে বাবা আমার চ'লে এসেছে, আমি খুঁজে পাচ্ছি নে ।

জয়স্তু । বল ত—মা, তোমার পুত্রই কি ত্রিপুরাসুর-পুত্র গয়াসুর ?

প্রভা । তুমি তাকে চেন ? তুমি কি তাকে দেখেছ, বাবা ?

জয়স্তু । দেখি নি ; তাকে যে আমিও খুঁজছি, মা !

প্রভা । তুমিও খুঁজছ আমার গয়কে ? কেন বাবা ?

জয়স্তু । ত্রিপুর-পুত্র গয়াসুর হরিভক্ত হয়েছে, এটা কি একটা দেখবার জিনিষ নয়, মা ?

প্রভা । কে বাবা তুমি ?

জয়স্তু । আমি বাসব-পুত্র জয়স্তু ।

প্রভা । [সভয়ে] অঁ্যা, বাসব-পুত্র ! তোমরা যে দানবের চির বিদ্বেশী শত্রু ! তবে কি সেট শক্রতাসাধন করতে—আমার সৰ্কনাশ করতে, বাবাকে আমার খুঁজে বেড়াচ্ছ ? দেখ—দেখ—জয়স্তুকুমার, তোমায় মিনতি করি, আমার সৰ্কনাশ ক'রো না—ক'রো না ।

জয়স্তু । [স্বগত] এ হ'তে দেবতাদের কলঙ্ক আর কি হ'তে পারে ? [প্রকাশ্যে] বিশ্বাস কর—মা, আমার কথায় ; আমি তোমার পুত্রের শত্রু নই—মিত্র । গয়াসুর আমার ভাই—আমি তার দাদা ।

প্রভা । এ বিশ্বাস যে মনে আসে না, কুমার !

জয়স্তু । দানব-পুত্র হ'য়ে যদি হরিভক্ত হওয়া সম্ভব হয়, তবে দেবতা হ'য়েও যে দানবের মিত্র হ'তে পারে, এ বিশ্বাস কেন আসবে না, মা ?

প্রভা । না, আর অবিশ্বাস নাই । যা ব'লে ডেকেছ যখন, তখন
আর আমার কোন ভয় নাই, বাবা ! এখন কোথায় পাব আমার
গয়কে ? এই নিবিড়বনে একলাটি সে কি আর বেঁচে আছে ?

[অশ্রমোচন]

জয়ন্ত । হরিভক্তকে যে হরিনৈ রক্ষা করবেন, মা !

প্রভা । তবে চল—বাবা, আমাকে সঙ্গে নিয়ে ; আমি তার
মুখ না দেখে যে আর থাকতে পারছি নে ।

জয়ন্ত । এস তবে আমার সঙ্গে, মা !

[উভয়ের প্রস্থান ।

অন্যপথে মৃত বন্য পশুপক্ষী প্রভৃতি শিকার বুলাইয়া
গীতকণ্ঠে বন্য শিকারীগণের প্রবেশ ।

শিকারীগণ । —

নৃত্যগীত ।

কেয়া ফুর্তি—কেয়া ফুর্তি—নাচি ধিরা ধিরা ধিরা ।

বহৎ শিকার মিলা—বহৎ শিকার মিলা—আরে ধিরা-ধিরা-ধিরা ॥

মহরাকা মিঠা পানি রাঙা বহকা সাথ্,

হরুদন্ পিয়ে গা—হরুদন্ পিয়ে গা

কেয়াবাৎ—কেয়াবাৎ—কেয়াবাৎ ;

(আরে হো-হো-হো—আরে হো-হো-হো)

মিলা বঁরা ভঁইস্কা বাচ্চা,

দিল খুশী রহা আচ্চা,

(জয়—কালী মায়ীকি জয়, জয়—কালী মায়ীকি জয়)

হে-হে-হে—হে-হে-হে—বাহবা কি ইয়া-ইয়া-ইয়া ॥

[প্রস্থান ।

অন্যপথে শ্রাস্ত, ক্লান্ত, বিষণ্ণ, সন্ন্যাসীবেশে
বিলোচনের প্রবেশ ।

বিলো । কোথা মোর আনন্দ-হুলাল ?
কোন্ বনে—কোন্ মহাবনে
আছ—বাবা, মাড়া দাও মোরে ।
কত দিন গেল—
কত নিশা হ'ল অবসান,
চলেছি—চলেছি শুধু সন্ধানে তোমার ;
পাই না ত দেখা তবু ?
কতদিন দেখি নাই,
কতদিন শুনি নাই সে মধুর স্বর !
দেখ । দাও—কোথা আছ, আনন্দ-হুলাল !
তব শোকে উন্মাদিনী জননী তোমার
তোমা হারা কোন্ পথে ধায় ।
হায়, মহারাণি !
পুত্রহারা করেছি তোমার !
অনুতাপ—অনুতাপ
প্রজ্বলিত চিতা সম দহিছে হৃদয়,
একসঙ্গে কত যে বৃশ্চিক
দিবানিশি দংশিছে মরমে !
কে বুঝিবে—কত জ্বালা প্রাণে ?
তিলে তিলে ভস্ম করে ছৎপিও মোর ।
পারি না চলিতে আর,

বসি এই তরুতলে ;
 শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন প্রাণ
 এখনও কেন দেহে আছে ?
 কেন হায়, হয় না নিঃশেষ ?

[অবসন্নভাবে বসিলেন]

নেপথ্যে বিবেক গাহিল ।

বিবেক ।—

গান ।

কত আশা বৃকে, আসে জীব ভবে
 মোহন মধুর জীবন প্রভাতে ।
 হয় উদভাসিত প্রাণ মন চিত,
 বিকশিত আঁধি সে নব-প্রভাতে ॥
 কত চোখে ভরা আশার স্বপন,
 ধেয়ে চলে পথে মেলি ছু' নয়ন.
 জানে কি তখন ভাঙবে স্বপন—
 ভূলায়ে লইবে মোহ আলোয়তে ;
 ক্রমে বেলা যায় আধাব ঘনায়,
 একে একে আশা সব ভেঙে যায়,
 আর সে আঁধিতে পায় না দেখিতে—
 কাল-সিঁদু শেষে আসে গো ডুবাতে ॥

বিলো । [তনিয়া] সত্যই ত তাই !
 সুদূর অতীত-কোলে জীবন-প্রভাতে
 হৃদয়-উন্মাদ ভরা
 কত যে আশার বৃন্তে কুটেছিল ফুল,
 গন্ধে ভরা সমীরণ মূহুমন্দ বহি

আমোদিত করিল উদ্যান !
 সুখ শান্তিময় এ বিশ্ব-সংসার
 কত যে রঙিন্ ছবি ধরিল নয়নে—
 আনন্দ-হিল্লোলে
 কত যে ছলিল ফুল স্তবকে স্তবকে -
 বসন্তের পিক-বধু—বঁধুসনে
 কত যে ঢালিল কানে সুস্বর লহরী.
 মুগ্ধ কান, মুগ্ধ প্রাণ, মুগ্ধ হ'নয়ন !
 স্নিগ্ধ রমা হর্ষ্যতলে বিলাস-শয়নে
 জ্বলিল যৌবন-দীপ উজলি জীবন ;
 ক্রমে দিন গেল—সে দীপ নিবিল,
 দেখিলাম চাহি চারিদিক্,
 অনন্ত আধাররাশি ঘিরেছে আমায় !
 কোথা সে কুসুমোদ্যান—
 কোথা ফুলরাশি,
 কবে বা শুকাল—কবে ঝ'রে গেল.
 না পাইলুম সে সন্ধান আর ;
 এত আশা জীবনের সব চুরমার ।
 এই ত জীবন—
 কিছুদিন এ সংসারে জাগ্রত-দ্রুপন
 অথবা সে আলেয়ার যত
 জলি ক্রগকাল, নিবে যায়—
 নিবে যায় শেষে ।
 সব মিথ্যা—সত্য শুধু চির অন্ধকার

ওই নিশা সমাগত—

আসে নিদ্রা ধীরে ধীরে ;

এই তরুতলে নিশা করি অবসান ।

[শয়ন ও নিদ্রা]

কিঞ্চিৎ পরে দস্যুবেশে পবন, বরুণ, ছত্ৰাশন ও

অনুচরগণের নিঃশব্দে সতর্কভাবে প্রবেশ ।

পবন । [বিলোচনকে দেখিয়া নিম্নস্বরে সঙ্গিগণের প্রতি] ষা বলেছি—একেবারে ঠিক ।

ছত্ৰা । [নিম্নস্বরে] তা হ'লে ত্রিপুর-কনিষ্ঠ বিলোচনই বটে ?

পবন । নিশ্চয়ই ।

বরুণ । তা হ'লে এখন আমাদের কর্তব্য কি ? বিলোচন এখন নিজেই গয়াসুরের সন্ধানে বেরিয়েছে, তখন তাকে পেলে আর কাছছাড়া করবে না ; আমাদের গয়াসুর-নাশের বিষয় বাধা হ'য়ে দাঁড়াবেই ।

পবন । সে আর বলতে ? ত্রিপুর-সহোদর সামান্য বীর নয়, মাত্র ঐ এক তরবারি সহায় ক'রে আমাদের যত দিক্‌পালগণকে ফুৎকারে উড়িয়ে দেবে ।

ছত্ৰা । তা হ'লে এ সুযোগ আর ত্যাগ করা উচিত নয় । বিলোচন এখন শ্রান্তদেহ ল'য়ে বিভোর নিদ্রায় নিমগ্ন, এখন যদি সাবাড় করতে পারা যায়—তা হ'লে গয়াসুরটার বিষয় নিশ্চিত হওয়া যায় ।

বরুণ । শুধু তাই নয়, নির্বিঘ্নে বিলোচনের যত একজন দানব-শত্রুকে ধ্বংস করতে পারলে দেবতাগণের পক্ষে কম লাভের কথা

নয়

পবন । দস্যু সেজে দস্যুগিরি করতে যখন বেরিয়েছি, তখন এখান থেকেই দস্যুগিরির হাতে-খড়ি দেওয়া যাক ।

বক্রণ । আগে উপায় স্থির কর, সমীরণ !

পবন । স্থির ক'রেই রেখেছি, এই যে ভল্ল দেখছেন না হাতে ? দৈত্যটাও বেশ তার প্রশস্ত বুকখানা পেতে দিয়েই শয়ন ক'রে আছে, একবার এই ভল্লটা আমূল বিক্র ক'রে দিতে পারলে, আর কোন কথা থাকবে না ; বাছাধন একবারেই পটল তুলবেন ।

হতা । এ যুক্তিই স্থির । এস, আর বিলম্ব না ক'রে একসঙ্গে সকলে দৃঢ়মুষ্টিতে ঐ ভল্ল-অস্ত্র ধ'রে দৈত্যপতির ঐ বিশাল-বক্ষে আমূল বিক্র ক'রে দি । কি জানি—ওসব দৈত্যদের বুকগুলি পাথর দিয়ে গড়া, বজ্রের মত কঠিন ! যদি কোনরূপে ভেদ করতে না পারা যায়, আর যদি জেগে ওঠে, তা হ'লেই সর্বনাশ !

বক্রণ । ঠা, হতাশনের পরামর্শই ঠিক । এস, একসঙ্গে দেহের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ ক'রে ভল্ল বিক্র করি ।

[সকলে ভল্ল-অস্ত্র একসঙ্গে ধরিয়া বিলোচনের বক্ষঃস্থলে বিক্র করিয়া দিল—তাত্র বেগে রুধির ছুটিতে লাগিল]

বিলো । [সহসা আহত হইয়া] উঃ—উঃ—কে রে—কে রে ?

[চীৎকার করিয়া, উঠিতে না পারিয়া মূচ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল ।]

পবন । একেবারেই সাবাড় ।

হতা । বড় বিশ্বাস নাই ; এস—ওর হাতটা দৃঢ়ভাবে বেঁধে রেখে যাই—[সহসা চমকিত হইয়া] ঐ কিসের যেন শক্তি ! চল—চল—স'রে পড়ি ।

[বেগে দেবগণের গ্রহান ।

ভৎকণাৎ শিষ্যবর্গসহ জনৈক ভীমকায় কাপালিক
সত্বর পদে আসিয়া উপস্থিত হইল ।

কাপা। বিকট চীৎকার এখান থেকেই উথিত হয়েছে । ঐ বে
বিশালকায় কে যেন ভূতলে পতিত, বন্ধ হ'তে প্রবল বেগে রক্তধারা
নির্গত ; দেখি—স্পন্দন আছে কি না । [নিকটে গিয়া নাসিকায় হস্ত
দিয়া পরীক্ষা করিয়া] হাঁ, ক্ষীণ শ্বাস-প্রশ্বাস এখনও চলেছে । মহামায়ার
ইচ্ছা রাজবলি রাজবলি মহা সাধনার প্রধান অঙ্গ । চিন্তে পেরেছি, সেই
দৈত্যপতি বিলোচন, যার পাছে পাছে দিনরাত আমরা এ কয়দিন ঘুরেছি ।
মায়ের ইচ্ছা—মায়ের ইচ্ছা । ভৈরবী রাজ-বলির কুধিরপানের জন্ত
ভূষণ্ত হ'য়ে আছে ; শূণ্ড খর্পর এবার পূর্ণ ক'রে দেব । এতদিনের
কঠোর সাধনায় কাপালিক এবার মহাসিদ্ধি লাভ করবে । শিষ্যগণ,
বড় আনন্দের দিন, নিব্বিয়ে মিলে গেছে । তারা ! ভৈরবি ! তারই
ইচ্ছা মা ! চল শিষ্যগণ, ঐ মূচ্ছিত দেহ ল'য়ে বধাস্থানে প্রস্থান করি,
তার পর অব্যর্থ তান্ত্রিক ক্রিয়া প্রয়োগে একে স্তম্ভ করব ।

[বিলোচনের দেহ সকলে ধরিয়া লইয়া প্রস্থান :

চতুর্থ দৃশ্য

গভীর বন

গীতকণ্ঠে গয়াসুরের প্রবেশ ।

গান ।

কোথা আছে হে জীবন-বন্ধু দেথা দাও—খেথা দাও

তোমার শাতল শ্যামল বক্ষে আমায় তুলে নাও—তুলে নাও ॥

তোমার সজল জলদ অঙ্গ,

সে যে আমিষ-পরশ সঙ্গ,

(আমায় দয়া কব দয়া কব) (ওতে দয়ার সাগর দীননাথ)

(তোমার প্রেমে পাগল হ'য়ে আছি)

(আমি জগৎ সংসার সব ভুলেছি)

আমি যে তোমার—তোমারি

একবার যদি মাঝে উদয় হও—উদয় হও ॥

জরজ্ব দাদা বলেছে এই গানে ব'সে চোখ বুজে হরির সাধনা করতে
হরি দেখা না দিলে আর কিছু খাব না—উঠব না; তাঁকে ভাবতে
ভাবতে ম'রে যাব, তবুও তাঁর সাধনা ছাড়ব না। বসি—চোখ বুজে
এখানে বসি ।

[তথাকরণ]

সহসা দস্যুবেশে আসিয়া দিক্‌পালগণ প্রথমতঃ

গয়াসুরের চক্ষুর য় বন্ধন করিল ।

গয়া । হরি, এনেছ ? আমার চোখ বাঁধছ—পাছে আমি তোমায়

শ্রীপাদপদ্ম

[৩য় অঙ্ক ;

দেখে ফেলি ? বাইরের চোখ বাঁধলেও, আমার মনের চোখ ত বাঁধতে পারবে না ; এই যে আমার মনের মধ্যে তোমায় বেশ দেখতে পাচ্ছি ।

পবন । আর দেখতে হ'চ্ছে না ; এখনি তোমায় জন্নের মত হরি দেখিয়ে ছাড়'ব ।

গয়া । না, এ ত আমার হরির কণ্ঠস্বর নয় ! এ যে বড় কড়া— বড় তেঁত !

পবন । কে, জানিস্ আমরা ? আমরা তোর যম ।

গয়া । তোমরা যম ? যমে ত প্রাণ নিয়ে যায়, তোমরাও কি আমার প্রাণ নিতে এসেছ ?

পবন । হাঁ, এখন চূপ কর । তোর মাথাটা ঘাড় থেকে খসিয়ে ফেলি ।

গয়া । না, আমায় মেরে ফেলো না ; ম'রে গেলে যে আমার হরি-সাধনা করা হবে না !

পবন । হরি-সাধনা করতে দেব না ব'লেই ত তোকে মেরে ফেল'ব ।

গয়া । [উঠেঃখরে] জয়ন্ত দাদা—জয়ন্ত দাদা ! আমার কাঁরা মেরে ফেলতে চায়, হরি-সাধনা করতে দিচ্ছে না ।

বক্রণ । সমীরণ—সমীরণ, আর দেরি ক'রো না—সে আপনটা এখানে এসেও জুটেছে ।

পবন । ওরে গয়াস্বর, এখন উঠে দাঁড়া দেখি, কঁ্যাচ্ ক'রে মাথাটা কেটে ফেলি । [উঠিয়া দাঁড়াইল]

গয়া । একটুখানি ধায়, আমি একবারটা আমার হরিকে ভেকে নি । [করপুটে]

গান

মরণ-ভয়-বারণ ভব-তারণ হে পদ্ম-পলাশ-লোচন ।

(আমার হ'ল না) (তোমার চরণ সাধন)

(আমার সকল আশা ফুরিয়ে গেল)

(আমার দুখিনী মা রইল একা)

(মা'ব আমি বই কেউ নাই গো)

(আজ জন্মের মত বিদায় হ'লাম)

এই মরণকালে তোমারে পেলে হবে যম-যাতনা বারণ ।

পবন । হয়েছে, এবার ঠিক হ'য়ে দাঁড়া, এক কোপেই শেষ ক'রে

গয়াসুর করযোড়ে দাঁড়াইয়াছিল, তাহার দুই চক্ষু হইতে অশ্রুধারা পড়িতেছিল, পবন খড়্গ উত্তোলন করিয়া যেমনি আঘাত করিতে যাইবে, তৎক্ষণাৎ বিদ্যুৎগতিতে আসিয়া জঘন্ত গয়াসুরকে পশ্চাৎ হঠতে জড়াইয়া ধরিল এবং খড়্গাঘাত নিজের স্কন্ধেই পড়িবে মনে করিল; কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে “মাতৈঃ মাতৈঃ” রবে আসিয়া নন্দী ত্রিশূল উত্তোলন করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল; পবনের হাতের খাঁড়া কাঁপিতে কাঁপিতে পড়িয়া গেল । সকলে কিঞ্চিৎকাল স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল]

তৎক্ষণাৎ সত্যদেব আসিয়া গাহিলেন ।

সত্যদেব ।—

গান

যারে রাপে কৃষ্ণ মারে প্রারে কে ।

যে জন সব স'পে দেয় তার রাজ্য পায়

তার জীবন মরণ দেখে সে ।

যোক্ ক'রে সব রোখ্ দেখালে—

বলি, চোখ কি এবার ফুটল,

হরি-ভক্তের রক্ত দেখার সখ্ কি এবার মিটল,

ওরে কাল-ভয়হারা হাবর নামে কালের ভয় তার গিয়েছে যে ॥

নন্দী । ষাঙ—বাগীশকুমার, শিশুকৈ নিয়ে এই হিংস্রদের হিংস্র
চক্ষুর অন্তরালে চ'লে ।

[গয়াসুরকে বক্ষে লইয়া জয়ন্তু কাঞ্চন গমন করিলে, সহসা
ইন্দ্র আসিয়া গয়াসুরকে বক্ষে লইবার জন্তু মানন্দে সাগ্রহে
বাহুধর প্রণারিত করিলেন । জয়ন্তু গয়াসুরকে ঠন্ডের বক্ষে
দিলেন । সুরেন্দ্র গয়াসুরকে বক্ষে ধারণ করিয়া আনন্দে
তার গণ্ডধর চুষন করিয়া জয়ন্তুর বক্ষে ফিরাইয়া দিলেন
জয়ন্তু গয়াসুরকে বক্ষে লইয়া প্রস্থান করিল]

ইন্দ্র । বড় আনন্দ দিলে আজ জয়ন্তু ! [দেবতাদের সম্মুখে
আসিয়া দাঁড়াইলেন]

নন্দী । দেখলে কি, অন্ধের দল ? শুন্নে কি, বধিরসব ? বুঝলে কি,
মূর্খগণ ? ছি-ছি-ছি—বিকার আসছে না প্রাণে ? ম'রে যেতে ইচ্ছা
হচ্ছে না লজ্জায় ? ম'রে যাচ্ছে না পায়ে নীচে হ'তে পৃথিবীখানা ? কোন
মুখ নিয়ে স্বর্গে ফিরে যাবে নিলজ্জের দল ? বালক জয়ন্তুর আত্মত্যাগের
মহিমায় তোমাদের রুধা দেবত্বের নিফল গৌরব কোন নাটীর নীচেয়
সেঁধিয়ে যাবে, বাপুকষের দল ! দেখলে আজ চক্ষু মেলে—দেবত্ব
কাকে বলে ? মহৎ কাকে বলে ? তুলনা ক'রে নিতে পারলে কি
দৈববলে আর পশুবলে ? দেবতা যখন দেবত্ব হারিয়ে ফেলে—দেখতে
পেলে, সে তখন কতদূর অধঃপতনের শেষ প্রান্তে গিয়ে পৌঁছায় ?

তোমরা যাকে হত্যা করতে দল বেঁধে এসেছিলে, দেখতে পেলো কি—
স্বর্গ-সিংহাসন ছেড়ে স্বয়ং সুরেন্দ্র এসে তাকে আপন বক্ষে টেনে নিয়ে
কি ভাবে দেব-রাজত্বের প্রোঙ্কল গরিমা ফুটরে তুললেন? এখনও
দাঁড়িয়ে আছ তোমরা, এখনও কি চোখ ফেটে অশ্রুধারা ঝ'রে পড়ছে
না? মানি, অনুশোচনা, পরিতাপ এসব কি আজ দেবতার হৃদয়
থেকে একেবারেই মুছে গেছে? ঘৃণা আসে তোমাদের মুখের দিকে
তাকাতে—দুঃখ আসে তোমাদের এই অধঃপতন দেখে—বিরক্তি আসে
তোমাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে। চললাম, যদি চোখ ফুটে থাকে, তবে
স্বর্গে গিয়ে এর জন্যে যথেষ্ট অনুতাপ ভোগ কর গে।

[প্রস্থান ।

ইন্দ্র । বড় দুঃখে আসতে বাধ্য হয়েছি, দিকপালগণ! তোমাদের
এই দেবত্বের অপব্যবহার বাসবের প্রাণে আজ কী শেল বিদ্ধ করেছে।
তা তোমরা বুঝতে পারবে না। তোমাদের এই পদস্থগনের পরিণাম
আজ আমার সহস্র চক্ষের উপর অতি স্পষ্ট হ'য়ে ভেসে উঠেছে।
কী করেছ আজ তোমরা! তোমাদের এই দুর্নীতির বিষাক্ত দুর্গন্ধ
আজ কৈলাশনাথকে পমাস্ত অস্থির ক'রে তুলেছে, যার ফলে আজ
স্বয়ং নন্দাকেশ্বরকে বিশূল হস্তে কৈলাশ থেকে ছুঁতে আসতে হয়েছে।
দেবতাদের রক্ষার জন্যে যিনি সংহার অস্ত্র ধ'রে ত্রিপুর-সংহার করেছেন,
আজ আবার ত্রিপুরপুত্র গয়ামুরকে রক্ষা করবার জন্যে সেই সংহার
অস্ত্র আজ দেবতা-সংহারে উদ্যত হয়েছিল! দেখ দেখি চেয়ে নিজদের
প্রতি, আজ তোমরা কোন্ মাজে মেজে একটা দুঃপোষ্য শিশু বধ করতে
এসেছ? দুর্বলতা কোথায় তোমাদের বুঝতে পারছ? ঐ দম্ভাবেশ—
ঐ পশুবল নিয়ে দল বেঁধে দুর্বল বালকের উপর আক্রমণ! দুর্বলতা
কোথায় তোমাদের ধরতে পেরেছ? আজ স্বর্গের দিকপালগণ বহুদম্ভা!

স্বর্গের ভূষণ শাস্ত্র শিষ্টে সুরগণ আজ হিংস্র পশুর মত রক্ত-লোলুপ ! এ আমার ভৎসনা নয়, ব্যথিত প্রাণের ব্যথাভরা কাতর উচ্ছ্বাস। এখনও ফের—আর অগ্রসর হ'য়ো না। দুঃখে আজ সহস্র চক্ষু ফেটে জল আসছে, স্বর্গ হ'তে আজ নরকের বাষ্প উখিত হ'চ্ছে, স্বর্গ-সিংহাসন আজ কণ্টকবেষ্টিত মনে হচ্ছে ; আর ইচ্ছা হচ্ছে না সেখানে ফিরে যেতে।

[বিষন্নমুখে প্রশ্নান।

বরুণ : সুরেন্দ্রের এখানে সশরীরে আগমনের কারণ কিছু বুঝলে ?

পবন। আমাদের অপারদর্শিতার জন্ত লজ্জা দিতে।

হতা। নন্দীর কি মাথা ব্যথা হ'ল, ত্রিশূল নিয়ে তেড়ে আসতে—

বল ত ?

বরুণ : পাগল ঠাকুরের পাগুলে খেয়াল !

পবন। খুড়ো আজ এখানে উপস্থিত থাকলে বচন শুনে যেতেন সব। অত লম্বা বক্তৃতা ঝাড়া তখন চলত না।

হতা। দুজনের ঐ দীর্ঘ বক্তৃতা কিছুমাত্র কাজ করতে পারে নি আমাদের উপর কিস্তি।

বরুণ। ছেড়ে দাও ও সব—বাজে-- বাজে।

পবন। আচ্ছা, জয়ন্তটা এসে কোন সাহসে মাথা বাড়িয়ে দিলে আমার উদ্যত খাঁড়ার নীচে ?

হতা। জানে যে, নিজের অমর—মৃত্যু নাই, এ সাহস ভিন্ন আর কি ?

বরুণ। নন্দীর সঙ্গে আগে থেকে পরামর্শ আঁটাও থাকতে পারে।
বাক্, চল যাই—এবার অণু যুক্ত আঁটা বাক্ গে।

পবন। এবার কাজ চালাতে হবে অদৃশ্য থেকে, যাতে আর না ঐ লম্বা-বক্তৃতা শুন্তে হয়। চল যাই।

[সকলের প্রশ্নান।

পঞ্চম দৃশ্য

রাজসভা

চন্দ্রচূড় সিংহাসনে উপবিষ্ট, পার্শ্বে চামরধারিণীদ্বয় বাজন
করিতেছিল, কিছুদূরে প্রতিহারী উপস্থিত ছিল ।

চন্দ্র । কত সুখী আমি আজ !
রাজ-সিংহাসন এত সুখে ভরা !
স্বাধীন জীবন-শ্রোত
নিষ্কাধে বহিয়া যায় !
শত শত সমুন্নত শির
এক সঙ্গে বুয়ে পড়ে চরণে আমার !
একটা ক্রকুটী মোর অমুজীবীদল
পিপীলিকা সম পলায় বিবরে ।
ইন্দ্ৰিতে আমার, একসঙ্গে কোটি অসি
হয় উত্তোলিত ।
আরও আনন্দ দেয় সুরা আর নারী ।
স্বর্গস্থধা সুরা নামে
পরিচিত অমুর-সমাজে ।
অমুরার নামাস্তর
দৈত্যপুরে বারনারী সুন্দরীর জাতি ।
এ আশ্বাদ পাই নাই এতদিন ;
পরম সূহৃদ্‌ গ্রহাচার্য্য মোরে

কিছুদিন হ'তে চিনায়েছে
 এ মধুর স্বাদ ।
 অবসাদ আলো না কদাচ,
 বিষাদ পলায় দূরে ।
 পূৰ্ণে সাধ ইচ্ছা মত মোর ;
 কিন্তু মন্ত্রী আর সেনাপতি
 বিরক্তির দৃষ্টি দিয়ে চাহে মোর পানে
 কেন ? আমি এহ বিরাট সত্ৰাট,
 বুদ্ধ মন্ত্রী জরাতুর—
 তার যুক্তি ল'য়ে হইবে চলিতে ?
 না— অসম্ভব ।
 রাখিব অটুট মোর চির-স্বাধীনতা ;
 তার পথে বিঘ্ন বাধা যত
 দূর ক'রে দিব সাম্রাজ্য হইতে ।

ধীরে ধীরে মন্ত্রীর প্রবেশ ।

মন্ত্রী । [অভিবাদনাস্তে] এৰিক, ৰাজসভা আজ নিৰ্জন কেন,
 যুবৰাজ ? অনেক ৰাজকাথ্য খে অসম্পূৰ্ণ হ'য়ে আছে ।
 চক্ৰ । হাঁ, অসম্পূৰ্ণ ই থাকবে কিছুদিন ; বিশেষতঃ আজ ।
 মন্ত্রী । আজ কি ?
 চক্ৰ । আজ এখানে নৰ্ত্তকীদের নৃত্যগীত হবে । তার জন্ত অত্র
 সকলের এখানে প্রবেশ নিষেধ— এই আজ্ঞা প্রচার করা হয়েছে ।
 মন্ত্রী । ৰাজসভায় নৃত্যগীত ! এ অশ্লায় নিয়মের সূত্রপাত কেন,
 যুবৰাজ ? প্রমোদ-কাননই ত তার জন্ত নির্দিষ্ট আছে !
 চক্ৰ । স্বয়ং দৈত্যপতি সত্ৰাটের ইচ্ছা—প্রতিবাদ নিম্প্রয়োজন ।

মন্ত্রী । রাজসভার মৰ্যাদা তাতে যে নষ্ট করা হবে, সম্রাট !

চন্দ্র । আবার বলছি—প্রতিবাদ নিষ্প্রয়োজন ।

মন্ত্রী । মন্ত্রীর কর্তব্য যে এ অন্ত্যায়ের প্রতিবাদ করা ।

চন্দ্র । বুদ্ধ মন্ত্রীর পক্ষে সেটা দুঃসাহস হ'য়ে দাঁড়াবে তা হ'লে ।

মন্ত্রী । স্বর্গীয় সম্রাটের পূণ্য-সিংহাসন যে তা হ'লে কলঙ্কিত করা হবে
স্ববরাজের ।

চন্দ্র । সে পুরাতন নীতি স্বর্গীয় সম্রাটের সঙ্গে-সঙ্গেই বিলুপ্ত হ'য়ে
গোছে ।

মন্ত্রী । না, তার পর স্ববরাজের পিতৃদেবও সে নিয়মের ব্যতিক্রম
করেন নি ।

চন্দ্র । [ক্রমশঃ বিরক্ত হইতেছিল] জানি না ; আমি এখন সম্রাট,
খামা হ'তে এখন থেকে নূতন নীতিরই সৃষ্টি হবে ।

মন্ত্রী । বাধ্য হ'য়ে স্বরণ করিয়ে দিতে হচ্ছে—স্ববরাজ, স্ববরাজ চন্দ্রচূড়
মাত্র কুমার গঙ্গাসুন্দের প্রতিনিধি ।

চন্দ্র সাবধান, চন্দ্রচূড় কারও প্রতিনিধিত্ব করতে বসে নি
সিংহাসনে । সে স্থায়ী প্রতিষ্ঠিত হবে এই সিংহাসন 'পরে প্রদীপ্ত কৃপা-
প্রভাবে ।

মন্ত্রী । [সর্বস্ময়ে] একি, সেট বিলোচন পত্র চন্দ্রচূড় কি এই !
যার নিরোঁভ অন্তঃকরণ—পবিত্র উদার চরিত্র—স্বচ্ছ সরল বুদ্ধি সকলকে
মুগ্ধ করেছিল, যার জায়পরায়ণতা একদিন নিজ পিতার অপরাধ
পর্যন্ত অবহেলা না ক'রে ভাবী সম্রাট কুমার গঙ্গাসুন্দের সিংহাসনকে
রক্ষা করতে মুক্ত তরবারি হস্তে পিতার সম্মুখে এসে দাঁড়াতে যে
স্ববরাজকে বাধ্য করেছিল, যার গুণমুগ্ধ শুক্রাচার্য স্বপ্নে এনে যাকে
সিংহাসনে বসিয়েছিলেন, তার চরিত্র কি এই । কে এমন দুঃপূর্ণ কলমে

গোমূর মিশিয়ে দিলে । কে এমন নিষ্কলঙ্ক শশধরে কলঙ্ক-মসৌ লেপে দিলে ! এ নিশ্চয় সেই ধূর্ত গ্রহাচার্য্যের সঙ্গদোষের পরিণাম ফল ।

চন্দ্র । [সক্রোধে] প্রস্থান কর এখানই এখান থেকে ।

মন্ত্রী । প্রস্থান নয়, একেবারে বিদায় নিচ্ছি । হায় দৈত্যপতি বিলোচন, আজ তোমাকে মনে পড়েছে । বুঝতে না পেরে তোমার উপর যে অশ্রায় আচরণ করেছিলাম, তারই অবাঞ্ছিত পরিণাম আজ অভিশাপের মত রাজ্যে জ্বলে উঠেছে--আর নিবারণের পথ নাই । বিদায়—যুবরাজ ! মহারানি ! আজ তুমি কোথায় ?

| চল চল নেত্রে প্রস্থান :

চন্দ্র । কী জ্বালাতন ।

তৎক্ষণাৎ মহাকায় আসিয়া অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল ।

সেনাপতি, আজ এখানে রাজকাৰ্য্যের পরিবর্তে, নৃত্যগীতের চর্চা হবে ; আজ তোমার বিশ্রাম । বিশ্রাম কর গে যাও ।

মহা : রাজসভায় নৃত্যগীতের চর্চা—সে কি !

চন্দ্র : কৈফিয়ৎ দিতে পারব না, নিঃশব্দে প্রস্থান কর ।

মহা : সহসা একরূপ পরিবর্তন যুবরাজের ।

চন্দ্র । বিস্মিত হ'তে পার--তার বেশী আর কিছু বলতে এস না ।

মহা : রাজকন্ঠা যুবরাজের এ কথা শুনলে যে—

চন্দ্র । আমার মাথা কেটে নেবে. নয় ? যাও—বিরক্ত ক'রো না ।

মহা : যুবরাজ, সঙ্গদোষে একরূপ অশ্রায় পথ ধরেছেন ! গুরুদেব গুরুচার্য্য এ অবস্থা জানতে পারলে বড়ই অনর্থ উপস্থিত হবে কিন্তু ।

চন্দ্র । দৃকপাতও করে না চন্দ্রচূড় গুরুচার্য্যাকে ।

মহা : উঃ অবশ্যস্তাবী নিয়তির তাত ধ'রে আরও এগিয়ে এসে পড়লেন, যুবরাজ !

চন্দ্র । এই বলদৃপ্ত বিশাল বক্ষ—এ সুদীর্ঘ মহাবলশালী বাহুবল—
এই লৌহ-মৃষ্টিবদ্ধ দৃঢ় তরবারি, চন্দ্রচূড় গ্রাহ করে না তোমার মত শত শত
সেনাপতি সঙ্গে নিয়ে শুক্রাচার্য্য এসে দাঁড়ালে ।

মহা । ধৃত ষাটকরের যাত্নমন্ত্র ! রাজত্বের গর্ব আর ঐশ্বর্যের মোহ-
মদিরা উৎকট যৌবনের সঙ্গে মিলিত ; এরূপ বৃদ্ধিব্রংশ হবে, তার
আর আশ্চর্য্য কি ?

চন্দ্র । মর্যাদা হারায়ে ব'লে দিচ্ছি, সেনাপতি ।

মহা । চ'লে যাচ্ছি । এ মহাত্মা বিলোচনের অন্তর্ভেদী দীর্ঘশ্বাস—
পূর্ণ অভিশাপ, কখনও বিফল হ'তে পারে না ।

[প্রস্থান ।

চন্দ্র । আর কেউ আছেন বাকী ?

হাস্যমুখে ভেদানন্দ গ্রাহাচার্য্যের প্রবেশ ।

গ্রাহা । না আর বাকী নাই । এট মধুরেণ সমাপয়েৎ হবে এস
গো ভুবনমোহিনীরা !

সুরাপাত্র হস্তে প্রথমতঃ দুইজন বিলাসিনী নৃত্যগীত
করিতে করিতে উপস্থিত হইল এবং চন্দ্রচূড়কে
সুরা পান করাইল ।

বিলাসিনীদ্বয় ।

নৃত্যগীত ।

কিবা মল মল মল উচ্চল উচ্চল

পিও পিও রঙিলা পিয়লা পান করি ।

চেন সুরারামি পিয়ে দিবানিশি

ভেরিবে তনিয়া কিয়া মজাদারী ।

[সুরা পান করাইল]

অন্য দুইজন নৃত্যগীত করিতে করিতে প্রবেশ করিল ।

[গীতাংশ]

চঞ্চল অঞ্চলে মুছে দি অধব,

[তথাকরণ]

কামিনী পরশে তরষে আবেশে

উথলিবে তব বতিরস-সাগর ;

পুনরায় দুইজন নৃত্যগীত করিতে করিতে আসিল

[গীতাংশ]

শিহরে অঙ্গ বিহরে অনঙ্গ ভুঞ্জঙ্গ দংশন জ্বালাতে মরি ।

অবশিষ্ট বিলাসিনীগণ একসঙ্গে গাহিতে গাহিতে আসিল ।

[গীতাংশ]

হের চুম্বিত অধবে মধুময় তামি,

আপনা তাবাবে হেরি এ রূপবাশি,

সার্থক জীবন যৌবন প্রাণ মন,

ভানিবে ছুটিবে প্রেমের লহরী ॥

চন্দ্র । [মদমত্তভাবে] আঃ—একেবারে মৃগ—মৃগ—মৃগ ।

গ্রহা । হাঁ, এখন হৃৎফেননিভ শয্যার প্রয়োজন : নাও, রূপসীগণ !

এইবার তোড়ের মুখে ।

বিলাসিনীগণ ।—

নৃত্যগীত :

হের সই রূপ-সায়রে উঠেছে কত রং-বেবঙের ডেউ ।

নাই লো তেথা রসের সাগর নাগর বৃষ্টি কেউ ।

প্রেমের বাতাস তুলে দিয়ে ভাসিয়ে দিচ্ছি তরা,

ঘীর-সায়বে বেয়ে যাবে দ্বিজান নদী ধরি,

একূল ওকূল ঢুকূল পানে চাইব না লো

নই ত মোরা কাদের কুলেব বউ ॥

রসিক প্রেমিক নাগর পেলে, প্রেম তরীতে নেব তুলে,

নাচবে নাগর হোলে তুলে, পিয়ে মুগতরা এই মৌ ॥

চন্দ্র । [জড়িত স্বরে] তা স্নন্দরীরা, উদম — উত্তম — উত্তম ।

[অভিবাদনান্তে বিলাসিনীগণের প্রস্থান ।

আহা—চ'লে গেল ?

গ্রহা । আর কি পারে ?

চন্দ্র । ওদের পুরস্কার কিন্তু দস্তুর মত ক'রে দেব । আমি ওদের সব দিতে পারি—ওদের শ্রীচরণে ঢেলে ; হে—হে—হে । [হাণ্ড]

গ্রহা । তা দিতে পারেন বৈকি ; গুরুঠাকুরের চেয়েও যে বেশী ওরা আশা করে দৈত্যপতির কাছে ।

চন্দ্র । এখন ?

গ্রহা । কি চাই ?

চন্দ্র । চাই মন্ত্রীর মাথাটা আর সেনাপতির ধড়টা ।

গ্রহা । আঙনে সেকে নিলে কিন্তু চাট মন্দ হয় না !

চন্দ্র । আচ্ছা, সুরার একটা পুকুর কেটে দিতে পার ? দিনরাত বেড়ে ডুবে থাকে যার ।

গ্রহা । পুকুর কেন, একটা সাগর কেটে ফেলা যাক ।

চন্দ্র । কী আশ্বাদই পাইয়ে দিয়েছ ! তোমাকে আর কি ব'লে বে বাহবা দেব, তার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না ।

গ্রহা । এ না হ'লে কি আর রাজত্ব ক'রে সুখ ?

চন্দ্র । বা বলেছ ! এরূপ ফুর্তি উড়িয়ে আর কেউ যেতে পারে নি

গ্রহা । কিছু না—তারা শুধু ভেবে-ভেবেই চ'লে গেছেন ।

চন্দ্র । আচ্ছা, স্বর্গের অঙ্গরাশুলোকে একবার এখানে আনা যায় না ?
 গ্রহা । ছাঃ—ছ্যাঃ—ছ্যাঃ—একেবারে সেকেলে—সেকেলে, তাদের
 একদম হ'য়ে গেছে ! তারা এখন খুব ডো বড়ী—ইন্ডের সভায় মাঝে মাঝে
 গিয়ে পুরাণো ষৌবনের জাবর কাটে ।

চন্দ্র । তারা নাকি—

গ্রহা । দূর্ দূর্ গুটকী মাছের মত তাদের অবস্থা এখন ।

চন্দ্র । আচ্ছা, এখন যদি—

গ্রহা । বলে ফেলুন ।

চন্দ্র । এখন যদি একটা পকবিষাধরা পীনোন্নতপয়োধরা—

গ্রহা । [সহাস্যে] হাঁ, পীনোন্নতপয়োধরা—তার পর ?

চন্দ্র । মৃগাল-নির্দিত ভুজলতা—

গ্রহা । মৃগালে যে কাটা ভরা—সুবরাজের কণ্ঠে বিধুবে যে তা হ'লে ।

চন্দ্র । তবে করিগুণ্ডবৎ ? কেমন, এবার হয়েছে ?

গ্রহা । হাঁ, ভারি মোলায়েম সে । তার পর ?

চন্দ্র । শরদিন্দুনিভাননা—

গ্রহা । চমৎকার—চমৎকার—বর্ণনা । বলে যান্—

চন্দ্র । আপাদবিলম্বিনী-কেশী—

গ্রহা । মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে—ভারি সুন্দর ! তার পর ?

চন্দ্র । অতসীপুষ্প বর্ণাভা—

গ্রহা । চমৎকার কাব্য ! আরো আছে ?

চন্দ্র । এমন একটা সুন্দরী মুহমন্দ হাসিমুখে—

গ্রহা । এসে যদি সুবরাজের সামনে দাঁড়ায়—

চন্দ্র । তা হ'লেই—

গ্রহা । ষোল আনা পূর্ণ হ'য়ে যায় ।

তৎক্ষণাৎ রাজবধু সুলেখা আসিয়া চন্দ্রচূড়ের
পদতলে বসিয়া পড়িল ।

এই—মরেছে !

[নিঃশব্দে পলায়ন ।

চন্দ্র । [বিরক্ত হইয়া] এই, কে আছিস রে !

সুলেখা । প্রতিহারী ডেকে অপমান ক'রো না, যুবরাজ !

[উঠিয়া দাঁড়াইল]

প্রতিহারী আসিয়া সুলেখাকে দেখিয়া সরিয়া গেল ।

চন্দ্র । এখানে কে ডাকলে, উপসর্গ তোমায় ?

সুলেখা । দুদিন আগেও স্বর্গ ছিলাম, আজ কদিন থেকেই তোমার
কাছে উপসর্গ হয়েছি ।

চন্দ্র । বেড়ে—বেড়ে কথায় বাঁধুনি ত ! আচ্ছা, এসেছ যখন—
তখন নাচ', গাও, ফুর্তি কর ।

সুলেখা ! যা বলবে, তাই করব ; কিন্তু এটা রাজসভা—এখানে নয়,
অস্তঃপুরে চল ।

চন্দ্র । এও দেখছি, মন্ত্রী-সেনাপতির দলের । আরে, আজ থেকে
রাজসভাই যে, আমার নন্দন-কানন হ'য়ে গেছে ! একটু আগেই যে
অঙ্গরার দল এসে এখানে নেচে-গেয়ে মজিয়ে দিয়ে গেল ! ভর্তুকি
পেয়ালা সব এই আমার চন্দ্রবদনে ঢেলে দিয়ে গেল । কী মধুর
আশ্বাদ সে সুধায় ভরা ছিল ! কী মধুর কণ্ঠ তাদের ! সেই কণ্ঠে
আবার কী সুরেলা-ঝঙ্কার, তাদের সেই পায়ের নুপুরের রুগুরুনু ধ্বনির
সঙ্গে মিশে আমাকে তর ক'রে দিয়ে গেল ! কী হাসি-মাখা মুখ—কী
নৃত্যের ভঙ্গিমা ! কী বিলোল-কটাক্ষ তাদের নয়নে ! পার ভূমি

সুলেখা, সেরূপ ক'রে মন মজাতে ? পার ত দেখ । আচ্ছা, আগে এক পেয়ালা সুধা আমার মুখে ঢেলে দাও ত দেখি ?

সুলেখা । কে বলেছে সুধা—সে যে বিষ ! ঢেলে দিতে পারে তারা তোমার মুখে ; কিন্তু আমি ত তা পার না ।

চন্দ্র । না না বিষ নয়, সে সুধা বিষ দেখছি তোমার কণ্ঠে ভরা ।

সুলেখা । ভাগ্যদোষে আজ আমার কণ্ঠে ভরা বিষ ; কিন্তু সুধা ভেবেই এতদিন দিবানিশি পান ক'রেও তৃপ্তি পেতে না ।

চন্দ্র । এ তেন সুধার স্বাদ তখন যে জান্তাম না ; তাই ত তোমার সেই পাপসুধা পিয়ে পিয়ে অকিঞ্চিৎ ক'রে গেছে, সুলেখা !

সুলেখা . ষোড়শ থেকে তুমি ঐ বিষের আশ্বাদ পেয়েছ, সেইদিন থেকেই এই সর্বনাশ আরম্ভ হয়েছে । গঙ্গাজলে ধোয়া যার পবিত্র অন্তর, সারলা দিয়ে গড়া ছিল যার স্বচ্ছ মনখান, ধন্য দিয়ে ভরা ছিল যার রাজ্য চালনা, আজ তার কী পতন ! আজ চারিদিক থেকে কী নিন্দার বাতাস ব'য়ে যাচ্ছে তার রাজ্যমধ্যে ! অত্যাচার জর্জরিত শত শত প্রজার আর্তনাদে আজ দানবরাজ্য ভ'রে গেছে । কারো মুখের দিকে আজ চাইতে পারে না সুলেখা, কারো কথার উত্তর দিতে পারে না আজ রাজরাণী সুলেখা । সব গল্প, সব অহঙ্কার আজ সুলেখার একসঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ । স্বামী ল'য়ে গৌরব করবার আর কোন পথই রাস্তা নেই আমার ! আজ তোমার কাছে আমি দাঁড়াতে পারছি না ! তোমার যে মুখ দেখে আমার তৃপ্তি হ'ত না—আশা মিটত না ; আজ সেই মুখের দিকে আমি চাইতে পারছি নে ! হায়, কী সর্বনাশ করলে তুমি আমার ! [চোখে জাঁচল দিয়া রোদন]

চন্দ্র । চ'লে যাও, হু'চক্ষের বিষ, আমার সম্মুখ থেকে এখনি ; নতুবা প্রহরী ডাকবে ।

শুলেখা । ডাক প্ৰহৰী, তোমাকে না নিয়ে চ'লে যেতে পারব না আমি এখান থেকে । এ পবিত্ৰ বাজসভা, এখানে পাপের বিষ ছড়াতে দেব না তোমাকে ।

চন্দ্ৰ । আচ্ছা, ডাকব এখনি এখানে নৰ্ত্তকীদের, আবার জমিয়ে কুলব এখনি নন্দন-কানন, বইয়ে দেব এখনি এখানে সুরার শ্রোত, ডুবে যাব তাতে আমি, ম'জে যাব তাতে আমি ? [দাঁড়াইয়া টলিতে টলিতে] এই—কোন্ হায় ! বলাও নৰ্ত্তকী ।

শুলেখা । রক্ষা কর—রক্ষা কর, দোহাই—দোহাই ।

[পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিল]

চন্দ্ৰ । আরে, দূর হ' আপদ—[বলিয়া শুলেখাকে এক পদাঘাতে ভূতলশায়িনী করিয়া সিংহাসনে বসিল]

তৎক্ষণাৎ বিছাড়েগে, ক্রুদ্ধমূৰ্ত্তিতে জল্পনার প্ৰবেশ ।

জল্পনা । [সক্ৰোধ গঞ্জে] আগে তুমি দূর হও, অধম !

[বলিয়া চন্দ্ৰচূড়ের মস্তক হইতে রাজমুকুট খুলিয়া লইয়া সজোরে হস্ত ধরিয়া এমন আকর্ষণ করিল যে, মদমত্ত চন্দ্ৰচূড় সে বেগ সামলাইতে না পারিয়া ভূতলে পড়িয়া গেল ।]

ফুরিয়ে গেল সিংহাসনে বসি এষ্টবার—চন্দ্ৰচূড়, তোমার ।

[বংশীধ্বনি করিল ।]

তৎক্ষণাৎ মহাকাব্য আসিয়া উপস্থিত হইল ।

যন্ত্রি !

মন্ত্রীর প্ৰবেশ ।

মন্ত্রী । এই যে, যা !

জল্পনা। আপনারা বর্তমান থাকতে, আমার পিতৃ-সিংহাসনের এই অপমান ?

মন্ত্রী। আমরা ভৃত্য, মা ! কোন স্বাধীনতা আমাদের নাই ।

জল্পনা। বেশ, আজ হ'তে এ সিংহাসন শূন্য পড়ে থাকবে । আমারই নির্দেশমত সিংহাসন রক্ষা করবে তোমরা—গয়াসুর তপস্যা হ'তে ফিরে না-আসা পর্য্যন্ত । আমি এতদিন গয়াসুরের সন্ধানে বনে বনে পৰ্ব্বতে পৰ্ব্বতে ঘুরেছি, বহু কষ্টে সন্ধান পেয়েছি । তার তপস্যা প্রায় শেষ ।

মহা। মহারাণীর কোন সন্ধান ?

জল্পনা। না, জানি না কোথায় তিনি । উঃ, দেখছেন অধমের কাণ্ড ! সুরামত পাষাণ্ড তার স্বৈচ্ছাচারিতার মাত্রা কতদূর বাড়িয়ে তুলেছে ?

মহা। এমন-ধারা ত ছিলেন না যুবরাজ ; কিছুদিন হ'তেই এইরূপ পরিবর্তন ঘটেছে ।

মন্ত্রী। একমাত্র কারণ সেই ধূর্ত ষাটকর গ্রহাচার্য্য ।

জল্পনা। তাকে এখনই দূর ক'রে দাও এ রাজ্য হ'তে । শুক্রদেব কোথায় ?

মন্ত্রী। অনেক দিন নিরুদ্দেশ । [সুলেখাকে দেখিয়া] একি, মতীলক্ষ্মী রাজবধু মাটিতে প'ড়ে !

জল্পনা। ঐ মদমত্ত পাষাণ্ডের পদাঘাতে । আমি এসেই এই বীভৎস দৃশ্য দেখেছি । তখনই তার প্রতিফল দিয়েছি—একবারে মুকুট কেড়ে নিয়ে সিংহাসন থেকে টেনে ফেলে দিয়েছি ।

তৎক্ষণাৎ শুক্রাচার্য্যের প্রবেশ ।

শুক্রা। ঠিক করেছ, মা ! তোমার বিচারই ঠিক—আমিই পদে পদে তুল ক'রে ফেলেছিলাম । একদিন ক্রোধাক্ত হ'য়ে তোমাকে যে

শান্তি দিয়েছিলাম, আজ সেই অনুতাপে দগ্ধ হ'য়ে যাচ্ছি । আমার তুমি ক্রমা কর, মা !

জল্পনা । আমার ঔদ্ধত্যের জন্ত আমিও ক্রমা চেয়ে নিচ্ছি । আমাকে ক্রমা করুন, গুরুদেব ! [পদধূলি গ্রহণ]

সুলেখা । [চৈতন্য পাইয়া সিংহাসনে চক্রচূড়কে না দেখিয়া চারিদিকে চাহিতে চাহিতে উঠিয়া] কৈ, তিনি কোথায় ?

জল্পনা । চেয়ে দেখ—অভাগিনি, ত্রৈ—ধূলায় প'ড়ে ।

সুলেখা । আঁ—কেন—কেন ? উনি যে রাজা, উনি যে সম্রাট্ ?

[চক্রচূড়ের হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে তুলিলেন]

চক্র । [নত মুখে] নিয়ে চল—নিয়ে চল—সুলেখা, আমার হাত ধ'বে, বেখানে সিংহাসন নাই—আধিপত্য নাই—যৌবন নাই—সুৱা নাই—নর্তকী নাই—আর সেই গ্রহাচার্য্য নাই ; নিয়ে চল আমার সেই নিজ্জনে, নিভৃত অন্ধকারে । আবার আমাকে ফিরিয়ে আন তোমার স্বর্গের পবিত্র মন্দিরে । আবার আমাকে সেই চক্রচূড় ক'রে গ'ড়ে তোল, যাতে আবার তোমার হৃদয়ে দেবতার স্থান অধিকার করতে পারি । উঃ—বড় যন্ত্রণা—সুলেখা । বড় যন্ত্রণা ! নিয়ে চল—নিয়ে চল আমার ।

সুলেখা । চল—চল, শুয় নাই । আবার তোমাকে ফিরিয়ে আন্ব—আবার তোমাকে আমার হৃদয়-সিংহাসনে রাজা ক'রে বসাব । আমার সমস্ত জীবন—সমস্ত ইহকাল দিয়ে আবার তোমাকে দেবতা ক'রে গড়'ব । সতীর এ প্রাণের কামনা ভগবান্ পূর্ণ করবেনই । [চক্ষু মুছাইয়া দিয়া] কেঁদো না—কেঁদো না, আমার সঙ্গে চ'লে এস ; হাত ধ'রে নিয়ে যাচ্ছি, আর এ হাত ছাড়া হ'তে দেব না । ঈশ্বর ! সতীর প্রার্থনা সার্থক ক'রো । গুরুদেব আশীর্বাদ করুন ।

[চক্রচূড়ের হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান ।

শুক্লা । ষাণ্ড—মা মহাসতি, তোমার এ মহাসাধন যেন ব্যর্থ না হয় ।

জয়না । বড় ভাল বাস্তায় দাদাকে, বড় শ্রদ্ধা কর্তায় দাদাকে ; কিন্তু আজ উত্তেজিত জয়না তার প্রবল উত্তেজনার বশে কী নিষ্ঠুর-আচরণ ক'রে ফেলেছে, গুরুদেব !

শুক্লা । ক্ষুণ্ণ হ'য়ো না, মা ! তোমার এই নিষ্ঠুর-আচরণই আজ তিস্ত ঔষাধির শ্রায় চন্দ্রচূড়ের জীবনে অব্যর্থ ফল প্রদান করেছে ! চন্দ্রচূড়কে রাজ-সিংহাসনে বসিয়ে আমিই ভুল করেছিলাম, জয়না ! আমার তখন মনে হয় নাই যে “বৌবনং ধনসম্পত্তি প্রভুত্বমবিবেকিতা ।” এই চারিটাই অপরিণত বুদ্ধি সরল যুবক চন্দ্রচূড়ের মস্তিষ্ক স্থির রাখতে দেবে না ; তার সঙ্গে আবার শনির যোগ ছিল । ভুল আমারই হয়েছিল, মা !

মহা । শনির যোগ ! কি বললেন গুরুদেব !

শুক্লা । ঐ ভেদানন্দ গ্রহাচার্য্যই গ্রহরাজ শনি । দেব-চক্রান্তে দানবের মধ্যে ভেদ জমিয়ে দেবার জন্তই স্বয়ং শনি ভেদানন্দ গ্রহাচার্য্য বশে দানবরাজ্যে প্রবেশ করেছিল । আমি তখন অতদূর বুঝতে পারি নাই ; কিন্তু কিছুদিন পূর্বে ধ্যানবলে অবগত হয়েছি ।

জয়না । গয়া সম্বন্ধে কি ধ্যানবলে কিছু জানতে পেরেছেন, গুরুদেব !

শুক্লা । গয়াশুরের এ হরি-তপস্যা যদিও আমি বিরক্তির চক্ষে দেখে এসেছি—তথাপি এখন বুঝতে পেরেছি, তার পরিণাম-ফল বন্ধ দাঁড়াবে না ।

মহা । তা হ'লে শনিকে ত আমাদের রাজ্য থেকে তাড়ানই কর্তব্য ?

৫ম দৃশ্য ।]

শ্রীপাদপদ্ম

শুক্রা । তাড়াতে হবে না, আমার আগমনের সঙ্গে-সঙ্গেই সে
কুগ্রহ বিদায় হয়েছে—আর আসবে না । আচ্ছা, ষাট আমি আবার
মহারানী আর বিলোচনের সন্ধানে । যা জরুরী, তোমার বিচার বুদ্ধি
নিয়েই এখন হ'তে কাজ করুব । আসি—মা !

[প্রস্থান ।

জরুরী । চলুন, আমরা বিশ্রাম করি গে ।

[সকলের প্রস্থান ।

পরমানন্দ আসিয়া গাহিল ।

পরমানন্দ ।—

গান ।

হাস রে দুষ্ট শনি ষাড়ে চাপে যার ।
বিবেক বুদ্ধি আশ্র শুদ্ধি সবাই ছেড়ে যার রে তার ॥
খাটা মোনা মাটা হয়, যার স্তম্ভ দৃষ্টিতে,
অমন আপদ্ কে দেখেছে এই বিধির সৃষ্টিতে,
ও যে স্বর্গে নরক করে তোলে দিয়ে দৃষ্টি ছনিবারি ।
যেদিন থেকে দৈতারাঙ্গো এসে চুকেছে,
যেদিন থেকে সর্বনাশের আশুন ছেলেছে,
ক'ত ওলট্ পালট্ হ'য়ে গেছে, ক'ত ভেঙে হ'ল চুরমার ॥

[প্রস্থান ।

ষষ্ঠ দৃশ্য

নিভৃত কানন

গীতকণ্ঠে সৌন্দর্য্যবিহ্বলা কল্পনার প্রবেশ

কল্পনা ।--

গান ।

আমার জীবন-কুঞ্জে আসিয়া বসিলে
কেন গো তুমি মনোহর ।
স্বের আলোয় ভ'রে দিলে প্রাণ,
ওগো তুমি কিবা সুন্দর ॥
তুমি কোন্ শারদের রাকাশশী,
আঁকা আমার হৃদয়-আকাশে,
তোমার লাবণি ঝরিয়া পড়িছে (আমার)
মানস-সরস-উরসে ;
তুমি আমার তরে কি নব বববেশে
আসিয়াছ নব-নটবর ॥
আমার তৃষিও নয়ন আছে চেয়ে সদা
তোমারি মধুর দরশে,
আমার সব বাধা কোথা চ'লে গেছে ওগো—
তোমারি স্নিগ্ধ পরশে ;
আজি তোমারি গলেতে দিখু বরমালা
তুমি মম চিরবাহিত বর ॥

ধীরে ধীরে কল্পনার প্রবেশ ।

কল্পনা । আজ আমার বিয়ে হ'য়ে গেল, দিদি !

জল্পনা । [হাসিয়া] কার সঙ্গে ? ফুলের সঙ্গে ?

কল্পনা । না, আমি ষাকে চেয়েছিলাম ।

জল্পনা । কাকে চেয়েছিলে ? আকাশকে, না বাতাসকে ?

কল্পনা । আমার চিরবাহিত যে সুন্দর, তাকে । তার কণ্ঠেই আজ বরমালা দিয়েছি ।

জল্পনা । তোমার হৃদয়-কাননের কাব্যকুঞ্জে ষাকে কল্পনার তুলি দিয়ে এ কেছিলে, সেই সুন্দরকে ?

কল্পনা । ঠা—দিদি, সেই সুন্দরকে ।

জল্পনা । কল্পনা, তুই বড় সুখী ।

কল্পনা । তুমিও বিয়ে কর—দিদি, সুখী হবে !

জল্পনা । আমার বিয়ে ত ঠিক ক'রে রেখেছি, কল্পনা ! আমার সে বিয়ে হবে সত্যিকার কোন বীরের সঙ্গে, তোর মত কল্পনার মিথ্যে বিয়ে নয় আমার । বীরাজনা হ'তে আমার বড় সাধ হয়েছে, তাই বীরকে বিয়ে ক'রে বীরাজনা হব ।

কল্পনা । তোমার মত দীপ্ত উন্মাকে বিয়ে করবার মত বীর কি কেউ আছে সংসারে, দিদি ?

জল্পনা । [হাসিয়া] আছে বৈকি, কল্পনা ! আগে বুঝতে পারি নি—বোঝবার ফুরসৎও আমার ছিল না ; আজ রাজ্যে শাস্তি ফিরে এসেছে, তাই শাস্তমনে বেশ বুঝতে পেরেছি যে, অজ্ঞাতসারে আমার হৃদয়রাজ্য কে যেন একজন অধিকার ক'রে বসেছে । এ শুধু মরুপ্রাণে যে, প্রেম বা ভালবাসা আছে, তা আগে জানতে পাই নি ; এখন যেন কিছু কিছু ক'রে বুঝতে পারছি ।

কল্পনা । তোমার সে প্রেমাঙ্গুদ কে, তা তুমি জান না, দিদি-?

জল্পনা । [হাসিয়া] ঠিক জেনেছি কি না, সেটা এখন ঠিক করতে

ক্রীপাদপদ

[৩য় অঙ্ক ;

পারি নি, কল্পনা ! প্রেমের খেলা ত জীবনে কখনও খেলে দেখি নি !
তাই স্পষ্ট ক'রে কিছু বুঝতে পারি না। ঠিক ক'রে দেখি আগে,
কা'কে ভালবেসে ফেলেছি, তার পর তাকে একদিন এসে ব'লে যাব।
অনেকদিন তাকে দেখি নি, তাই দেখতে এসেছিলাম। যাই এখন—
অনেক কাজ হাতে।

[প্রস্থান।

কল্পনা। অমন জালাময়ীর জলন্ত অনলভরা প্রাণেও প্রেম দেখা
দিয়েছে ! প্রেমের জয় সর্বত্রই। এই প্রেম-বিকাশই নারী-জীবনের
সারকতা। আজ মা কাছে থাকলে কত ধূশী হতেন্ দিদির কথা শুনে।
গুরুদেব মায়ের সন্ধানে গিয়েছেন। নিশ্চয়ই মা গয়কে নিয়ে ফিরে
আসবেন। যাই, এখন আমার সুন্দরের বাসর-শয্যা পাতি গে।

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

স্বৰ্গপথ

গীতকণ্ঠে মোহ ও মদের প্রবেশ ।

মোহ-মদ -

নৃত্যগীত

বেড়ে মজা বগল বাজা—তাধিনি নাক ধা ।

নূতন রাগের তান ধরেছি—সা নি ধা স্না মা ॥

ক'রে স্বৰ্গপুরী নরকপুরী,

গুলজার ক'বে যাব সরি,

ওলোট্-পালট্ হবেই একটা, বুঝ্তে পার্ছি বা ॥

মোরা ড্যাং ড্যাং ক'রে চ'লে যাব,

চ্যাং চ্যাং ক'রে ঢাক বাজাব,

এই জন্ম জন্ম করা জমাট্ আসর

কিছুদিন লেগে থাকবে ঝা ॥

[প্রস্থান ।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কোলাহল-গিরি

তপস্শ্যামগ্ন যুবাবয়স্ক গয়াসুর আসীন । গীতকণ্ঠে বনবালা
বেশে লক্ষ্মী ছুটিয়া আসিতেছিলেন, বনবালক বেশে কৃষ্ণও
তাঁহার পাছে পাছে বাধা দিতে দিতে আসিতেছিলেন ।

গান ।

লক্ষ্মী ।—না-না-না—তোমার মানা শুনব না ক আর ।

আমি আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দোব ভক্তের চোখের অশ্রুধার ॥

কৃষ্ণ ।—[হাসিয়া] কেন তোমার তবু সয় না ওগো চঞ্চলে,

তাই, ভক্তের নয়ন মুছিয়ে দিতে যাচ্ছ অঞ্চলে,

লক্ষ্মী ।—আমি সহিতে নারি, কেঁদে মরি, তাই যাঁচ্ছ ছুটে কাছে তার :

কৃষ্ণ ।—[হাসিয়া] ওগো, সাধে কি চঞ্চলা ব'লে ডাকে তোমায় ত্রিসংসার ॥

লক্ষ্মী ।—[চল চল চক্ষে] আহা, আহা দু'নয়নে বইছে গো ধারা,

কৃষ্ণ ।—ও ব'য়ে থাকে অমন ধারা—কত শত ধারা,

লক্ষ্মী ।—তুমি বড় পাষণ, কাঁদে না প্রাণ, তুমি নিদয় পাষণ-অযত্নার ;

কৃষ্ণ ।—[হাসিয়া] তবু, দয়াল ব'লেই ডাকে আমায়, ভক্ত কিস্ত অনিবার ॥

কৃষ্ণ । যাও—লক্ষ্মি, ফিরিয়া গোলোকে ।

গয়াসুর ভক্ত মোর—

মোর তরে করিছে সাধনা ।

চায় না সে তোমা ;
 তবু তুমি আসিতে ছাড় না !
 এ ত বড় আশ্চর্য্য কাণ্ড !
 কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছ !
 কেন মোর সাথে
 মিছে ছুটিয়া এসেছ ?

লক্ষ্মী । কে বলে চায় না আমারে ?
 ওঃ—ভারি ত অহঙ্কার !
 মেঘ হেরি ছোট্টে যে চাতক,
 সে কি সেই বারি আশে নয় ?
 মেঘে জলে নহে ত অভেদ ।
 লক্ষ্মী-নারায়ণ একই বস্তু—
 নামমাত্র ভেদ,
 এ কথা কি তোমা
 আমি নূতন শেখাব ?

গান ।

লক্ষ্মী ।—ওঃ—ভারি বাহাদুরি- -তোমার ভারি বাহাদুরি ।
 আমি নইলে কোথায় রইত বল, এত জারিজুদি ॥

কৃষ্ণ ।—গায়ে প'ড়ে কোঁদল করা আছে যার স্বভাব ;

কে পারে ছাড়াতে বল চিরকালে তার সে ভাব,

লক্ষ্মী ।—সেও ভাল, তবু করি না ক ভক্তের সাথে ছল-চাতুরী ॥

কৃষ্ণ ।—আমার নিত্যলীলার নিত্য-খেলার বুঝ্বে কি তুমি,

লক্ষ্মী—সে লীলাখেলা চলত না যে, সঙ্গতে না রইলে আমি,

কৃষ্ণ ।—তোমার ডাকে কেবা, সঙ্গে রইতে কে বলে ?

লক্ষ্মী ।—বটে নাকি ? পায়ে ধরাটা এরই মধ্যে ভুলে গেলে ?

কৃষ্ণ ।—আর বিরহটা ? কেঁদে যখন হ'তে সারা ?

লক্ষ্মী ।—ওই পায়ে ধরাবার তরেই সেটা—কেবল মানভঞ্নের চল করা ;

কৃষ্ণ ।—এই কৃষ্ণ-প্রেমের রস না পেলে হ'তে কি রাই রাসেশ্বরী ;

লক্ষ্মী ।—আবার রাধা-নামে সাধা বাঁশী তাই ও বাঁশীর এ মাধুরী ॥

কৃষ্ণ । হার মেনেছি, লক্ষ্মি ! তুমি এখন এখান থেকে যাও—
গয়াসুরকে আমি বর দেব ।

লক্ষ্মী । তাতে আমি থাকলে দোষটা কি ?

কৃষ্ণ । তোমার আমার যুগলরূপ দেখবার সময় এখনও আমে নি
গয়াসুরের ।

লক্ষ্মী । তবে আমাকে বল, আর কষ্ট দেবে না গয়াসুরকে ? অমর
বর দেবে ?

কৃষ্ণ । প্রকারান্তরে তাই হবে ।

লক্ষ্মী । দেখো কিন্তু, যদি গয়াসুরকে আর কষ্ট দাও, তা হ'লে কিন্তু
আবার আমি ছুটে আসব ।

কৃষ্ণ । না লক্ষ্মি, সন্দেহ ক'রো না , তুমি যাও ।

লক্ষ্মী । এই যাই—[কিছুদূর গিয়া] বর দিয়েই কিন্তু চ'লে এসো
গোসোকে ।

[প্রস্থান ।

কৃষ্ণ । [স্বগত] লক্ষ্মীর ভয়, পাছে ভক্ত নিয়ে ভুলে থাকি । আহা,
লীলাময়ি ! তুমি ভিন্ন আমার কোন লীলাই এমন মধুর হ'য়ে উঠত
না । এখন গয়াসুরের তপস্বী ভাঙতে হবে । এই বাঁশী বাজাই আর
গান করি ।

গান ।

ওরে শোন্ রে আমার মধুর বাঁশী

শীতল হবে প্রাণ ।

জনম মরণ ভুলে যাবি শুনে মোহন বাঁশীর তান্ ॥

আমার বাঁশীর সুরে ভরা এই বিশ্ব চরাচর,

কেউ শোনে কেউ শোনে না রে এমন মধুর স্বর ;

আমি সারা সংসার ঘুরে বেড়াই

বাজিয়ে বাঁশী শুনাতে গান ॥

কৈ, গয়াসুর ত তবুও চোখ চাইলে না ?

[পূর্ব গীতাবশেষ]

এসেছি তোমার প্রাণের তপন একবার চেয়ে দেখে,

ভক্তি-ডোরে শক্ত ক'রে ভক্ত মোরে বেঁধে কাছে রাখে,

আমি তোমাই তরে এসেছি রে করতে তোমারে বরদান ॥

না, তবুও তপস্বী ভাঙল না । ও—বুঝেছি, ধ্যানে পাওয়া যে মূর্তি
আমার গয়াসুর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অন্তর মধ্যে দর্শন করছে, সে মূর্তি সরিয়ে
না আনলে গয়াসুরের ধ্যান ভঙ্গ হবে না । তাই করি তবে ।

[সহসা গয়াসুরের ধ্যান ভঙ্গ হইল এবং এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া
কাহাকে যেন খুঁজিতে লাগিল । কৃষ্ণ বনবালক বেশে
দাঁড়াইয়া হাসিতেছিলেন]

গয়া । একি হ'ল সহসা ! কই সেই কৃগুঝুগু-নুপুর-মুখরিত,
অলিকুলগুঞ্জিত অতুল রাতুল পাদপদ্ম ছ'খানি, রে ? কই সেই কটিকট-
শোভিত, পীত ধটা-পরিহিত, কিঙ্কিনী-কণিত-ত্রিতঙ্গভঙ্গিম বঙ্কিমঠাম
রে ? কই সেই কোমলভ-ভূষিত, বনমালা-লঙ্ঘিত, ভৃগুপদ-লাঙ্ঘিত,
শ্রামলসুন্দর নবজলধর কচির মধুর সুরতি, রে ? কই সেই অধরে মুরলী,

শ্রবণে ঝলমল কুণ্ডল বনমালী, টাঁচের চূড়া 'পরি চঞ্চল শিখিপাখা হেলিত
তুলিত প্রাণ-মন-মোহিত, মোহন-মধুর-হাস্য-বিকশিত, ঝলসিত-লসিত
অপরূপ রূপ-মাধুরী, রে ? কোথায় লুকালে আমার মানসরঞ্জন ভুবন-
মোহন চিত্তবিনোদন হরি ? মনোময় ! প্রাণময় ! কোথা গেলে তুমি
— আর কোথায় প'ড়ে রইলাম আমি ?

কৃষ্ণ । গয়াস্বর, চেয়ে দেখ ত আমি কে ?

গয়া । তুমি কে ? অ্যা, তুমি কে ?

কৃষ্ণ । ভুলে গেলে আমাকে ? আমি যে সেই বনবালক ।

গয়া । সেই বনবালক তুমি ? হাঁ, সেই ত বটে । কেন এসেছ
এখানে ?

কৃষ্ণ । তুমি ডাকছিলে ব'লে ?

গয়া । তোমায় ? তোমায় ত আমি ডাকি নি । তুমি আমায়
হরি দেখাবে ব'লে কোথায় ফাঁকি দিয়ে ফেলে রেখে যে পালালে—
আর ফিরে এলে না ।

কৃষ্ণ । তুমি যে সেদিন আমার কথা শুনে না, সেই দুটু মেয়েটার
কথা শুনে ভুলে গেলে, তাই অভিমানে আর আসি নি ।

গয়া । তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি নে । আমি কেন তোমায়
ডাকব ? আমি যাকে ডেকেছি, তাঁকে পেয়েছিলামও । কত যুগ তাঁকে
প্রাণের মধ্যে পেয়ে ব'সে ব'সে তাঁর রূপ-সুখা প্রাণ ভ'রে পান
করছিলাম ; কিন্তু আজ সহসা কোন্ ফাঁকে আমার প্রাণ থেকে
পালিয়েছে । আমি তাঁকেই চাই । তুমি স'রে যাও ; তোমাকে দেখেই
বোধ হয়, তিনি আমার পালিয়ে গেছেন ।

কৃষ্ণ । তবে আমি চ'লেই যাই, কি বল ?

[ধীরে ধীরে প্রশ্নান করিতেছিলেন]

গয়া । [চক্ষু মুদিয়া] আবার এস, আমার প্রাণময় ! প্রাণসখা !

কৃষ্ণ । [ফিরিয়া আসিয়া] আবার যে ডাকছ আমার ?

গয়া । [চক্ষু মেলিয়া] তোমায় কোথায় ? আঃ—তুমি চ'লে যাও, আমার মন স্থির হচ্ছে না ।

কৃষ্ণ । এই চললাম তবে ।

[পুনঃ ধীরে ধীরে বাইতেছিলেন]

গয়া । [নয়ন মুদিয়া] কৈ কৃষ্ণ, কৈ মুরলীধর !

কৃষ্ণ । [ফিরিয়া আসিয়া] অঁ্যা, তুমি ত মন্দ নয় দেখছি ! তাড়িয়েও দিচ্ছ, আবার ডেকেও ফেরাচ্ছ !

গয়া । বড় জ্বালাতন করলে ত ! আমি ত ডাকলাম 'মুরলীধর' ব'লে ।

কৃষ্ণ । [মুরলী দেখাইয়া] এই ত আমি মুরলী ধ'রে আছি । মুরলী-ধর ব'লে ডাকলে আমার ডাকা হ'ল না ?

গয়া । আচ্ছা যাও, ওনাম ধ'রে আর ডাকব না । আর কিঙ্ক ফিরো না বলছি ।

কৃষ্ণ । না, না ডাকলে আর ফিরব কেন, বল ? এই চললাম ।

[কিছুদূর বাইলেন]

গয়া । [স্বগত চক্ষু মুদিয়া] কোথায়, আমার বনমালা-ভূষণ বনমালী ! কোথায় লুকালে ? ফিরে এস—ফিরে এস ।

কৃষ্ণ । [ফিরিয়া আসিয়া] দেখ দেখি, আবার পিছু ডাকলে ? তোমার কি মাথাধারাপ হয়েছে ?

গয়া । [চক্ষু মেলিয়া] কই মুরলীধর ব'লে ত ডাকি নি ?

কৃষ্ণ । বনমালী ব'লে ডাকছ ত ? এই যে আমার বনমালা গলে ।

গয়া । বড় বিপদেই ফেললে ত, হরি ! আচ্ছা, এবার আর কোন

নাম ধ'রেই ডাক্ব না, মনে মনে ধ্যান কর্ব ; তুমি স্বচ্ছন্দে চ'লে
যেতে পার ।

কৃষ্ণ । তাই যাচ্ছি ।

[কিঞ্চিৎগমন এবং তৎক্ষণাৎ বনবালকের বেশ পরিত্যাগ
করিয়া রাখালের বেশে ত্রিভঙ্গবন্ধিমঠামে মুরলী ধারণ করিয়া
গয়াসুরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং গাহিলেন ।]

গান ।

ওরে দেখ রে এবার ভক্ত আমার,

আমি তোর সেই বটে কিনা ।

কোপায় যাব তোরে ছেড়ে, হ'য়ে আছি যে তোর কেনা ॥

এতদিন অস্তরেতে অস্তরের ধন নয়ন মুদে দেখতে,

তাই অস্তরেতে মিশে ছিলাম তোমায় খুশী রাখতে ;

একবার বাইরে থেকে দেখে মোরে তোর চোখ কি জুড়াবি না ॥

[গয়াসুর চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিয়া আনন্দে গদগদ হইয়া
দুই বাহু প্রসারিত করিয়া ধরিতে উদ্বৃত্ত হইল]

গয়া । একবার—একবার এই বুকে—এই বুকে কর্ব ।

কৃষ্ণ । [পশ্চাতে সরিয়া গিয়া] গয়াসুর. তোমার হরি-সাধনা আজ
সিদ্ধ হয়েছে, তোমাকে বর দিলাম, তুমি ত্রিলোক-বিজয়ী হও ।

গয়া । না-না-না, আমি ত্রিলোক-বিজয়ী হ'তে চাই না, আমি
শুধু তোমার শ্রীপাদপদ্ম চাই ।

কৃষ্ণ । সে শ্রীপাদপদ্ম পাবে তুমি চরমে ।

গয়া । চরমে ? মৃত্যুকালে ?

কৃষ্ণ । না—না—না, তোমার মৃত্যু নাই, কল্পান্ত পর্য্যন্ত তুমি
অমরতা প্রাপ্ত হবে ।

গয়া । তুচ্ছ সে অমরতা । আমি চাই নে তা, আমার ওসব আমার
বস্ত্র দিয়ে ভূলাতে এসো না, হরি !

কৃষ্ণ । তবে কি তুমি মুক্তি চাও ? মুক্তি দেব ।

গয়া । আমার তপস্যা—আমার উপাসনা ত নিকাম নয়—সকাম ।
কেমন ক'রে আমার মুক্তি দেবে তুমি ?

কৃষ্ণ । [স্বগত] কথা ত মিথ্যা নয় । গয়াসুর মুক্তির অস্ত্র
নিকাম-সাধনা করে নি ত ! তবে কি ব'লে ফেললাম ? কি উত্তর দেব
এখন গয়াসুরকে ?

গয়া । ভাবছ নিকাম-সাধনা ভিন্ন মুক্তি দেবে কি ক'রে ? ভাবতে
হবে না, আমি মুক্তিও চাই না ।

কৃষ্ণ । [স্বগত] বাঁচালে আমার ! [প্রকাশ্যে] তবে কি চাও ?
স্বর্গ চাও—আমার বৈকুণ্ঠ চাও ?

গয়া । স্বর্গ, বৈকুণ্ঠ দিয়ে ভূলাতে চাও ? তা পারবে না ।

কৃষ্ণ । আর কি কাম্য থাকতে পারে তোমার, বল ।

গয়া । ভক্তবৎসল, ভক্ত কি চায়, জান না তুমি ?

কৃষ্ণ । ভক্ত চায় কৃষ্ণসেবা । সে ত তুমি পাবেই ; কিন্তু তবুও অস্ত্র
কিছু কামনা কর ।

গয়া । এত তুষ্টি আমার উপর ? ধন্য গয়াসুর ! ধন্য তুই আজ !

কৃষ্ণ । নিজমুখে কিছু চাও, গয়াসুর !

গয়া । আমার চাইবার অস্ত্র কিছু নাই যে, কৃষ্ণ ! তবে নিতাস্তই
যদি দেবার ইচ্ছা হ'য়ে থাকে, তবে এই বর দাও—হরি, আমার এই
জৌতিকদেহ ষতদিন পর্য্যন্ত পঞ্চভূতে মিলিত না হবে, ততদিন
আমাকে যারা দর্শন করবে বা স্পর্শ করবে, তারা যদি ইচ্ছা করে, তবে
বিনা সাধনায় স্বর্গলাভ করতে পারবে ।

কৃষ্ণ । তথাস্তু । [তাই হবে, গয়াসুর ! তোমার ঐ দেহ আজ হ'তে মহাতীর্থরূপে পরিণত হ'ল । প্রথমতঃ তোমাকে দুই বর দিয়েছি, ত্রিলোক-বিজয়ী হবে আর কল্পাস্ত পর্যাস্ত অমরতা প্রাপ্ত হবে, আর তৃতীয় বর—তোমার দর্শনে বা স্পর্শে জীবগণ বিনা-সাধনায় স্বর্গলাভও করবে : কিন্তু দৈত্যকুল বাদে ।

গয়া । হাঁ, দৈত্যবংশ বিনা-পৌরুষে স্বর্গ কখন চাইবে না ; কিন্তু প্রথমকার দুটো বর এনে জড়ালে কেন এর সাথে, হরি ?

কৃষ্ণ । আমার বাক্য মিথ্যা যে হবার নয়, গয়াসুর ।

গয়া । হয়েছে তোমার বর দেওয়া ?

কৃষ্ণ । চাও ত আরও দিতে পারি ।

গয়া । তুমি বড় চতুর । পাছে সংসার-মোহে মুগ্ধ হ'য়ে কৃষ্ণসেবা ভুলে যাও, সেইদিকে টেনে নেবার প্রবল ইচ্ছা দেখছি তোমার ।

কৃষ্ণ । বেশ, হ'য়ে গেল ত ? এখন যেতে পারি ?

গয়া । সাধা কি, তুমি এক পাও এখান থেকে নড় ।

কৃষ্ণ । [হাসিয়া] এত জোর তোমার আমার উপর ?

গয়া । নইলে কি শুধুই এতকাল ধ'রে তপস্যা করেছে গয়াসুর ?

কৃষ্ণ । গয়াসুর, অহঙ্কার করছ ?

গয়া । অহঙ্কার ! এ অহং কার, কৃষ্ণ ? এ অহংকে কার পায়ে সাঁপে দিয়েছি ? তবে যার অহং সে যদি কিছু করায়—তার জন্ত কে দায়ী ?

কৃষ্ণ । ভক্তের হৃদয় থেকে অহং বৃদ্ধি ত একেবারে যায় না, গয়াসুর ! ভক্ত জানে—আমি আর তুমি ; নইলে কার সেবা কে করবে ?

গয়া । অহং যদি থাকে, তবে অহঙ্কারও থাকবে । তবে আর আমার ভয় কি, কৃষ্ণ ! থাকলাম শুধু আমি আর তুমি । জগৎ-

সংসার সব উড়ে যাক, কেবল তুমি আর আমি । আমার আমি
 'অন্তরে বাইরে চেয়ে দেখবে কেবল তুমি—তুমি—তুমি । দিবা নাই—রাত্র
 নাই— সূর্য্য নাই—চন্দ্র নাই—আকাশ নাই—বাতাস নাই, দেখবে
 কেবল তুমি—তুমি—তুমি । আহা, সে কী আনন্দ, কী সুখ—কী শান্তি ।
 কেবল তুমি—তুমি—তুমি—

কৃষ্ণ । এ আনন্দ শুধু তোমার নয়, গয়াসুর ! আমারও—আমারও ।
 ভক্ত যেমন তার বাঞ্ছিতধন কৃষ্ণকে চায়, ভক্তাধীন কৃষ্ণও তেমনি তার
 ভক্তকে চায় ।

গয়া । আহা-হা, এ রসতত্ত্ব, এ প্রেমতত্ত্ব আর তু কখনও শুনি নি,
 রসময় কৃষ্ণ ! আজ কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছ, তোমার প্রাণের লক্তকে ?
 'আজ কোন্ সুধাসিন্ধুর অমিয় তরঙ্গে ভাসতে ভাসতে এই অসুর বংশধর
 গয়াসুর আনন্দে নেচে উঠছে ? কোন্ বসন্তের পিক-কুহরণ-মধু টেলে
 দিলে আজ গয়াসুরের অতৃপ্ত তৃষিত শ্রবণে ? কোন্ বীণাপাণি-ঝঙ্কত বীণার
 অমিয় ঝঙ্কারে লহরে লহরে ভেসে গেল আজ এই গয়াসুর ধীর সমীরের
 উদ্দাম উচ্ছ্বাসে ? কোন্ শরতের জ্যোৎস্না-পুলকিত মধুর যামিনী হেসে উঠল
 আজ স্বচ্ছ-শৈবলিনীর নৈকতে ? গয়াসুর, দেখ্ আজ কোথায় তুই ।
 কোন্ তাঁধারের পূত্রগন্ধময় নিরয় হ'তে উদ্ধার হ'য়ে এলি এই
 স্নিগ্ধ আলোকে ! মরি—মরি—মরি ! কী রূপ রে ! কী রূপ সাগরের
 অনন্ত নীলিনাময় নীল তরঙ্গ আজ তালে তালে নেচে নেচে আমার নয়ন
 মন বিমোহন ক'রে ছুটে চলেছে রে ! কোন্ নব-জলধর আজ বিগলী
 বিকাশ ক'রে ভেসে উঠেছে রে, এই পিপাসু চাতকের পিপাসা মেটাতে ?
 দয়াময় ! প্রাণময় ! মনোময় ! আর যেন এ আঁখির পলক না
 পড়ে ; আমি নিমেষহারা হ'য়ে চেয়ে র'ব তোমার নয়নানন্দময় পদারবিন্দ
 পানে জন্ম-জন্ম এই অনন্ত জীবন নিয়ে । দাও—অনন্তদেব, আমার অনন্ত

চক্ষু, অনন্ত জীবন, অনন্ত পিপাসা ; আমি স্বর্গ চাই না—বৈকুণ্ঠ চাই না—
মোক্ষ চাই না । [একদৃষ্টে কৃষ্ণের পানে চাহিয়া রহিল]

[কৃষ্ণ বিগলিত হইয়া হস্তদ্বয় প্রসারিত করিয়া গাহিতেছিলেন,
গয়াসুর ভাবে বিভোর হইয়া, হস্ত প্রসারিত করিয়া গানের
ভাবে ভাবে হুলিতেছিল]

গান ।

আমায় কোলে তুলে নে—কোলে তুলে নে—

ওরে ভক্ত আমার গয়াসুর ।

কে বলে রে অসুর তোরে, তুই যে সুর মোর প্রাণের সুর ॥

হ'ল প্রেমে প্রেমে আজ মাগামাপি,

আয় প্রেমের স্বপনে ঘুমায়ে থাকি ;

(আজ মিলে গেল সুরাসুরে) (সুরাসুরের সুরে সুরে)

তোর সুরে আজ সুর মিলায়ে বাজবে আমার বাঁশীর সুর ॥

[গয়াসুর কৃষ্ণকে বুকে ধরিয়া “হরিবোল” বলিতে বলিতে
উখাও ভাবে প্রস্থান করিল]

দ্বিতীয় দৃশ্য

কাপালিক-আশ্রম

সম্মুখে কালীমূর্তি স্থাপিত, কাপালিক-শিষ্য বন্দী বিলোচনকে
আনিয়া কিছুদূরে রাখিয়া প্রশ্ন করিল ।

বিলো। জীবনের শেষ যবনিকা আজ
প'ড়ে যাবে এই মহাবনে ।
ছুঃখ নাই—খেদ নাই তাতে,
দাবদগ্ধ জীবনের অনন্ত যন্ত্রণা
জুড়াইবে জনমের মত ;
কি আনন্দ এ হ'তে আমার ?
মরুময় এ সংসারে মরীচিকা হেরি
অনন্ত পিপাসা ল'য়ে
উদ্ভ্রান্ত পথিক আমি ছুটিলাম কত ;
কিন্তু কোথা একবিন্দুবারি—
মিলিল কি মোর ?
শুধু কণ্ঠ—শুধু বক্ষঃ—
উত্তপ্ত উচ্ছ্বাসভরা প্রাণ,
আজি তার হবে অবসান ।
মৃত শীঘ্র শেষ হয়—তাই যে কামনা ;
কিন্তু একবার, একবার হায়,
এই মোর মহাযাত্রাকালে

শুধু একবার—

দেখিবারে সাধ হয়, সেই মুখখানি ।

সেই মধুমাখা কণ্ঠস্বর

একবার শুনিয়া মরিতে সাধ ।

[সোচ্ছাসে] গয়চাঁদ ! প্রাণের ছলল ।

একবার দেখিবার সাধ ।

একবার বুকে ক'রে শুধু

চ'লে যাব—মিশে যাব অনন্ত আঁধারে ।

মনে পড়ে, সেই রুদ্ধগৃহে

প্রাণপাখী তোরে

রুদ্ধ করি রেখেছিলুম একটা রজনী ।

তার প্রতিফল আজি

চেয়ে দেখ্ একবার, গয় !

বন্দী আমি কাপালিক-করে,

যাবে প্রাণ এখনি এখানে ;

ক্ষমা কি করিবি মোরে—প্রাণাধিক, আজ ?

তৎক্ষণাৎ খড়গহস্তে সুরামণ্ড কাপালিকের প্রবেশ ।

কাপালিক । দৈত্যরাজ বিলোচন, আজ তোমার সার্থক জীবন—সার্থক জনম । তোমার দানব-শোণিত আজ মহামায়ার পুণ্য ধর্মের পূর্ণ করবে । মহাকালীর মহাবলি করব বলেই দক্ষ্য অস্ত্রাহত তোমার মুমূর্ষু জীবন বহুকষ্টে রক্ষা করেছি । আজ সেই জীবনের সম্ব্যবহার কর । চেয়ে দেখ, ঐ ভীমা কপালিনী, নৃমুণ্ডমালিনী, অসি-ধর্মরধারিণী মহাকালীর লোলরসনা আজ তোমার উত্তপ্ত রুধির পানের জন্য লক্ লক্ করছে । ঐ শোন, ভৈরবীর ঘন ঘন অট্টহাস্তে বিশ্ব-প্রকৃতি

আজ ধর্ ধর্ ক'রে কাঁপছে । দাঁড়াও নিঃশব্দে—দৈত্যনাথ, মহাবলি-
রূপে প্রস্তুত হ'য়ে । মুহূর্ত্ত মধ্যে তোমার ছিন্নমুণ্ড ঐ অসুরনাশিনীর বাম
করে দিয়ে তোমার কবন্ধ দেহকে শবাসন ক'রে আমি মহাসাধনায়
নিযুক্ত হই । জয়—মা তারা ! জয়—মা তারা !

[বলিয়া যেমন খজা উত্তোলন করিল, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে শুক্রাচার্য্য
আসিয়া কাপালিকের সম্মুখে দাঁড়াইলেন]

শুক্রা । [গম্ভীরস্বরে] শুক্র হও—শুক্র হও ।

[কমণ্ডলু হইতে মগ্নপূত বারি কাপালিকের অঙ্গে নিক্ষেপ
করিলেন, কাপালিক গুরু ভাবে ধর্ ধর্ করিয়া কাঁপিতে
লাগিল । তৎক্ষণাৎ বিলোচনকে, বন্ধন মুক্ত করিয়া]

যাও বিলোচন, রাজ্যে ফিরে যাও ।

বিলো । [শুক্রাচার্য্যের পদতলে পাড়িয়া] গুরুদেব—গুরুদেব ! ক্রমা
করুন—ক্রমা করুন, আর আমাকে সে জ্বলন্ত অনল মধ্যে ফিরিয়ে
নেবেন না । আমি বড় আনন্দে আজ মৃত্যুর শীতল কোলে প্রাণ জুড়াতে
যাচ্ছিলাম ; সে আনন্দে যখন বঞ্চিত করলেন, তখন আমাকে মুক্তি
দন—আমি এই মহারণ্য মাঝেই শেষ-জীবন লুকিয়ে রাখি ।

শুক্রা । ভুলে যাচ্ছ—বিলোচন, তুমি গয়ানুরকে স্বহস্তে রাজ্যে
প্রতিষ্ঠিত করবে বলে প্রতিজ্ঞা ক'রে বেরিয়েছিলে । সে প্রতিজ্ঞা
তোমায় রক্ষা করতেই হবে ।

বিলো । কোথায় পাব আমার আনন্দঙ্গালকে, গুরুদেব ?

শুক্রা । তপস্যা শেষ ক'রে গয়ানুর স্বরাজ্যের দিকে প্রস্থান
করেছে । তুমি মহারণী প্রভাবতীর সন্ধান ক'রে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে
যত শীঘ্র পার রাজ্যে ফিরে যাও ; আমি যথাসময়ে উপস্থিত হব ।

[প্রস্থান

বিলো। কোথায় মৃত্যুর কালোছায়া—আর কোথায় নূতন আশার আলোক আবার নয়নপথে ধীরে ধীরে ফুটে উঠল! ভগবন্, তোমার দুঃখের রহস্য কার সাধ্য ভেদ করে? গুরুর আদেশ—মহারাজীর সন্ধান করতে হবে, যাই।

[প্রস্থান।

কাপা। [প্রকৃতিস্থ হইয়া] কোথা হ'তে একটা ঝটিকা এসে আমার সমস্ত ওলট-পালট ক'রে দিয়ে গেল! স্বপ্ন—না সুরার ক্রিয়া, এখনো বুঝতে পারছি না। কৈ—কৈ, সে বন্দী কই? সে যে রাজবলি—রাজবলি—

[বেগে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

বৈজয়ন্ত-অন্তঃপুর

শচী একাকিনী চিন্তা করিতেছিলেন।

শচী। জয়ন্ত আজ আত্মত্যাগের মহান আদর্শ নিয়ে স্বর্গ, মর্ত, রসাতলে পর্যটন ক'রে বেড়াচ্ছে। সে তার ত্যাগের আদর্শে আজ ত্রিলোকবাসীদের গ'ড়ে তুলতে চায়। জয়ন্ত-জননীর এ হ'তে আর আনন্দের কথা কি আছে? ত্যাগের এ মহামন্ত্রদানের গুরু স্বয়ং ত্রিদিবপতি; আরও আনন্দ আমার এতে। জয়ন্ত ফিরে এলে গয়াসুরের কথাটা জিজ্ঞাসা করব। জয়ন্ত গয়াসুরকে দেবতাদের পশু-আক্রমণ হ'তে রক্ষা করেছে—গয়াসুরের মাকে মা ব'লে ডেকেছে—গয়াসুরকে ভাই ব'লে কোলে নিয়েছে; সুরাসুরের চিরবিদেষ বহু নিবিয়ে দেবার

ইচ্ছাই আজ জয়ন্তের প্রাণে জেগে উঠেছে । নারায়ণ ! পুত্রের মনোবাসনা পূর্ণ করুন ।

ব্যস্তভাবে জয়ন্তের প্রবেশ ।

জয়ন্ত । [সানন্দে] বড় আনন্দ-সংবাদ নিয়ে এসেছি আজ, মা !

শচী । [সাগ্রহে] কি বাবা !

জয়ন্ত । গয়াসুর ভাই আমার হরির তপস্যায় সিদ্ধ হ'য়ে নুতন এক বর চেয়ে নিয়েছে ; কোন দৈত্য কোনদিন এরূপ বর প্রাপনা করে নি, মা !

শচী । সে কী বর, বাবা ?

জয়ন্ত । শুনলে তুমি আনন্দে অধীর হ'য়ে উঠবে, মা ! গয়াসুর হরির নিকট হ'তে এই বর চেয়ে নিয়েছে যে, মহাতীর্থরূপ তার পবিত্র দেহ যারাই দর্শন বা স্পর্শন করবে, যখন তারা ইচ্ছা করবে, তখনই স্বর্গে চ'লে আসতে পারবে একমাত্র দানববংশ বাদে

শচী । তা বুঝেছি—দানবেরা কখনো বাহুবলে ছাড়া, দৈববলে স্বর্গলাভ করতে চায় না ।

জয়ন্ত । হাঁ মা, তাই । এখন শোন—মা, আমি দেখে এলাম, পিপীলিকা শ্রেণীর মত যক্ষ, রক্ষ, মানব মহানন্দে স্বর্গমুখে ধাবিত হয়েছে ; কিন্তু স্বর্গে যদি স্থান সঙ্কলান করতে না পারি, তা হ'লে উপায় ?

শচী । তার উপায় কি করবে, জয়ন্ত ? স্বর্গে এসে আমার অতিথিরা স্থান না পেয়ে ফিরে যাবে ?

জয়ন্ত । একটা উপায় আছে, মা ! আমাদের বৈজয়ন্ত-পুরী স্বর্গের প্রায় তিনভাগ নিয়ে বর্তমান ; আমরা যদি সেই রাজ-পুরীর সমস্তটা অতিথিদের জন্য ছেড়ে দিয়ে সামান্য কোন এক গৃহে কিংবা কুটীরে গিয়ে

বাস করতে পারি, তা হ'লে গোধ হয়, আপাততঃ অতিথিদের বাসস্থানের
অসুবিধা হবে না, মা !

শচী । [হাসিয়া] সুরপতিকে বলেছ এ কথা ?

জয়ন্তু : না মা, এখনো বলি নি পিতাকে । তোমার মতটা আগে
জানতে চাই ।

শচী । আমি যদি অমত করি ?

জয়ন্তু । লজ্জায় স্বর্গ থেকে পালিয়ে যাব । আমার মায়ের হৃদয়ে
যদি এতটুকু উদারতা দেখতে না পাই, তবে সে মায়ের মুখের পানে
কেমনে তাকাবে জয়ন্তু ? তা হ'লে বুঝ, আমার মা সুরেন্দ্রাণী তুমি নও ।

[নতমুখে রহিল ।

শচী । [বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া পৃষ্ঠে হস্ত বুলাইতে
বুলাইতে] মায়ের উপর এ অভিমান এক তোমার মত পুত্রেরই সাজে ।
বুঝলাম, তোমাকে গভে ধরা শচীর ব্যর্থ হয় নি । আমি পরম আনন্দের
সঙ্গেই তোমার প্রস্তাবে সম্মতি দিলাম, জয়ন্তু !

জয়ন্তু । [সানন্দোচ্ছ্বাসে] হাঁ, এই ত আমার মা । এই ত আমার
স্বর্গের ইন্দ্রাণী মাতা ।

তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রের প্রবেশ ।

ইন্দ্র । [সবিস্ময়ে] একি, জয়ন্তু ! তুমি এখানে স্বচ্ছন্দে মাতার
স্নেহাঙ্কলের তলে দাঁড়িয়ে মাতৃস্নেহ উপভোগ করছ—আর অভ্যাগত
অতিথিরা সব স্থানাভাবে কোথাও দাঁড়াতে পর্যাস্ত পারছে না ।

শচী । [সহাস্তে] সেই ব্যবস্থা কর্তেই মায়ের কাছে ছুটে এসেছে
জয়ন্তু । অতিথিদের জন্য জয়ন্তু আমাদের রাজপুরী ছেড়ে দিতে চায় ।
আমার কি মত, জেনে-শুনে তোমার কাছে যাবে স্থির করেছে ।

ইন্দ্র । তুমি যে আনন্দের সঙ্গেই পুত্রের এ কামনা পূর্ণ করবে, সে

আমি জানি ; কিন্তু তার আর প্রয়োজন হবে না, শচি ! আমি পূর্বে হ'তেই তার ব্যবস্থা ক'রে রেখেছি । স্বর্গের পাশ্বে যে মহাশূনা প্রাস্তর প'ড়ে ছিল, বিশ্বকর্মা'কে নিয়ে সেখানে আমি কোটী যোজনব্যাপী প্রাসাদ প্রস্তুত ক'রে রেখেছি । মাতলি অভাগতদের সেখানে নিয়ে গিয়ে বাসস্থান নির্বাচন ক'রে দিচ্ছি । জয়ন্ত স্বর্গে ছিল না ব'লেই এ সংবাদ জান্ত না ; কিন্তু শচি, জয়ন্তের মনে যে নূতন ব্যবস্থার কথা উদয় হয়েছে, সে কথা একবারও আমার মনে উদয় হয় নি । শচি, পুত্রের এ উচ্চতা আজ পিতাকে ছাপিয়ে অনেক উচ্চে উঠেছে ।

জয়ন্ত । পিত্রাস্মাহ ত পুত্ররূপে জন্ম পরিগ্রহ ক'রে থাকেন, পিতা !

ইন্দ্র । সত্য হ'লেও, মাতৃ-হৃদয়ই পুত্রের সেই স্বচ্ছ প্রকৃতি-দর্পণে বিশেষভাবেই প্রতিবিম্বিত হ'রে থাকে, জয়ন্ত ! প্রণত হও—পুত্র, ঐ মহা-মহীয়সী মহাদেবীর পাদপদ্মে ।

জয়ন্ত । [প্রথমতঃ শচী ও তাহার পর ইন্দ্রকে প্রণাম করিল]

শচী । নূতন আশীর্বাদ ত আর কিছু নাই, পুত্র ! একমাত্র নারায়ণের কাছে আমার প্রার্থনা যে, পিতার পুত্র হ'য়ে যেন ত্রিলোকের কল্যাণ-সাধন করতে পার ।

সহসা দেবদূত আসিয়া অভিবাদন করিল ।

ইন্দ্র । কি সংবাদ ?

দূত । বিনা সাধনায় সব দলে দলে স্বর্গে চ'লে আস্ছে, তাই দিকপালগণ শনৈশ্চরের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে ব্রহ্মলোক গমন কর্ছেন ।

ইন্দ্র । একরূপ ঘটনা ঘটবে বুঝেছিলাম, শচি ! আচ্ছা, যাও দূত ভূমি ।

[দূতের অভিবাদনাস্ত্রে প্রস্থান ।

[বিষাদ ও চিন্তামুক্তভাবে] বঝলে কিছু—শচি, দিকপালগণের ব্রহ্মলোকে যাবার উদ্দেশ্য ?

শচী । এইরূপ নিবিঘ্নে স্বর্গপ্রাপ্তি সকলের যাতে না ঘটে, তার জন্ত ব্রহ্মলোকে পিতামহের নিকটে উপায়ের জন্য দিক্‌পালগণের গমন ; এই বোধ হয় উদ্দেশ্য ।

ইন্দ্র । হাঁ, ঠিক বুঝেছ ; কিন্তু তার পরিণাম কি হ'য়ে দাঁড়াবে, বোধ হয় চিন্তা ক'রে দেখ নি ?

শচী । পরিণাম শোচনীয় ; আবার সেই দেব-দানব-যুদ্ধ—আবার সেই রক্তের স্রোত—আবার সেই স্বর্গ হ'তে বিতাড়িত হওয়া দেবগণের ।

সহস্র। সত্যদেব আসিয়া গাহিলেন ।

সত্যদেব । —

গান ।

আবার বায়ুকোণে মেঘ দেখা দিয়েছে ।
 গুরু গুরু মেঘের ডাক ওই ডাক্তে সুর হয়েছে ॥
 ও ত, জলোমেঘ নয়, ঝড়োমেঘ ওই, বিদ্রাৎফুটে উঠেছে ;
 এখন, উঠবে যে ঝড় সোঁ। সোঁ। রবে তার সূচনা করেছে ॥
 শনি ঘুঘু উড়ে এসে আবার জুড়ে বসেছে ;
 দেবতার দলে তাই ত এবার বিষম চমক লেগেছে,
 হবে সত্ত-ভক্ত প্রলয় কাণ্ড, তারা তাবই ফলি এঁটেছে ॥

[প্রস্থান ।

ইন্দ্র । শুনলে ? অনুমান মিথ্যা নয় আমার । গয়ামুর যখনি এই স্বর্গে আমার অব্যাহিত দ্বারপথে দেবতারা বাধা দিয়ে দাঁড়িয়েছে, দেখতে পাবে, তখনি সে দ্বারপথ বাধাশূন্য করতে ছুটে আসবে সসৈন্তে স্বর্গে তার ত্রিলোক-বিজয়ী বীরত্বের সাফল্য পরীক্ষা করতে ।

জয়ন্ত । কিন্তু গয়ামুর কখনও স্বর্গ চাইবে না, পিতা !

ইন্দ্র । স্বর্গ-বিজয়ের গৌরবকে যে, সে বাধ্য হ'য়েই ছাড়তে পারবে

না । গয়াসুর-হস্তে দেবতার দল যখন নিপীড়িত, লাঞ্চিত, পরাজিত হ'তে থাকবে, তখন বাসবের বজ্র কি জ'লে না উঠে নির্ধাপিত থাকবে, জয়ন্ত ? শতদোষে দোষী হ'লেও দেবতারা আমার নিকট তখন অপরিত্যাজ্য হ'য়েই দাঁড়াবে । স্বর্গরাজ্য রক্ষার কর্তব্য-বুদ্ধি কি স্বর্গাধিপতির প্রাণে জেগে ওঠা তখন স্বাভাবিক হ'য়ে উঠবে না ?

জয়ন্ত । নারায়ণের বরে স্বর্গ জয় করলেও, গয়াসুর স্বর্গসিংহাসন অধিকার করবে না, এ বিশ্বাস গয়াসুরের উপর আমার যথেষ্ট আছে, পিতা !

ইন্দ্র । বুঝলাম, তার অধিকৃত সিংহাসন তখন স্বর্গাধিপতিকে ফিরিয়ে দিতে বিশেষ আগ্রহই দেখাবে ; কিন্তু তার পর ? সেই সিংহাসন গয়াসুরের নিকট হ'তে ভিক্ষানের মত হাত পেতে নিতে হবে কাপুরুষ সুরেন্দ্রকে ? [অপমান-সুরের ভাব পরিবর্তিত করিয়া] জয়ন্ত. মস্তিষ্ক স্থির রেখে কথা বলছ না । সাবধান, গয়াসুরের পক্ষপাতিত্ব তোমাকে আত্মমৰ্যাদা ভুলিয়ে দিচ্ছে । গয়াসুরের উপর অত্যন্ত স্নেহানুভূতি তোমাকে হাত ধ'রে অনেক নীচের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, জয়ন্ত ! শচি, গুন্ডে বিকৃতবুদ্ধি পুত্রের কথা ?

শচী । দেবতা-দানবের মধ্যে চির-বিষেষের সমন্বয়-চেষ্টাই নিয়ত জয়ন্তের সরল হৃদয়ে জাগরুক, তাই এতটা বিবেচনা ক'রে কথা বলতে পারে নি ।

জয়ন্ত । ক্ষুব্ধ হবেন না, পিতা ! গয়াসুরকে ভাই ব'লে কোলে নিয়েছি—তার জননীকে জননী ব'লে সঙ্ঘোধন করেছি, সে সঙ্ঘোধন যদি কেবলমাত্র আমার কৃত্রিম মৌখিক সঙ্ঘোধনই হ'ত, তা হ'লে জয়ন্ত পিতার কাছে অনায়াসে অমন কথা বলতে কখনই সাহস করত না ।

ইন্দ্র । গয়াসুরের সঙ্গে যুদ্ধ অনিবার্য হ'লে তুমি তখন কি করবে ? ভাই ব'লে স্নেহময় কোলে তুলে নেবে—না তার সঙ্গে যুদ্ধ করবে ?

জয়ন্ত । গয়াম্বর কখনই আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসবে না ।

ইন্দ্র । যেহেতু তুমি নিজের প্রাণ দিয়ে তাকে অস্ত্রমুখ হ'তে উদ্ধার করতে গিয়েছিলে । উপকারের কৃতজ্ঞতা তুমি তার কাছ থেকে কণায় ক্রান্তিতে হিসাব ক'রে নিতে চাও । নিষ্কাম-কর্তব্য-বুদ্ধি কি তোমার এই ? এইরূপ নিষ্কাম-কর্তব্য-বুদ্ধি নিয়ে দেবতা-দানবের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপনের জন্য ক্ষেপে উঠেছিলে ? এখন বুঝতে পারছ—শচি, দিকপালগণকে দেবতা ক'রে গ'ড়ে তুলবার ব্যাভা নিয়ে কেন জয়ন্ত তোমার কাছে ফিরে এসেছিল ? কিছুক্ষণ পূর্বে যে পুত্র তার কপট হৃদয়ের কৃত্রিম উচ্চতা দিয়ে পিতার মেহময় বক্ষঃপুত্র-গৌরবের আনন্দে ক্ষীণ ক'রে তুলেছিল, পরক্ষণেই আবার সেই কাপুকষ পুত্র মুক্ত হৃদয়ের স্বাভাবিক নীচতা দেখিয়ে সেই পিতৃ-হৃদয়ে শত গ্লানি—শত বিকার দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছে । শচি, ব্যর্থ হয়েছে আমার সমস্ত শিক্ষাদান—নিষ্ফল হয়েছে আমার গুরুতা গৌরব, ভুল হয়েছে আমার শিষ্য-নির্বাচন ।

জয়ন্ত । এ সাক্ষেপ, এ তিরস্কার, এ উপেক্ষার শত বজ্রাঘাত পিতার নিকট হ'তে পাবার জন্তু দুভাগ্য পুত্র প্রস্তুত ছিল না, জননি ! ভাইয়ের নিকট হ'তে কৃতজ্ঞতার প্রত্যাশা কি জ্যেষ্ঠের পক্ষে স্বার্থপরতা, না ভাইকে প্রকৃত কর্তব্যপরায়ণ ক'রে গ'ড়ে তোলার সার্থকতা দেবে বিমল আনন্দে আনন্দিত হ'য়ে ওঠা ? এ পুত্র তার পিতৃশিক্ষার কোন অবমাননাই করে নি, জননি ! সত্যকথা বলা যদি পিতার কাছে পুত্রের ঔদ্ধত্য না হ'য়ে কর্তব্য ব'লেই স্থির হওয়া নীতি-শাস্ত্রের উপদেশ হয়, তবে এই সত্যবাদী পুত্র স্পষ্টাক্ষরে তার পিতাকে বলতে চায়, দানব বিদ্বেষের গুপ্তদাগ পিতার হৃদয় হ'তে এখনো মুছে যায় নি । সে গুপ্তদাগ সতর্কতার আবরণ ভেঙে ফেলে পুত্রের বক্ষে আজ একটু হ'য়ে দেখা দিয়েছে । উঃ—আমার এতদিনের শ্রদ্ধা, ভক্তি আজ নিতান্ত

লজ্জায়—নিতান্ত দুঃখে হৃদয় হ'তে যেন দূরে স'রে ঝাচ্ছে । পিতার উপর ভক্তি-শ্রদ্ধা হারালে আমি কোথায় গিয়ে দাঁড়াব ? কোথায় গিয়ে সাহায্য পাব, মা ? [কাঁদিয়া ফেলিল]

ইন্দ্র । [ভাগ দেখাইয়া ! দাঁড়াবে গিয়ে নরকে, কুলজ্ঞার । সাহায্য পাবে কুলোপাকে গিয়ে, অধম ! যাও তুমি তোমার সেই উপযুক্ত স্থানে চ'লে । [তরবারি নিষ্কাশন]

শচী । [তরবারি ধরিয়া ! তরবারি আঘাত আজ প্রাপ্য নয়, সুরপতি ! সে আঘাত আজ সম্পূর্ণ প্রাপ্য তারই—যে তার সরল অকপট পুত্রের নিকট চিরভ্যস্ত নিজ দানব-বিদ্বেষকে গুপ্ত রাখতে না পেরে পুত্র আর জ্ঞীর চিরবিশ্বাস ভেঙে দিয়ে সেখানে অশ্রদ্ধার বিষ স্বহস্তে ঢেলে দিয়েছে । এইরূপ তিরস্কারের বিষাক্ত বাণ শচী তার স্বামীর উপর জীবনে কখনো বর্ষন করে নি ; এইবার প্রথম । এস—জয়ন্ত, মায়ের সঙ্গে চ'লে গয়াসুরের কাছে । দুই পুত্রকে কোলে ক'রে শচী আজ হ'তে পুত্রের জননী হ'য়ে দাঁড়াবে সেখানে ।

ইন্দ্র । [ভাবান্তরিত ভাবে অসি কোষবদ্ধ করিয়া সহাস্যে] আমি আজ এই আশাই করেছিলাম, শচি ! পুত্রকে ষষ্ঠাধ পৰীক্ষা করবার ক্ষেত্র আর পাঠি নি কখনো ; সেই সঙ্গে তোমাকেও সোনার মত আরও ক'মে নিলাম, শচি ! পুত্র আর পত্নীর এই পরীক্ষা হ'তে যে বিশ্বাস, যে আনন্দ লাভ করলাম, সে আনন্দ, সে বিশ্বাস আমাকে দানব-সমরে পরাজয়ের দিনে মহাশক্তির আশ্রয় হ'তে বিচ্যুত করতে পারবে না । জয়ন্ত, তোমার সত্যবাদিতা আজ স্পষ্ট ভাষিতার সঙ্গে মিশে আরও সহজ, সুন্দর ক'রে তুলেছে তোমাকে !

[জয়ন্ত সাক্ষনেত্রে ইন্দ্রের পদতলে পতিত হইল, ইন্দ্র জয়ন্তকে উঠাইয়া সন্মুখে আলিঙ্গন করিয়া]

ইন্দ্র । আজ তুমি পরীক্ষায় সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ, জয়ন্ত ! যাও, এখন তোমার স্নেহময় ভ্রাতা গয়াসুরের রাজ্যাভিষেকের সময় উপস্থিত ; উপযুক্ত উপঢৌকনসহ সেখানে চ'লে যাও । শচি, জয়ন্তের সঙ্গে—তোমারও মাতৃ-আশীর্বাদ গয়াসুরকে পাঠিয়ে দিতে বিশ্বস্ত হ'য়ো না যেন ।

[হাস্যমুখে প্রস্থান ।

জয়ন্ত । [হাস্যমুখে] এমন পিতাকেও মাঝে মাঝে বুঝতে ভুল ক'রে ফেলি !

শচী । চিরসঙ্গিনী হ'য়ে আমিই যখন ভুল ক'রে ফেললাম, তখন তুমি পুত্র হ'য়ে যে ভুল করবে, তাতে বেশী বিষয় কি আছে, জয়ন্ত ! চল, এখন গয়াসুরকে উপযুক্ত উপঢৌকন তোমার কি দেওয়া উচিত, স্থির কর গে ।

জয়ন্ত । [সাহাস্যে] সে আমি স্থির ক'রেই রেখেছি ; চল—তোমায় পরে বলব, মা !

[উভয়ের প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃশ্য

নিবিড় বন

জীর্ণবেশা, শীর্ণদেহা উন্মাদিনী অন্ধা প্রভাবতী বৃক্ষাদিতে বাধা পাইয়া পড়িয়া উঠিয়া হাতড়াইতে হাতড়াইতে প্রবেশ করিলেন । কণ্টকাক্রান্ত অঙ্গ হইতে রুধির ঝরিতেছিল ।

প্রভা । [যন্ত্রণাদগ্ধ প্রাণে সরোদনে] কোথায় ? কোথায় রে আমার বুকের মাণিক ! অন্ধের নয়ন বাবা আমার ! কোথায় গেলে তোরে পাব ? আমি যে অন্ধ হয়েছি, বাবা ! কোন্ পথে কোথায় যাব ? আর যে

পারি না, বাপ্ ! ঐ যে কে বলেছে, গয় আমার এই বনে লুকিয়ে
হরিসাধনা করছে । আমি কাছে গেলে পাছে তার হরিসাধনা ভেঙে যায়,
এই ভয়ে গয় আমায় সাড়া দিচ্ছে না । ওগো, কে ব'লে গেলে গো, —
কে ব'লে গেলে ? একবার আমায় দয়া ক'রে নিয়ে চল আমার গয়ের
কাছে । তারে কত যুগ দেখি নি ! [কিঞ্চিৎ পরে] না-না—মিছে কথা, কেউ
কিছু বলে নি । কেবল একটা গুঁক বাতাস সোঁ সোঁ ক'রে আমার কানের
কাছ দিয়ে চ'লে গেল । এতদিন কি গয় আমার বেঁচে আছে ? কোন্
জঙ্গলের বাঘ-ভালুকে তারে—সে কথা মুখে আনতে পারি না । মা যে
আমি । কেন গয়চাঁদের মা হয়েছিলাম ? গয়চাঁদের মত ছেলে যারা
হারিয়ে ফেলে, হা ভগবান্ ! তাদের কেন মেরে ফেল না ? না—আর
কান্দব্ না—চোখেতে আর জল নাই আমার, চোখ্ গুঁক—বুক
গুঁক—প্রাণ গুঁক । উঃ—কত আগুন পোড়ারমুখী আমি এই
বুকের মধ্যে জ্বালিয়ে রেখেছি ! এইবার একবার ছুটে দেখি, কদরূ সে
আমার গেল । দি দৌড়্—প্রাণপণে বুকটা চেপে ধ'রে, দি একবার দৌড়্ ।

[দৌড়িতে গিয়া :সহসা একটা বৃক্ষে আঘাত পাইয়া
“বাপ্ রে, কোথায় তুই” বলিয়া ভূতলে পড়িয়া মূর্ছিত
হইলেন]

অদূরে জীর্ণবেশে রুক্ষকেশে ধূলিধূসরিত অঙ্গে
বিলোচনের প্রবেশ ।

বিলো । না—এত খুজলাম, কোথাও মহারাণীর সন্ধান পেলাম না ।
পুত্র-শোকাতুরা উন্মাদিনী “হা পুত্র—হা পুত্র” ব'লে এতদিন কবে হয় ত
প্রাণত্যাগ করেছ । মৃত্যু ! কে বলে তুমি নির্দয় কঠোর ? আমার
মনে হয়, তুমি কত দয়াল, কত কোমল ! তোমার হিম-শীতল করম্পর্শে
জীবনের কোন ষড়্গাঠাই থাকে না । ব্যাণিতের ব্যথা দূর করতে তোমার

মত বান্ধব ত আর কেউ নাই, জীবনের সমস্ত অভিনয় যখন শেষ হ'য়ে যায়, তখন সে রঙ্গমঞ্চে নীল যবনিকা ফেলে দাও—এক তুমি . জীবনের সব আলো—সব সুখ—সব শান্তি যখন নিভে যায়, তখন তোমার মত আশ্রয়দাতা তার আর কেউ থাকে না। তাই শেষের বন্ধু! তোমার আশ্রয় পাবার জন্য আজ এত ডাকছি তোমাকে ; আমার আনন্দ-দুলাল গয় যখন বেচে আছে শুনেছি, তখন ত আমার আর কোন আকিঞ্চন নাই, বন্ধু! এই যে সন্ধ্যাও হ'য়ে এল, চোখে কিছু দেখা যাচ্ছে না ; এখানেই আজ বিশ্রাম। [কিঞ্চিং অগ্রসর হইয়া প্রভাবতীকে পতিত দেখিয়া] কে যেন এই প'ড়ে আছে, আমার মত কোন হতভাগ্য হয় ত কোন বৃষ্টি হিংস্রজন্তুর আক্রমণে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হয়েছে। [বিশেষরূপে দেখিয়া] অ্যা—অ্যা—নিবিড় বনের অন্ধকারে অস্পষ্ট আলোকে, এ কাকে দেখতে পাচ্ছি! মহা দেবি! মহাদেবী মুচ্ছিতা, না অনন্ত-নিদ্রায় নিদ্রিতা? আগে চেষ্টা ক'রে দেখি। [উত্তরীয় দ্বারা ব্যজন]

প্রভা। [চৈতন্য পাইয়া কণ্ঠজড়িত ক্ষীণস্বরে] একবার আয় রে—
একবার আয়—

বিলো। [স্বগত] এই যে জ্ঞান হ'য়েছে। [আরও জোরে জোরে ব্যজন]

প্রভা। উঃ-হু-হু—জ্বলে যায় রে, বড় জ্বলে যায়। বুকেপোরা এত আগুনের তাপ কি সহিতে পারা যায়, রে ?

বিলো। মহাদোষ!

প্রভা। কে যেন আমায় ডাকছে! আমার বাবার মত মা ব'লে কেউ ডাকতে পারে না। এই যে কার নিশ্বাস যেন জোরে জোরে আমার গায়ে এসে লাগছে। আমার বাবার নিঃশ্বাস ত এ রকম ছিল না!

বিলো । [অশ্রুজড়িত কণ্ঠে] মহাদেবি ! আমি সেই বি—

প্রভা । আবার সেই ডাক ! মা-ডাক মুখে আসে না তোমার ? ওরে, আমি যে ওই মা-ডাকের কাঙাল । সে সুখভরা ডাক যে ডাকত, সে আজ আমার নাই—রে, নাই । তাই তোদের কাছে ভিক্ষা চাইছি, আমায় একবারটা সেই মা-ডাক শোনা ।

বিলো । আছে—আছে—মহাদেবি, গয়চাঁদ তোমার বেঁচে আছে । আবার তার মুখে সেই সুখভরা মা-ডাক শুন্তে পাবে ।

প্রভা । [সহসা উঠিয়া বসিয়া] ওরে—আছে রে—আছে, আমার গয়চাঁদ বেঁচে আছে ! [ব্যাকুল হইয়া উঠিয়া আনন্দে] কোথায় যাব ? কি করব ? আমার গয় বেঁচে আছে—বেঁচে আছে । এই যে মাকে নেবার জন্তে লোকে পাঠিয়েছে । কই—কই ? তুমি কে ? আবার বল যে, আমার গয় বেঁচে আছে ।

বিলো । হাঁ দেবি, বেঁচে আছে ।

প্রভা । তোমার কণ্ঠস্বর যেন কোথায় শুনেছি, ঠিক মনে পড়ছে না ।

বিলো । আমার পরিচয় দিতে জিহ্বা আজ সরুছে না । দৈত্য-কুলে একটা কাল-ধুমকেতু এসে উদয় হয়েছিল, সে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছিল একটা মহাঝঞ্ঝা, মহাবিপ্লব, মহাবিপর্ষায় । সে মহাঝঞ্ঝার প্রবল বেগে কোথায় উড়ে চ'লে গেল সেই নন্দন-বনের আনন্দময় পারিজাত কুমুদী ! কোথায় ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হ'য়ে উড়ে গেল সুখশাস্তির তরুলতাগুলি ! দেখতে দেখতে আলেয়ার মত নিবে গেল—স্বপনের মত সব ফুরিয়ে গেল—জলবিষের মত সব মিশে গেল । থাকল কেবল হাহাকার—অন্ধকার—নিদারুণ করুণ দৃশ্য ।

প্রভা । ওগো, তুমি পরিচয় দাও ; আমি অন্ধ—তোমায় দেখতে পাচ্ছি না ।

বিলো। [চমকিয়া] ওঃ—আজ অন্ধ তুমি, দেবি! এ অন্ধ তোমায় যে করেছে—পুত্রহারা তোমায় যে করেছে—পুত্রশোকে উন্মাদিনী তোমায় যে করেছে, সেই মহাশত্রু সম্মুখে তোমার উপস্থিত। পার দিতে একটা অভিশাপ? পার দিতে একটা বজ্র ফেলে এ পাপীর মাথায়? পার দিতে একটা জ্বলন্ত নিঃশ্বাসে উড়িয়ে দিতে পথের ধুলোর মত এঁই মহাশত্রু অধম বিলোচনকে?

প্রভা। তুমি! তুমি? সেই বিলোচন তুমি আবার এসেছ? আজ আবার কি নিতে এসেছ? আজ যে আমার কোল শূন্য—বুক শূন্য। আজ আবার কাকে নিয়ে সারারাত্রি সেই রুদ্ধঘরে আটকে রাখবে? “কাকা কাকা” ব’লে সারারাত্রি চাঁচালেও সাড়া দেবে না?

বিলো। [সোচ্ছ্বাসে] বজ্র! নিবে গেছ? মৃত্যু! তোমার চিত্রশূণ্ডের তালিকা হ’তে কি বিলোচনের নাম মুছে ফেলেছ?

প্রভা। বজ্র, মৃত্যু—ওসব ত আর নেই, দেবর! তারা শক্তিশূন্য হ’য়ে লজ্জায় স’রে পড়েছে। তা পড়ুক, আর আমি ওদের চাই নে এখন। তুমি যখন বলছ যে, আমার গয় বেঁচে আছে, তখন আর মরতে পারব না; কিন্তু তুমি সঙ্গে ক’রে ত নিয়ে এলে না এখানে? সেই যে নিয়ে চ’লে গেলে - আর ত ফিরিয়ে দিলে না আমার কোলে?

বিলো। মহাদেবি, আমার সেই ছুলালকে দেখবার ভাগ্য এখনও আমার ঘটে নি। গুরুদেবের মুখে শুনেছি, গয়চক্র হরিসাধনায় সিদ্ধি লাভ ক’রে গৃহের দিকে ফিরেছে। আমি মহাদেবীকে সঙ্গে ক’রে সেখানে নিয়ে যাব ব’লে এ কয়দিন খুঁজে বেড়াচ্ছি।

প্রভা। [বাস্তবাবে] তবে—তবে আমার নিয়ে চল তাড়াতাড়ি সেখানে। এতক্ষণ বাবা আমার মা মা ব’লে ডেকে ডেকে গলা ভেঙে ফেলেছে। যদি আমার খুঁজে না পেয়ে ফিরে কোথাও চ’লে যায়?

৫ম দৃশ্য ।]

শ্রীপাদপদ্ম

চল—শীগ্গির চল । আমি যে গিয়ে তাকে রাজা ক'রে রাজ-সিংহাসনে
বসাব—রাজ-মুকুট নিজের হাতে পরাব ! বাতাসের মত উড়িয়ে নিয়ে
চল আমাকে ! [হাত বাড়াইয়া দিলেন]

বিলো । [হস্ত ধরিয়া] এস, মহাদেবি ! [যাইতেছিলেন]

প্রভা । মৃত আন্তে আন্তে নয়, দৌড়ে চল—দৌড়ে চল ।

[ত্বরিত পদে যাইবার অভিনয় প্রদর্শন করিতে করিতে
বিলোচন সহ প্রস্থান ।

পঞ্চম দৃশ্য

পথ

স্বর্গগমনেচ্ছ একদল বাল-বৃদ্ধ-যুবাব গীতকণ্ঠে প্রবেশ ।

সকলে ।—

গান ।

ওরে, স্বর্গে যাবি—স্বর্গে যাবি—স্বর্গে যাবি চল ।

কোথা থেকে এসেছে এক স্বর্গে যাবার নূতন কল ॥

আয়, ডোম্-ডোমনী বাগ্গী, হাড়ী মেথর-মেথরাণী,

আয়, কামার কুশোর তেলী তামলী চামার-চামরাণী,

(আয় ভয় নাই রে) (পাপীর পাপের তাপীর তাপের)

(স্বর্গের সিড়ি বেঁধে দেছে)

আর সাধন ভজন, নাই প্রযোজন, আয় রে ছুটে দলে-দল ।

আয়, রাজা-প্রজা গরীব-দুখী সবই রে আজ একাকার,

আয়, রোগী ভোগী শোকী তাপী মহাপাপী দুরাচার,

(আর আয় ছুটে আয় রে) (দলে দলে)

(পঙ্গপালের মত তোরা দলে দলে ছুটে আয় বে)

আজ ধন্য হ'ল — ধন্য হ'ল গয়ানুরের সাধন-বল ॥

[প্রস্থান ।

তৎক্ষণাৎ একদল সধবা-বিধবা-ছুঁড়ী-বুড়ী পোঁটলা-পুঁটলি
কক্ষে করিয়া ক্রমশঃ প্রবেশ করিতে লাগিল ।

১মা । ওলো—ও কাস্ত ! ও শাস্ত !

২য়া । ওলো—ও বামা ! ও ক্যামা !

৩য়া । ওলো, তোরা চ'লে আয়, চ'লে আয় ।

১ম বুড়ী । আ—আমার পোড়াকপাল ! দোকলা-গুঁড়োর কোটোটা
ফেলে এসেছি—লো, ফেলে এসেছি ।

২য় বুড়ী । আ—মরণ আমার, হেঁড়া কাধার পুঁটলিটা কোথায়
গোল্লায় দিয়ে এসেছি লো—গোল্লায় দিয়ে এসেছি ।

কোন যুবতী । এই মরেছে ! হায়-হায় মা, আমার মুখ দেখবার
আয়নাখানা ?

অন্য যুবতী । গেছে—লো, গেছে আমার কত্তার দেওয়া মাথার
কাঁটাছটো ।

কোন নারী । অ্যা—আমার খোকার মুখের চুম্বিকাঠি ?

কোন বালিকা । [ক্রন্দনস্বরে] ওগো, আমার পুতুলখানা ?
এ্যা-এঁ্যা-এঁ্যা—

অন্য বালিকা । [ক্রন্দনস্বরে] ওগো, আমার বাক্সের চুড়িপেড়ে
শাড়িখানা ? এঁ্যা—এঁ্যা—এঁ্যা—

[সকলের প্রস্থান]

তৎক্ষণাৎ একটা অন্ধ বৃদ্ধের হাত ধরিয়া তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী
সোনামণির প্রবেশ । বৃদ্ধের সন্দেহ রোগ বিলক্ষণ ছিল ।
বৃদ্ধ । তা—সোনামণি !

সোনা । আঃ—কেন বারে বারে ডেকে আলাতন করছ, বল ত ?

বৃদ্ধ । না—না, বিদেশ-বেতুঁই—একটু কথা ব'লে চলা ভাল ।

সোনা । অত বক্তে পারি না আমি ।

বৃদ্ধ । বলি, পেছু-টেছু কোন ছোঁড়া-টোড়া লাগে নি ত তোমার ?
আমি অন্ধ মানুষ, তাই বলছি—পথে-ঘাটে একটু দেখে-শুনে চ'লো ।

সোনা । [স্বগত] একটু মজা করা যাক্ বুড়োকে নিয়ে

বৃদ্ধ । একেবারেই চুপ মেরে গেলে যে, সোনামণি !

সোনা । দেখ না, একদল ছোঁড়া আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে
আর চোখ-ইসারা করছে ।

বৃদ্ধ । [ভয়ে ও বিস্ময়ে] আর আমার সর্বনাশ ! সোনামণি !
সোনামণি ! তুমি সেদিকপানে মোটেই চেয়ো না ; তুমি একদৃষ্টিতে
খালি আমার মুখের দিকে সতী-লক্ষ্মীর মত চেয়ে চল । বুঝতে পারছ না ?
ছোঁড়াগুলো বড় বেয়াড়া । এইরকম পথে-মাঠে গুং মেরে থাকে—সুন্দরী
নারী পেলেনই আর কথা নেই ।

সোনা । তা হ'লই বা—একটু মজা করি না গুদের সাথে, পথের
কষ্টটাও অস্তুতঃ দূর হবে ।

বৃদ্ধ । অ্যা ! কি বলছ, সোনা ? এই পথের মাঝে ছোঁড়া নিয়ে মজা
করবে ? আরে, তুমি যে সতী-সাবিত্রীর জাতি ! তোমার কি গুসব
করতে আছে ? পরপুরুষ—পরপুরুষ ! কৈ গো, কথা কইছ না যে ?
বলি, চোখ-টোখ-ঠারছ না ত ? তবু কথা নাই মুখে ! বলি, সে গুলো
কাছে এসে ঘেসে এসে দাঁড়ায় নি ত ? [হাত ধরিয়া টানিয়া আনিতে
চেষ্টা] আমার কাছে স'রে এস. পতিই সতীর একমাত্র পরম গুরু ।

সোনা । আঃ—অমন টান্ছ কেন ?

বৃদ্ধ । আরে, টান্ছি কি সাথে ? তৃতীয় পক্ষ তুমি আমার যে,
বন্ধ ছাড়া ক'রে কি রাখতে পারি ?

সোনা । এখন বুড়ো হ'য়ে স্বর্গে চলেছ—এখনও নারী নিয়ে খেলা
করবার সখ্ তোমার গেল না— ছিঃ ।

বৃদ্ধ । আরে, ঐ ছিঃটা এদিকে না দিয়ে ঐ দিকে দাও না ছাই !

সোনা । তুমি যে বুড়ো— ওরা যে ছোড়া ? ওদের যা সাজে—
তোমার তা সাজে না, তুমি বুড়ো হয়েছ ।

বৃদ্ধ । বাইরে আমার ধাতের গুণে বুড়ো দেখছ ; ভেতরে আমি
তোমার কচি খোকাটাই আছি, সোনামণি !

সোনা । দূর-দূর—মুখে যা আসছে তাই বলছ । ভীমরথী ধরেছে !
এই রকমই হয় ।

বৃদ্ধ । যাক্, স্বর্গে গিয়ে প্রায়শ্চিত্ত ক'রে নেব । তুমি চল ত
দেখি একবার শীগ্গির শীগ্গির ক'রে ।

সোনা । ছোড়াগুলো যে আঁচল ধ'রে রেখেছে, যাব কি, বল ?

বৃদ্ধ । আরে সর্বনাশ ! একেবারে বঙ্গহরণের কাণ্ড ! দোহাই
বাবারা, তোমাদের পায়ে পড়ি ; আমার এই বৃদ্ধকালের তরুণী সখলটা
তোমরা কেড়ে নিয়ে যেয়ো না । তা হ'লে আমি বৎস-হারা গাভীর
যত—

সোনা । দেখ, আবার কি বলে ? এই আমি তোমার কপালে
কলা ঠেকিয়ে চললাম তবে । [সরিয়া দাঁড়াইয়া বৃদ্ধের রকম দেখিতেছিল
আর নীরবে হাসিতেছিল]

বৃদ্ধ । [উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া বলিতে লাগিল] কোথায় গেলে
গো—আমার তৃতীয় পক্ষের পিত্তিরক্ষাকারিণি ! আমায় ছেড়ে যেয়ো না
গো—আমার স্বর্গপথের সিঁড়িরুপিণি ! ওগো, তোমার বুড়ো ম'ল
গো, তোমায় বিধবা ক'রে । সোনামণি গো—মা, তুমি কোথায় গেলে ?
[ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল]

৫ম দৃশ্য ।]

শ্রীপাদপদ্ম

সোনা । [রাগিয়া আসিয়া বৃদ্ধের মুখ টিপিয়া ধরিয়া] চল মড়া, তোমার
পিণ্ডি চটকাতে ! [অন্ধকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান ।

তৎক্ষণাৎ একটী খঞ্জ রমনী দুই হাতে লাঠি ভর দিয়া

খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে প্রবেশ করিল ।

খঞ্জা । মর্—মর্ আটকুড়ীর ব্যাটারা, ভাইখাগীর ব্যাটারা । গোল্লায়
যা—গোল্লায় যা ।

তৎক্ষণাৎ একদল বালকের প্রবেশ ।

বালকগণ । ও খুঁড়ী ! ও খুঁড়ী ! যাবি সগ্গপুরী ।

খোঁড়া পায়ে কি ক'রে ওই উঠ'বি সগ্গের সি ডি ॥

খঞ্জা । মর্ মর্ মর্—মর্ মর্ মর্ । যম কি তোদের চোখে দেখতে
পায় না, রে ?

বালকগণ । খুঁড়ি, তোমার খোঁড়া গেল কোথা ?

খোঁড়া পায়ে লাথি মেরে বৃষ্টি ভেঙেছি'ম্ তার মাথা ?

খঞ্জা । আয়-আয়, এই খোঁড়া-পায়ের লাথি একবার খেয়ে যা,
তোদের সাতপুরুষ উদ্ধার হ'য়ে যাবে ! আয় না রে মুখ পোড়ারা,
দাঁড়িয়ে রইলি যে ?

বালকগণ । খুঁড়ী, তুই যাবি স্বস্তরবাড়ী ।

স্বস্তরবাড়ী গিয়ে খুঁড়ী খাবি ঝাঁটার বাড়ী ॥

খঞ্জা । তবে নাকি রে হৌদলকুংকুতের বাচ্চারা ! রাখ্ আগে—
তোদের পোড়া মুখগুলোয় মূড়ো ছেলে দি । [বলিয়া ভক্তিমা'সহ
খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে ভাড়া করিল]

বালকগণ । ওরে খুঁড়ী আসছে তেড়ে ।

ছোট্ট সবে দৌড়্ মেরে ॥

[দৌড়িয়া প্রস্থান ।

খঞ্জা । ওরে তোদের ওলাউঠো হ'ক—ওলাউঠো হ'ক । দোহাই ওলাচণ্ডি রান্তিরের মধ্যে ওগুলোকে নিকেশ ক'রে দাও—তোমারে জোড়া মোষ দেব । [হাঁপাইতে হাঁপাইতে এক পারে লাঠি ভর করিয়া দাঁড়াইয়া] মাগো—মা ! কেন আমি সগ্গ যাত্রা করেছিলাম ?

জনৈক যুবকের প্রবেশ ।

যুবক । এই যে, মাসী যে ! বলি পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে ষাওয়া হচ্ছে কোথায় ? মেসোর সঙ্গে কিছু হয়েছে-টয়েছে নাকি ?

খঞ্জা । [সহাস্তে] না রে বাবা ! তার সঙ্গে কিছু হয়-টয় নি । জানই ত বাবা, তোমার মেসোটি কেমন—হে—হে—হে—

যুবক । তা আর জানি নি ? মেসোর ত তুমি-অস্তই প্রাণ ।

খঞ্জা । যদি একবারটী দয়া করতে, বাবা—

যুবক । তা বেশ ত ; আমিও ত সেই মুখোই ষাচ্ছি !

খঞ্জা । ষাওয়াই হবে না—আর কেউ রেঁধে দিলে মুখে ক্ৰচবে না ।

যুবক । রেতে ঘুমুও হবে না হয় ত ?

খঞ্জা । হে-হে-হে—তুমি সবই ত জান. বাবা ! তোমার কাছে আর লজ্জা কি, বাবা ! আস্তে কি আর দিতে চায় ? এই দেখ না—হাত না ধ'রে সে কী কান্না—কী কান্না ! একেবারে নয়-নৈরেকার হ'য়ে গেল সেখানটা, শেষে যেন মা-শোগা ছেলের মত ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে রইল আমার পানে !

যুবক । আহা—আহা ! এমন মা-শোগা ছেলেকে কি একলাটী ফেলে আস্তে হয়, মাসি ?

খঞ্জা । একটু সগ্গধন্য করবার সখ্ হল যে, বাবা ! কোন্ অমাসুর না বগাসুর নতুন ক'রে নাকি সগ্গের সিঁড়ি গোঁধে দিচ্ছে, তাই একবার এলাম, বাবা !

যুবক । তা মাসি, বেশ কথা । তবে ভাবনা হচ্ছে যে, সিঁড়ি বেয়ে তুমি উঠতে পারলে হয় ।

খজা [মুখ ভার করিয়া] সবাই উঠছে আর আমি পারব না ?

যুবক । মেসো একদিন বলছিল যে, তোমার একখানা পা নাকি একটু—

খজা । [রাগিয়া] কি বলছিল সে পোড়ারমুখো ?

যুবক । না, এমন কিছু না ; ভগবানের মার, কি করবে, বল ?

খজা । কেন বাছা, ভগবানের মারটা দেখতে গেলে কিসে ? দেশের সকল লোকগুলোই কি চোখের মাথা খেয়েছে গো !

যুবক । একটু খুঁড়িয়ে চলতে হয় কিনা ?

খজা । [মুখভঙ্গি করিয়া] আ হা—হা, খুঁড়িয়ে চলতে হয় কিনা ?

যুবক । তা চট কেন, মাসি ? খুঁড়িয়ে চললেই বা, তাতে আর হয়েছে কি ?

খজা । তা হ'লে আমি খোঁড়া, রে মিন্‌সে ? তোর মুখে আগুন ! যা—যা—কোথায় যাবি মরতে যা ।

যুবক । আহা চট কেন, মাসি ? খোঁড়া মানুষ, না হয় আমি হাত ধরে নিয়ে যাব ।

খজা । আ হা-হা—হাত ধরবার আর জায়গা পেলি না, বুড়ো বান্দর ! দুর্ হ—দুর্ হ—আমার বাঁ পাও তোর সঙ্গে যাবে না । এই আমি এখান হ'তে চললাম, চেয়ে দেখ্—[খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে যাইতেছিল] আমি খোঁড়া রে, হতচ্ছাড়া ? [প্রস্থান ।

যুবক . মাসি, একটু কদমে—একটু কদমে ।

[প্রস্থান ।

ষষ্ঠ দৃশ্য

রাজসভা

শূন্য সিংহাসনের উপরে রাজচ্ছত্র উড়িতেছিল, মন্ত্রী ও
সেনাপতি মহাকায় উপস্থিত ছিলেন।

মন্ত্রী। সেনাপতি, কত কাল এই ভাবে শূন্য-সিংহাসন রক্ষা কর্ত্তে
হবে, ভগবান্‌ই জানেন! গুরুদেব মহাদেবীর সন্ধানে গেলেন, আর
ফিরলেন না। রাজপুত্রেরও কোন সংবাদ নাই। রাজকন্ঠা জল্পনাও
ভাইয়ের সন্ধানে গিয়ে নিরুদ্দেশ। সম্রাট বিলোচন এখন কোথায় আছেন,
কে জানে? বধু সঙ্গে যুবরাজ চন্দ্রচূড়ও ঘোর অন্ততপ্ত ভাবে সেই যে
কোথায় অদৃশ্য হলেন, তারও সংবাদ কিছুই জানি না। রাজপুরী আজ
নিস্তব্ধ—নীরব। প্রকৃতি-সৌন্দর্য্যমুগ্ধা ছোট রাজকন্ঠা করুণা নিভৃত্তে সেই
প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে ডুবে রয়েছেন। শূন্যসভা পূর্ণ ক'রে আছি মাত্র আমি
আর তুমি। হায়—কি ছিল আর কি হয়েছে! [দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ]

মহা। সময়ে সময়ে মনে হয়—যেন রূপকথার কোন্ এক অভিশপ্ত
পুরীতে নৈরাশ্রের একটা হাহাকার বৃকে ক'রে সেই মহাশ্মশানের মধ্যে
কবন্ধের মত নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছি একমাত্র আমরা দুটি। উদ্দেশ্য নাই—
কার্য্য নাই—ঘাত নাই—প্রতিঘাত নাই, জীবনহীন রক্তমাংসশূন্য প্রেতের
কঙ্কাল-মুষ্টির মত দাঁড়িয়ে আছি শুধু আমরা দুটি। কখনও কখনও এও
মনে হয়, সত্যই আমরা জীবিত না মৃত!

মন্ত্রী। তবুও কিস্তি থাকতে হবে, সেনাপতি! এইভাবে জীবনহীন
ভাবে অশাস্তির মহাজালার মধ্যে লুকিয়ে। একদিন দৈত্যপতি বিলোচন

সম্বন্ধে যে ভুল ক'রে ফেলেছিলাম আমরা, যার ফলে আজ রাজপুরী মহাশ্মশানের প্রতীক হ'য়ে উঠেছে। সেই মহাভুলের জন্ত মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত এই ভাবেই হবে আমাদের।

মহা সে প্রায়শ্চিত্ত কি এতেই শেষ হবে আমাদের ? তার জন্তেই বৃকে জ্বলে রেখে দিয়েছি তুধানল—জন্বে চিরদিন অন্তরের অন্তস্তলে সেই তুধানল ধিকি ধিকি ক'রে। প্রতিপলে ভস্ম করবে ছৎ-পিণ্ডের একটা একটা ক'রে তন্ত্রী। নির্ঝাঁপিত হবে সে দেহের শোণিত, মাংস, অস্থি, মজ্জা, একবারে সব নিঃশেষ ক'রে।

নেপথ্য হইতে উচ্চকণ্ঠে গয়াসুর কহিলেন।

গয়া। এ মহাশূন্য প্রেতপুরীতে যদি কেউ জীবিত থাক, তবে উত্তর দাও। [মন্ত্রী ও সেনাপতি উৎকর্ণ হইলেন।]

[আরও একটু অগ্রসর হইয়া নেপথ্যে উচ্চকণ্ঠে] দানব-সম্রাট বিলোচন-নিষেবিত রাজসভার তোরণদ্বারে যদি জীবিত কেউ থাক, তবে উত্তর দাও—আমি গয়াসুর।

মন্ত্রী সেনাপতি—সেনাপতি, রাজপুত্র—রাজপুত্র !

[উভয়ের দ্রুত প্রস্থান।]

পরক্ষণেই গয়াসুরকে দুইজনে দুই পার্শ্ব

হইতে ধরিয়া প্রবেশ করিল।

গয়া। [হতাশ দৃষ্টিতে উভয়কে দেখিয়া] মন্ত্রী আর সেনাপতি তা হ'লে এখনও জীবিত ; কিন্তু রাজ-সিংহাসন শূন্য। বল—মন্ত্রী, বল—সেনাপতি, আমার কাকা কোথায় ?

মন্ত্রী। যেদিন কুমার রাজপুরী হ'তে অদৃশ্য হলেন, দৈত্যপতিও সেইদিনই কুমারের সন্ধানে রাজপুরী হ'তে অদৃশ্য হয়েছেন—কোন সংবাদ পাই নি।

গয়া । উত্তম সংবাদ ! বল, তার পর ?

মন্ত্রী । তার পর গুরুদেব যুবরাজ চন্দ্রচূড়কে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করলেন ; কিন্তু হুভাগ্য আমাদের, কিছুদিন পরে কুদংসর্গের ফলে উচ্ছ্রাল যুবরাজকেও রাজকণ্ঠা জল্পনা সিংহাসনচ্যুত করলেন, অমৃতপ্ত চন্দ্রচূড় বধু-মূলেখাসহ সেই দিন হ'তে নিরুদ্ধেশ । তার পর হ'তেই শূন্য সিংহাসনের প্রহরী হ'য়ে আমি আর সেনাপতি এখন কুমারের প্রতীক্ষা ক'রে প'ড়ে আছি ।

গয়া । [অর্ধ জড়িত স্বরে] আরও-উত্তম [অশ্রু রুদ্ধ করিয়া] তার পর বল—মন্ত্রী, আমার মা ?

[মন্ত্রী ও সেনাপতি মুখ নত করিল]

[উভয়কে নিরুত্তর দেখিয়া] নিরুত্তর ? তা হ'লে আমার মা নেই ? [উত্তেজনা ও করুণাজড়িত কণ্ঠে] বল—বল, আমার মা কি তা হ'লে জীবিত নেই ?

মন্ত্রী । মহারাণীও কুমারের অদৃশ্য হবার পর থেকেই, পুত্রশোকে উন্মাদিনী হ'য়ে রাজপুরী ছেড়ে কোথায় চ'লে গেলেন—আর ফিরলেন না । সে দিন হ'তে আমরাও মাতৃহারা, কুমার ! [অশ্রু মুছিলেন]

গয়া । [কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া হতাশভাবে] তা হ'লে কাকা নেই—মা নেই, ভগ্নীরা—তারাও বোধ হয় নেই । কেউ নেই—কেউ নেই—আজ গয়াসুরের কেউ নেই ।

মহা । রাজকণ্ঠা জল্পনা কিছুদিন আগে কুমারের সন্ধানে বেরিয়েছেন । ছোট-রাজকণ্ঠা কল্পনা রাজ-পুরীতেই আছেন ।

গয়া । [পূর্ববৎ] ওঃ—মা আমাদের জীবিত নেই ?

মহা । ঠিক জীবিত যে নাই—তাও ত বলতে পারা যায় না, কুমার !

গয়া । মিথ্যা দিয়ে ভোলাতে এস না । ওঃ—একটা যুগ কেটে গেছে—জীবিত থাকি অসম্ভব ! আমায় না দেখে এতদিন মা বেঁচে থাকতে কখনই পাবেন না । [অশ্রুধারা কঠে হতাশ ভাবে] তবে কেন এলাম এখানে ? কাকে দেখতে এলাম ? কার কাছে এলাম ? শূন্য—শূন্য, চারিদিকে একটা মহাশূন্য আমায় ঘিরে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে । [সোচ্ছাসে] মা ! মা ! মা ! [হুই চক্ষু হইতে জলধারা পড়িতেছিল] কোথায় তুমি আজ ? পুত্রশোকে উন্মাদিনী হ'য়ে অসহ শোকে কোন্ মহারণ্যে প্রাণত্যাগ করেছ, মা ! তোমার গয় যে আজ হরি-সাধন ক'রে তোমার কাছে ফিরে এসেছে । বুকে তুলে নিলে না পুত্রকে ? আমি যে বড় আশা ক'রে বিদ্যাতের মত ছুটে এসেছিলাম তোমায় দেখ'ব বলে—আর প্রাণ ভ'রে “মা মা” ব'লে ডাক'ব ব'লে । আমার এতদিনের সঞ্চিত মা-নামে যে কৰ্ত্তদেশ ভ'রে রয়েছে । আজ কাকে ডেকে সেই সঞ্চিত মা-নাম ফুরিয়ে দেব ? বড় আশায় ব্যাকুল হ'য়ে তৃষ্ণার্তের মত ছুটে এসেছিলাম, আমি মা মা ব'লে ডাক'ব আর তুমি ছুটে এসে আমায় হুই হাতে টেনে নেবে । আজ সে তৃষ্ণা ত মিটল না ? কোথায় আছ, মা ? অশরীরী হ'য়ে শূন্যে কিংবা স্বর্গে ? একবার তোমার সেই স্নেহময়ী মূর্তিতে এসে দেখা দাও ; আমি নয়ন ভ'রে তোমায় দেখি আর প্রাণ ভ'রে “মা মা” ব'লে ডাকি । তুমি যে আমাকে রাজা করবে ব'লে বড় আশা ক'রে বেঁচেছিলে ? আজ এস—এস—তোমার গয়কে নিজের হাতে সিংহাসনে বসাতো—রাজমুকুট মাথায় পরিয়ে দাও ।

মন্ত্রী । [ছল ছল নেত্রে] কুমার ! কুমার !

গয়া । কি সাঙ্ঘনা দেবে, মন্ত্রী ? কোন্ সাঙ্ঘনা খুঁজে পাবে—যা দিয়ে আজ গয়াসুরের এ মহাযজ্ঞগার শাস্তি ক'রে দিতে পার ? আছে, এমন কোন মহাসাঙ্ঘনার মহৌষধ তোমাদের কাছে ?

মন্ত্রী । একমাত্র ধৈর্যধরা ছাড়া ত অন্য উপায় নাই, কুমার !

গয়া । না, আমাকে কাঁদতে দাও - উচ্ছ্বাস তুলে যা যা বলে ডাকতে দাও । বহুদিনের তৃষ্ণায় কণ্ঠতালু আমার শুকিয়ে রয়েছে—সে তৃষ্ণার কিছুমাত্র নিবৃত্তি করতে দাও । আজ রক্তাবেগ শ্রোতস্বতীর বাধ ভেঙে গেছে, তাকে আর ধৈর্য দিয়ে বেঁধে রাখা যায় না, মন্ত্রী । হা নারায়ণ ! শেষে কি এই করলে ? প্রাণরক্ষা ! শেষে এই দেখাতে গৃহে নিয়ে এলে ? সেই তোমার পাওয়ার পূর্ণানন্দরাশি—শেষে তুমি এইভাবে গয়াসুরের হৃদয় থেকে সরিয়ে নিলে ? যাক—সব স্বপ্ন ভেঙে যাক ; যদি ভেঙে দিলে, সব আশাই যদি চূর্ণ ক’রে দিলে, তবে আর এ কলঙ্কিত মরুময় জীবনটুকু রেখে দিলে কি জন্যে ? চল—নিয়ে চল আমাকে আবার সেই মহারণ্য মাঝে ; যেখানে তপস্যা ক’রে তোমাকে পেয়েছি, সেই পুণ্যক্ষেত্রেই আবার এই জীবন গয়াসুর তোমার শ্রীপাদপদ্মে শেষ অঞ্জলি দিয়ে তোমার নিকট থেকেও চিরবিদায় নেবে । চল—হরি, চল ।

[গমনোত্তম ।

মন্ত্রী ও মহাকায় । কুমার ! কুমার ! [বলিয়া ধরিতে উদ্যত]

গয়া । বৃথা বাধা দিতে আসা তোমাদের । মহাসিদ্ধুর উত্তাল তরঙ্গ বে উচ্ছ্বাস নিয়ে ছুটে এসে তটে বাধা প্রাপ্ত হয়, তখন সেই মুহূর্তে সে ছিন্ন-ভিন্ন হ’য়ে ফিরে যায় সেই মহাসিদ্ধুর বুকে ; কোন বাধাই তখন আটকে রাখতে পারে না তাকে । আমিও ফিরলাম আজ ছিন্ন-ভিন্ন হ’য়ে । মায়ের ছেলে গয়াসুর, সে তার মাকেই চায়, মায়ের কাছেই সে ছুটে যাবে । [সোচ্ছ্বাসে উচ্চৈঃস্বরে] যা ! যা ! তোমার ছেলে আজ তোমারই কাছে ছুটে চলল—কোলে তুলে নিয়ো, যা !

[বেগে ছুটিয়া বাইতেছিলেন ।

তৎক্ষণাৎ বিলোচনের হস্ত ধরিয়া দ্রুতপদে
প্রভাবতী সম্মুখে উপস্থিত হইলেন ।

বিলোচন ও প্রভা । [একসঙ্গে সমস্বরে] বাবা—বাবা—বাবা !

গয়া । [সোচ্ছ্রাসে] মা—মা ! কাকা—কাকা !

[বিলোচন ও প্রভাবতী গয়াসুরকে জড়াইয়া ধরিলেন, গয়াসুরও
উভয়কে জড়াইয়া ধরিল]

মন্ত্রী ও মহা । জয়—মা মহারাণি ! জয়—মা মহারাণি !

গয়া । [মুগ্ধ হইয়া আনন্দে যেন নৃত্য করিতে করিতে] ওরে,
তোরা জয় দে-- জয় দে, আমার মা এসেছে—মা এসেছে ।

প্রভা । [আনন্দে বিহ্বলভাবে] ওরে, এ স্বপ্ন কি-না, তোরা সত্য
ক'রে আমায় বল ; আবার ভেঙে যাবে না ত ?

গয়া । মা—মা ! চেয়ে দেখ আমার মুখের দিকে—আমি তোমার
সত্য সেই গয় । [চক্ষু দেখিয়া] ওকি মা ! তোমার চক্ষুতে যেন দৃষ্টি
শক্তি নাই !

প্রভা । তোমার জন্তে কাঁদতে কাঁদতে চক্ষুছটা আমার
গেছে, বাবা !

গয়া । তুমি আজ অন্ধ—মা, আমারই জন্তে ? তবে তোমার নিষ্ঠুর
পুত্রও আজ থেকে অন্ধ হ'ল , নতুবা পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমার হবে না ।
[করষোড়ে উর্দ্ধমুখে] পদ্মপলাশলোচন ! আজ তোমার পদ্মপলাশ-
লোচন দিয়ে দেখ, অন্ধ মাতার পুত্র কেমন ক'রে অন্ধ হ'য়ে যায় । [সহসা
সেনাপতির কোষস্থিত তরবারি বাহির করিয়া তাহার অগ্রভাগ দ্বারা
নিজ চক্ষু বিদ্ধ করিবার জন্ত প্রস্তুত হইয়া] মা, তোমাকে চেয়ে-দেখা
আজ আমারও শেষ করছি । এই তরবারির অগ্রভাগ দ্বারাই ছুঁচক্ষু
উৎপাটন ক'রে ফেলি । [তাহাই করিতে উদ্বৃত]

সকলে । সর্বনাশ হ'ল—সর্বনাশ হ'ল—

প্রভা । [শশব্যস্ত হইয়া] ওরে, তোরা আমার বাবার হাত ছ'খানা
আমার হাতের মধ্যে ধরিয়া দে । [বিলোচন তাহাই করিলেন]

অমন কন্ম ক'রো না—ক'রো না, বাবা আমার ! মায়ের কথা
রাখ । [হস্তদ্বয় ধরিয়া রাখিলেন]

তৎক্ষণাৎ গীতকণ্ঠে বৈদ্যবালকবেশে কৃষ্ণের প্রবেশ ।

কৃষ্ণ ।—

গান

ওগো, আমি চোখ ভাল করি—আমি চোখ ভাল করি ।

খালি ঠাণ্ডা হাতটা বুলিয়ে দিলে অন্ধে দৃষ্টি পায় ফির ।

ওগো, কত-শত ধনস্বরী,

ধন্য হ'য়ে গেল তরি,

আমি নিদান দেখে বিধান করি

(আমায়) নিদানে যে লয় গো স্মরি ॥

দোঁপ যার যেমন নাড়ী,

দ তারে গো তেমনি বডি

কত চতুর্ন্যূপ যার গড়াগড়ি,

বিলাই চিন্তামণির এই সস্তা ভবি ;

যত রোগ শোক বন্ধন বাসন সবই আমি হরি—

ওগো, আমি হরি—আমি হরি ॥

[দুই হস্তে প্রভাবতীর চক্ষু স্পর্শ করিয়াই অদৃশ্য হইলেন]

প্রভা । [গয়ান্বরের হাত ছাড়িয়া দিয়া] এই যে—এই যে—বাবা,
আমি তোমার চাদমুখ দেখতে পাচ্ছি !

গয়া । [সানন্দে] কে এসে তোমার অন্ধ চক্ষুতে দৃষ্টি দিয়ে গেলেন,
মা ? আমার পদ্মপলাশলোচন হরি ?

প্রভা । একবার দেখতে ত পেলাম না, বাবা ! কিন্তু স্পর্শ তাঁর কী শীতল !

গয়া । দেখাব—মা, তোমায় সব দেখাব ।

তৎক্ষণাৎ গীতকণ্ঠে হাস্যমুখে কল্পনার প্রবেশ ।

কল্পনা ।—

গান

হে সুন্দর চির মধুর তুমি মধুময় করেছ প্রাণ ।

তুমি বিকশিত হ'য়ে আছ শতদল,

করি আনন্দ সুরাভ দান ॥

আমি ধোয়ানে তোমারে পেয়েছি ঘুমিয়ে,

আছি তোমারি মধুর প্রেমতে মজিয়ে ;

তুমি নিখিল বিষ মধুর করিখে, ধরিছ মধুর তান ॥

গয়া । [সাগ্রহে] দিদি—দিদি—[কাছে ষাইল]

প্রভা । কল্পনা মা ! [হস্তধারা চিবুক স্পর্শ করিয়া মুখে লইলেন]

কল্পনা । কাকাও এসেছেন । আবার তুমি তোমার টাদের হাট পেতে ব'সো, মা ! গয় ভাই, তোমার হরির দেখা পেয়েছ ?

গয়া । [হাস্যমুখে] হাঁ দিদি, আমার প্রাণসখার দেখা পেয়েছি ।

কল্পনা । [হাসিয়া] আমিও পেয়েছি আমার সুন্দরকে । তাঁরই কণ্ঠে বরমালা দিয়েছি, ভাই !

সহসা জল্পনার প্রবেশ ।

জল্পনা । আমি বহুদূর হ'তে ছুটে আসছি—মা, আমার ভাইকে আজ সিংহাসনে বসাতে । এ সম্রাসীর বেশ ছাড়, ভাই ! রাজবেশ পরিয়ে দি তোমায় নিজের হাতে ; তা হ'লেই জল্পনার ব্রত উদ্‌ঘাপন ।

গয়া । যা এতদিন তপস্যা ক'রে পেয়ে এসেছি, সে সম্পদ পেলে আর এ রাজ-সম্পদ নিতে ইচ্ছা হয় না, দিদি !

প্রভা । এখন গুরুদেব উপস্থিত হ'লেই, রাজ-সিংহাসনে বসাব তোমাকে, বাবা !

বিলো । আমি যে সেই প্রতিজ্ঞা ক'রেই বেরিয়েছিলাম—বাবা, নিজের হাতে এনে তোমাকে 'এই সিংহাসনে বসাব' সে সাধ আজ পূর্ণ হ'লেই আমার জীবনের শেষ আশা পূর্ণ হয় ।

তৎক্ষণাৎ শুক্রাচার্য্যের প্রবেশ ।

সকলে : [শুক্রাচার্য্যকে প্রণাম করিলেন]

শুক্রা । ঠিক শুভমূহূর্ত্ত দেখে উপস্থিত হয়েছি, মহারাজি ! পুত্রকে তার পিতৃ-সিংহাসনে বসাব ।

[জল্পনা নিজহস্তে গয়াসুরকে রাজপরিচ্ছদ পরাইয়া দিল]

প্রভা । বসাব—দেবর, তোমার আনন্দ-ভুলালকে স্বহস্তে ধ'রে সিংহাসনে ।

বিলো । [সাক্ষকণ্ঠে] এস, আনন্দ-ভুলাল ! [সিংহাসনে বসাইলেন]

শুক্রা । দাও—মহারাজি, রাজমুকুট সূতের মস্তকে ।

প্রভা । অভাগিনী বিধবার আজ চিরদিনের সাধ পূর্ণ হ'ল ।

[মুকুট পরাইলেন]

মহা । [অসি গয়াসুরের পদতলে রাখিয়া] স্বর্গীয় দৈত্যপতির নিকট বিক্রীতজীবন আজ আবার তাঁর পুত্রের কার্য্যে সমর্পণ করলাম ।

মন্ত্রী বৃদ্ধ মন্ত্রীও আবার নবীন উদ্যমে তার স্বর্গীয় প্রভুপুত্রের মন্ত্রীত্বে আত্মা নিয়োজিত করলে ।

বিলো । বল সমস্বরে, জয়—নবীন দানব-সম্রাট গয়াসুরের জয় !

সকলে । জয়, দানব-সম্রাট গয়াসুরের জয় !

ভৎক্রণাৎ জয় দিতে দিতে হাস্যমুখে জয়ন্তকুমারের প্রবেশ ।

গয়া । এই যে, জয়ন্ত দাদা—জয়ন্ত দাদা । মা, এই আমার জীবন-দাতা সুরেন্দ্র-পুত্র জয়ন্ত দাদা ।

শুক্লা । [বিস্ময়ে বিরক্তিতে অগ্ৰদিকে মুখ ফিরাইয়া] একি বিসদৃশ ঘটনা !

প্রভা । এস—বাবা, এস । আজ অভিমান করবে জননী তার পুত্রের উপর । সেই নিবিড় বনের মধ্যে একদিন মাত্র মা ব'লে ডেকে—সেই যে অন্তর্দ্বান—আর আজ এনে দেখা করতে ?

জয়ন্ত । সে কারণ তখন বলবার সময় থাকলেও, বলতে পারি নি, মা । আজ বলতে বাধা নাই । আজ শোন, মা ! আমার তখন উদ্দেশ্যই ছিল, তাইকে আমার হারসাধনায় নিযুক্ত করা ; তোমার কাছে তখন ভাইয়ের সন্ধান বললে কিছুতেই গয়াসুর ভাই আমার হরি-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে পারত না । তোমার কাছে গয়াসুরের কথা মিথ্যা বলব না ব'লেই আর দেখা করি নি ; এই আমার অপরাধ । সে অপরাধের ক্ষমা আজ পুত্রের রাজ্যাভিষেকের দিনে তার মায়ের কাছ থেকে করছোঁড়ে চেয়ে নিচ্ছে তার জয়ন্ত পুত্র ।

গয়া । কৈ, জয়ন্ত দাদা ! মায়ের কথা ত তুমি একদিনও আমার কাছে বল নি ?

জয়ন্ত । [সহাস্যে] কারণ, ঐ একই দিক, ভাই ! কিন্তু তার জন্তে যে অপরাধ, তা কেটে গেল আজ তোমার রাজ্যাভিষেকে দাদাকে নিমন্ত্রণ না করার অপরাধে ।

গয়া । দাদাকেও যে নিমন্ত্রণ করতে হয়, এ কথা ছোট ভাইয়ের মনে একবারও আসে নি ; কিন্তু আমি বরং উৎসুক দৃষ্টিতেই চেয়ে আছি, আমার স্বর্গের জয়ন্ত দাদার অযাচিত অভিনন্দন পাব ব'লে ।

জয়ন্ত । হাঁ, সে অভিনন্দন এনেছি তোমার জন্তে, সেই অভিনন্দনের সঙ্গে আর একটা অমূল্য জিনিষ এনেছি—যা তুমি কখনও মনে কর নি ।

গয়া । হাতে ত তোমার কিছু দেখছি না, দাদা ! কোথায় রেখে এলে বল ত, আমার প্রাণ্য প্রিয়-অভিনন্দন ?

জয়ন্ত । সে অভিনন্দন ত হাতে ক'রে আনা যায় না, ভাই ? সে প্রিয়-অভিনন্দন এনেছে দাদা তোমার তার বুকের মধ্যে লুকিয়ে । একবারটা দাঁড়িয়ে দাদার সেই অভিনন্দনটা বুক পেতে নাও, ভাই ! [গয়াসুর উঠিল, জয়ন্ত তাহাকে বুক ধরিয়া গাঢ় আলিঙ্গনপূর্বক] এ দাদার প্রাণের অভিনন্দন, ভাই ! আর যে অমূল্য জিনিষের কথা বললাম, সে অমূল্য জিনিষ আমার জননী দেবীর স্নেহ কল্যাণ-আশিস্ । মাথা পেতে নাও, ভাই ! [গয়াসুর মস্তক নত করিয়া আশীর্বাদ গ্রহণপূর্বক সিংহাসনে বসিল] চললাম, ভাই ! চললাম, জননি !

প্রভা । এখনি ? সে কি !

জয়ন্ত । সেও মা, তোমার ঐ পুত্রের ব্যাপার । পুত্র তোমার সাধনার সিদ্ধিলাভ ক'রে হরির নিকট হ'তে সাধিত বর পেয়েছে--অমরতা আর ত্রিলোক-বিজয়, আর নিজেকে চেয়ে নিয়েছে গয়াসুরকে যে দেখবে বা স্পর্শ করবে, সে ইচ্ছা করলেই স্বর্গে চ'লে যাবে, কেবল দানবগণ বাদে । সেই বর নিয়ে পুত্র তোমার রাজ্যে ফিরে আসবার পথে যারাই গয়াসুরকে দেখতে পেয়েছে, তারাই স্বর্গে চ'লে যাচ্ছে । এইরূপ অসংখ্য অসংখ্য স্বর্গযাত্রীতে স্বর্গপুরী আজ পরিপূর্ণ ; কাজেই তাদের আতিথ্য ত আমাদেরই করতে হবে, মা ! আমার পিতা-মাতা পেরে উঠছেন না ; আমি চললাম, মা !

[প্রস্থান ।

শুক্ৰা । [গম্ভীর মুখে] গয়ানুর, ত্রিলোক বিজয়ের বর পেয়েছ ; যাও তবে স্বৰ্গ জয় ক'রে এস । রাজ্যাভিষেকের পর স্বৰ্গবিজয়, স্বৰ্গাধিকার দানব-সম্রাটগণের কুলপ্রথা ।

গয়া । [সবিন্ময়ে] স্বৰ্গজয় অর্থ সুরেন্দ্রকে জয় ক'রে সেই সিংহাসন অধিকার করা ! তা ত আমি পারব না, শুক্ৰদেব ।

শুক্ৰা । [উত্তেজিতভাবে] পারবে না—কারণ ?

গয়া । সুরেন্দ্র-পুত্র জয়ন্তু আমার জীবন রক্ষার জন্য বধা-ভূমিতে প্রাণ দিতে গিয়েছিলেন ; তাই সেদিন হ'তে তিনি আমার দাদা—আমি তাঁর ছোট ভাই । তবে স্বৰ্গে একবার যেতে হবে, আমার মা সুরেন্দ্রাণীকে প্রণাম করতে ।

শুক্ৰা । নিলজ্জ গয়ানুর, মস্তিষ্ক বিকৃত তোমার । দানবের চির-আচরিত পন্থা তুমি আজ পরিত্যাগ করতে উদ্যত হ'য়ে সেই ধুষ্টতা স্ফুটনচিন্তে স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করতে পারলে এই শুক্ৰাচার্যের কাছে ? দেবতা-দানবে চিরবিষেষ চিরদিনই থাকবে, এ কথা একটুও ভুলে চলবে না ।

গয়া । [সহাস্তে] দেবতা আর দানবের সেই চিরবিষেষ-অনল যাতে চিরবিলুপ্ত হয়, তাই যে গয়ানুরের এখন কাম্য, শুক্ৰদেব !

শুক্ৰা । শুক্ৰ হও, গয়ানুর ! আমি জয়ন্তের সঙ্গে তোমার অস্বাভাবিক আচরণ এতক্ষণ স্তম্ভিত হ'য়ে দেখছিলাম, আর সৰ্ব্বদা আমার বিষে জ্জ্বরিত হ'য়ে যাচ্ছিল । ত্রিপুরানুর-পুত্র যে এত কাপুরুষ, তা জানতাম না । জানলে তাকে দিয়ে আজ সিংহাসন কলঙ্কিত করতাম না । থাক, শেষ জিজ্ঞাস্য আমার, তুমি স্বৰ্গ বিজয় করতে প্রস্তুত আছ কি না ? যাত্র এই কথাটা শুনে চার শুক্ৰাচার্য্য আজ তার কাপুরুষ শিষ্য-পুত্রের কাছে ।

গয়া । একই উত্তর আমার গুজ্জাচার্যের কাছে ।

গুজ্জা । যাও—অধঃপাতে যাও, কুলাঙ্গার !

[ক্রোধ-কম্পিতপদে প্রস্থান

প্রভা । কী করলে—বাবা জলন্ত অনলে স্তুতাহতি দিয়ে !

গয়া । [হাসিয়া] কোন চিন্তা ক'রো না, জননি ! স্বয়ং চিন্তামণি আমার সহায় ।

বিলো । মহাদেবি । আজ আমার দেবী-পূজার পরিসমাপ্তি । আমার আনন্দ-ভুলানকে এনে সিংহাসনে বসান, সে প্রতিজ্ঞাও আজ আমার পূর্ণ । আমাকে এখন বিদায় দিতে হবে তোমাদের । আমার জন্তুই তুমি শোকে অন্ধ হয়েছিলে । রাজ্যে অশান্তি-বিপ্লব আনবার হেতুই আমার নির্বুদ্ধিতা । তোমার পুত্রকে আমি হত্যা ক'রে ফেলেছি, এ দুর্কার সংশয়ের সুযোগ আমিই মন্ত্রী-সেনাপতির চিত্তে জাগিয়ে তুলেছিলাম । এমন কি, নিজের পুত্রের কাছেও তার জন্তু আমি ক্ষমা পাই নি । এই সব আত্মগানি দিবারাত্র রশ্মিকের মত আমাকে দংশন করছে, নিয়ত আমার মেদ, মজ্জা, অস্তি অশান্তির তুঘানলে তিলে তিলে দগ্ধ ক'রে ফেলেছে আমার মন্বহল । এ যজ্ঞা লাঘবের মহৌষধ একমাত্র মৃত্যু । সে মৃত্যুও দুইবার আমাকে কোলে টেনে নিতে এসেও বিমুখ হ'য়ে চ'লে গেছে । আত্মহত্যা করি নি কেবল গয়কে এনে সিংহাসনে বসাব বলে । সে সমস্তই যখন সমাপ্ত, তখন এ মরণেরও আজ এইখানেই পরিসমাপ্তি ক'রে আমার জ্যেষ্ঠের কাছে চ'লে যাই ।

[সংসা নিজ অস্ত্র লইয়া নিজ কর্ণচ্ছেদে উত্তত, সকলেই চঞ্চল হইলেন, গয়াস্তর এবং প্রভাবতী বিলোচনের দুই হস্ত চাপিয়া ধরিলেন । মন্ত্রী ও সেনাপতি বিলোচনের পদতলে জানু পাতিয়া কৃতান্তলি হইয়া বসিল]

গয়া । মরতে দেব না, কাকা ! কিছুতেই না ।

প্রভা । হরিষে বিষাদ তুলো না, দেবর ! গয়কে তা' হ'লে আবার হারাব আমি ।

গয়া । [তরবারি কাড়িয়া লইয়া] জীবনে পিতৃস্নেহ বেশি দিন উপভোগ করতে পাঠি নি ! সে তৃষ্ণা নিবারণ হয়েছিল আমার তোমাকে পেয়ে, কাকা ! এখনও আমি তোমার কাছে সেই আনন্দ-তুলসী ; সেই বুকভরা স্নেহ দিয়ে এখনও তুলসীকে তোমার ঢেকে রাখতে হবে, কাকা ! আমি তোমায় ছাড়ব না—ছাড়ব না । [বলিয়া জড়াইয়া ধরিল ।

বিলো । [গয়ান্নরকে বুক টানিয়া লইয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে] না, আর মরব না রে, মরব না । আজ এই নবীন আনন্দে আমার সব গ্লানি সব দুঃখ দূর হ'য়ে গেল রে—দূর হ'য়ে গেল । এ আনন্দ ফেলে আর কোথাও যাব না । স্থির হও তুমি দেবি ! [মুস্ত হইয়া দাঁড়াইলেন]

গয়া । আমি আজই চর প্রেরণ করব, আমার নিরুদ্দেশ চক্ৰচূড় দাদাকে খুঁজে আনতে ।

বিলো । [বিরক্তভাবে] না—প্রয়োজন নেই সে অশান্তিকে ডেকে এনে ।

প্রভা । না, দেবর ! আমার বাকী দুঃখটুকু অবশিষ্ট রাখতে পারবে না ।

মন্ত্রী । সব ভ্রান্তি—সব সংশয় আমাদের মুছে গেছে, দৈত্যপতি ! অমৃতাপে এতদিন দগ্ধ হয়েছি ।

সেনা । আমাদের সব অপরাধ ক্ষমা করুন, প্রভু !

বিলো । [উভয়ের হাত ধরিয়া উঠাইয়া] আনন্দে এত অধীর হ'য়ে

পড়েছি যে, আর বেশি আশা করিনা। শাস্ত হ'য়ে ক্ষুণ্ণনে নবীন সম্রাটের দক্ষিণবাহু হ'য়ে দাঁড়াও।

জল্পনা। জল্পনা তোমার চির অবাধা, কাকা! শত অপরাধ করেছি, তবুও আমার উপর রাগ করতে দেখি নি। সেইজন্মই জেনেছি যে, কাকা আমার সব ত্রুটি, সব ঔক্ৰুতাই মার্জনা করেছেন।

বিলো। পাগলী মা আমার, এখন দেখছি পাগলামিটা তোর অনেক কমেছে।

সহসা দেবদূতের প্রবেশ।

গয়া। কে ?

দেবদূত। দিক্‌পালগণের আদেশ নিয়ে আমি ত্রিদিব হ'তে এখানে এসেছি। বিনা সাধনায় অনাহিত ত্রিলোক-বাসীর স্বর্গ-গমনের পস্থা বরলক্ক দানব-সম্রাটেরই নূতন আবিষ্কার ?

গয়া। তাই—কি ?

দেবদূত। সে পস্থা রুদ্ধ করা এখন দানব-সম্রাটেরই কর্তব্য। দিক্‌পালগণ সেই কর্তব্য সম্রাটকে স্বরণ করিয়ে দিতে আমাকে প্রেরণ করেছেন।

গয়া। যদি না করি ?

দেবদূত। তা হ'লে বলতে বাধ্য হচ্ছে দেবদূতকে, সেই সমস্ত নবাগত স্বর্গযাত্রীদের দিক্‌পালগণ যেভাবে হয় তাড়িয়ে দিতে বাধ্য হবেন স্বর্গ হ'তে। এই তাঁদের শেষ বক্তব্য।

গয়া। হঁ—স্বরেকেরও কি এই বক্তব্য ?

দেবদূত। না তাঁর বক্তব্য এ সম্বন্ধে কিছু নাই।

গয়া। উত্তম, যাও তুমি পুনরায় আমার দূতরূপে। ব'লো তোমার দিক্‌পালগণকে যে, গয়াসুর শীঘ্রই এসে স্বর্গযাত্রীদের স্থায়ী ব্যবস্থা ক'রে

৬ষ্ঠ দৃশ্য ।]

ত্ৰীপাদপঙ্ক

দেবে । ততক্ষণ তাঁরা ধৈৰ্য্যের সহিত প্রস্তুত হ'তে চেষ্টা করেন যেন ।
যাও তুমি ।

[দেবদূতের প্রস্থান ।

সেনাপতি, কর্তব্য উপস্থিত তোমার । সসৈন্তে প্রস্তুত থাক গে ।
[সহাস্যে] মা, স্বৰ্গ দৰ্শনের এ সুযোগ তোমার পুত্র কখনই ছাড়বে
না । ঐ উপলক্ষে আমার স্বৰ্গের মাঘেরও আশিস্ নিয়ে আস্ব । শোন
সকলে, ~~আজ~~ ৬'দিন পরেই স্বৰ্গযাত্রা আমাদের । সভাভঙ্গ । চল—
মা, অন্তঃপুরে ।

সকলে । জয়- নবীন-সম্রাট্ গয়াস্বরের জয় !

[সকলের প্রস্থান ।

তৎক্ষণাৎ পরমানন্দ আসিয়া গাহিল ।

পরমানন্দ ।—

গান ।

(হায় রে) কখন কি যে ঘটে তা কে বলিতে পারে ।

এই আলোক এই উটল জ্বলে, আবার ঘিরে ফেলল ঘোর অধারে ॥

ভাঙা-গড়া চলছে সমান নাইক তার বিরাম,

হাসা-কাঁদা কাঁদা-হাসা এই ত শেষ পরিণাম,

তুমি খেলার পুতুল, খেলছে নিয়ে তার খেলার ঘর এই সংসাবে ।

তুমি শ্রোতের তৃণ ভেসে এসে কোথায় পড়েছ,

আবার কোথায় ভেসে চলে যাবে তা কি জেনেছ,

তোমার জানা-বোঝার দাম কিছু নাই তবু মর অহঙ্কারে ॥

[প্রস্থান ।

সপ্তম দৃশ্য

নিভৃত কক্ষ

একাকিনী জল্পনা মনে মনে কল্পনা করিতেছিল।

জল্পনা। হ'য়ে গেল ভাইয়ের রাজ্যাভিষেক—ফুরিয়ে গেল কাজ আমার, এইবার লাগিয়ে দি বিবাহের উৎসব নিজের ; কিন্তু আজও ঠিক হ'য়ে উঠল না ত কে আমার বর হবে ? অথচ হৃদয়ের সামনে কে যেন একজন এসে বসেছে। এরূপ অদ্ভুত কাণ্ড এই অদ্ভুত মেয়ে জল্পনার কাছেই সম্ভব। বাক, সেনাপতিকে ডেকে পাঠিয়েছি। তার অব্যক্ত হৃদয়ের অভ্যস্তর কখনও খুঁজে দেখি নি কোন দিন ; কিন্তু তার নীরব ভাষা সবেও আমার উপর তার একান্ত পক্ষপাতিতাই সময়ে সময়ে আমার মনে অস্পষ্ট আলোকের মত ভাসিয়ে তুলেছে—যেন সে আমার প্রণয়প্রার্থী ; সত্য—কি না, আজ একবার যাচাই ক'রে দেখব। ঐ যে সেনাপতি—

ধীরে ধীরে মহাকায় প্রবেশ করিল।

মহা। ডেকে পাঠিয়েছ, রাজকুমারি ?

জল্পনা। [হাসিয়া] হাঁ, বিশেষ কিছু নয়। তুমি কি খুব ব্যস্ত আছ ?

মহা। এবার স্বর্গযাত্রার জন্ত দানব-বাহিনী সাজাবার ভার ত আমারই ; তাই—

জল্পনা। ওঃ—তা হ'লে তোমার সময় একটুও নষ্ট করা উচিত হয় না।

মহা । জল্পনা, কথাটা বলতে খুব কি সময় লাগবে ?

জল্পনা । অন্যের লাগতে পারত হয় ত—ভূমিকাতেই অনেক সময় কেটে যেতে পারত ; কিন্তু জল্পনাকে ত জান ? কোন ভূমিকাই তার প্রয়োজন হয় না, প্রথম থেকেই শুরু ক'রে দেয় অতি স্পষ্ট ভাষায় নিজের বক্তব্য বলতে । এতদিন একটা উদ্দাম উত্তেজনা বৃদ্ধি ক'রে মহা জ্বালার মত ছুটে বেড়িয়েছে স্বাধীন ভাবে যে উদ্ধত বালিকা, আজ তার সেই বৃদ্ধি উত্তেজনাহীন অতি শান্ত, শূন্য প'ড়ে আছে । সেই শান্ত, শূন্য বক্ষ আজ যেন কা'কে এনে গেখানে বসাতে চায় । স্বাধীনতা ছেড়ে আজ সে কার সঙ্গে যেন চলতে চায় ; কিন্তু জানে না সে কখনও, কে তার বাঞ্ছিত—কে তার অভিপ্সিত । যদি কোন দিন সে বাঞ্ছিত ব'লে বেছে নিতে পারে সেনাপতিকে তা হ'লে কি সে নিতান্তই ভ্রম ক'রে ফেলবে, সেনাপতি ? [চক্ষুর্দ্বয় নত করিয়া রহিল]

মহা । এ হুঃসাহস কখনই যখন করবার স্পন্দনা রাজকন্যার কাছে আশা ক'রে দেখে নি, তখন সহসা সে চক্রে ধরবার হুঃসাহস কেমন ক'রে ভাষায় ব্যক্ত ক'রে বোঝাবে সে আজ রাজকন্যাকে ?

জল্পনা । [হাস্যমুখে] বোঝাতে হবে না আর । তবে বীরত্বের পূজা করতে চায় সে বীরকন্যা তার দেহ, প্রাণ, মন দিয়ে । দীপ্ত জ্বালাময়ী শিখা দীপ্ত বক্ষের অন্ধেই শোভা পায়, সে যেতে চায় না কখনও একটা ভুষ্কার সূপের বহিষ্চাকচিক্য দেখে তার সঙ্গে মিলতে ।

মহা । সে দীপ্ত শিখাকে সাদরে টেনে আনবার অযোগ্য, তাই বোধ হয়, রাজকুমারীকে বিমুখ ক'রে দেবে তার বীরত্বের অক্ষমতা দেখিয়ে ।

জল্পনা । পরীক্ষা-ক্ষেত্র ত তার স্বর্গক্ষেত্রেই স্থির হয়েছে । সেখানেই তার বীরত্বের কষ্টি-পাথর প্রস্তুত হবে, ক'সে নিতে তখন তার

শ্রীপাদপদ্ম

[৪র্থ অঙ্ক ;

পক্ষে একটুও বিলম্ব হবে না। যাও—সেনাপতি, নিজের কাজে।
স্বর্গের রণক্ষেত্র হ'তেই বেছে নিয়ে আসবে এ বীরকণ্ঠা তার বীর-পতিকে।
ছুটে যাবে এই দীপ্তশিখা নিক্ষাণে সেই বীরত্বের প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে।

[বিদ্বাষেগে প্রস্থান।

মহা। [সবিস্ময়ে স্বগত। কে জান্ত যে সুন্দরী দামিনীরও হৃদয়
আছে, আর সে হৃদয়ে লুকায়িত থাকে রমণীর মিলন-পিপাসা? এ শাস্ত
হৃদয়ে এ আবার কী একটা দুরাশার কৌণরশ্মি ফেলে দিয়ে গেলে,
রাজকুমারি! এ শুষ্ক মরুবক্ষে কী একবিন্দু সুধা ঢেলে দিয়ে গেলে,
অলোকসুন্দরি! আশ্চর্য্য তুমি—বিস্ময় তুমি—একটা প্রহেলিকা
তুমি!

। চিন্তিতমনে প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য

স্বর্গপথ

নৃত্যগীতরত মোহ ও মদের প্রবেশ।

মোহ ও মদ।—

গান।

এবার লেগে যা—লেগে যা—লেগে যা।

সুরাসুরে মহাসমর বেধে যা—বেধে যা—বেধে যা ॥

মোরা দূরে থেকে মারু মজাটা।

দেখ'ব চেয়ে গয়্যাসুরের ধ্বজাটা ;

মহারণে রণ-মাদল বেজে যা—বেজে যা—বেজে যা ॥

[প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

যমালয়ত নরকপুরী

প্রেতাঙ্গার দল দিব্যমূর্তি ধরিতে ধরিতে গয়াসুরের
পশ্চাৎ পশ্চাৎ গীতকণ্ঠে প্রবেশ ।

প্রেতাঙ্গাগণ । --

গান ।

আমরা নরক হ'তে তরোছি উদ্ধার ।
ধন্য ধন্য গয়াসুব আজ খুলে দিলে স্বর্গদ্বার ॥
নরককণ্ঠে প'ড়ে মোরা হাবুডুবু খাই,
মোদের দুঃখ দূর করিতে আর ত কেহ নাই ;
পাপীর তরে এমন ক'রে প্রাণ কেঁদেছে কার ।
অসুর হ'লেও হে গয়াসুর উচ্চ ভূমি দেবতার ॥

[প্রেতাঙ্গাগণের প্রশ্নান

তৎক্ষণাৎ ক্রুদ্ধমূর্তি, কালদণ্ডহস্তে যমের প্রবেশ ।

যম ! কে তুমি আজ যমের অধিকারে হস্তক্ষেপ ক'রে অমার্জনীয়
অপরাধ স্বক্কে স্বমুহুরে এসে দাঁড়িয়ে আছ ?

গয়া । [সহাস্তে] তুমিই যম ? যম ব'লে ত তোমার বোঝা
যাচ্ছে না ? যনে হচ্ছে, আমার তুমি যম নও—একটা সম্পূর্ণ অসংযম ।

সংঘত—সমাহিত চিত্ত যে, তাকেই ত যম ব'লে ধারণা ছিল
আমার

যম । বাধ পারত্যাগ ক'রে আগে বল—তুমি কে ?

গয়া । আমি ত্রিপুর-পুত্র গয়াসুর ।

যম । তা বুঝতে পেরেছি ! অসুর না হ'লে এত স্থূলবুদ্ধি মূর্খ
আর কে ? নিরোধ মূর্খ না হ'লে কেউ এমন অযাচিত ভাবে এসে
মৃত্যুর হারিণ্ড হয় ?

গয়া । এমন অযাচিত অতিথি পেয়েও—মৃত্যুপতি, সংকারের ব্যবস্থা
করতে বিলম্ব করছ ?

যম । নরকানল অহনিশই প্রজ্বলিত থাকে প্রেত-পুরীতে ।
সংকারের ব্যবস্থা তোমার মত অসুরের স্থিরই আছে । প্রাণটী করায়ত্ত
করতে যতক্ষণ ।

গয়া । বড় দুঃখের বিষয় হবে, কৃতান্ত ! নিতান্তই যখন দেখবে
যে এ গয়াসুরের প্রাণটী এমনভাবে অমরতার লৌহ-বর্শে সুরক্ষিত,
তখন কিন্তু একান্ত হতাশ আর লজ্জা নিয়েই ফিরে যেতে হবে
মৃত্যুপতিকে ।

যম । অসুর হ'লে কি এই সাধারণ জ্ঞানও তার থাকে না ?
কাল চিরকাল নিত্য—আর অমরতার কৰ্ম যতই দূর হ'ক, হারীত্ব কিন্তু
তার কল্পাস্তুর সীমা দিয়ে আবদ্ধ

গয়া । প্রতি মুহূর্ত্তে জীব যে কালকে অতিক্রম ক'রে চ'লে যাচ্ছে, এ
স্বল্পদৃষ্টি না থাকাতো কালের পক্ষে নিতান্তই লজ্জার বিষয় । তোমার
মত বহু বহু কাল বহুকাল ধ'রেই যে এক মহাকালের কবলে গিয়ে
নিঃশেষ হ'য়ে পড়েছে ? তবে তুমি নিত্য হ'লে কিসে ? নিত্য তুমি
নও—কাল, নিত্য একমাত্র সেই মহাকাল । যার মূর্ত্তি আছে, তারই

ধ্বংস আছে । তুমি কালদণ্ড ধ'রে সন্মুখে আমার মূর্ত্তিমান্ হ'য়ে দাঁড়িয়ে
আছ—অথচ তুমি নিজেকে নিত্য ব'লে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করছ ?
এ মিথ্যা দ্বারা তোমার ধর্ম্মরাজত্বেরও পরিচয় দিয়ে ফেললে, কাল !

যম । যাও তুমি স্থানান্তরে ; কল্পান্তরে আবার সাক্ষাৎ হবে ।

গয়া । এ কি অতিথিকে ক্ষমা প্রদর্শন—না নিজ অক্ষমতার
নিদর্শন ? যাক্, আমি চ'লে যাচ্ছি এখনই ; আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ
হয়েছে—নারকিদল সকলেই চিরমুক্ত হ'য়ে স্বর্গ প্রাপ্ত হয়েছে ! চিনে
গেলায়—কৃতান্ত, তোমাকে ; কল্পান্তের দিন চিন্তে তখন আর বিলম্ব
হবে না ।

যম । উদ্ধত গয়াসুর ! এত ঔদ্ধত্য নিয়ে তোমাকে নিষ্কাণ্ডে
চ'লে যেতে দেবে না কৃতান্ত ; দাঁড়াও অস্ত্র নিয়ে ।

গয়া । ধর্ম্মরাজের আতিথ্য বুঝি এইরূপ ? অস্ত্র ধরতে আমি নি
আমি এখানে । আমার বমপুরীর কার্য্য উদ্ধার এখন স্বর্গপুরে যাত্রা
করব ।

যম । মহাযাত্রার ভীতি তোমার না থাকলেও অক্ষত দেহে স্বর্গে
যেতে পারছ না, গয়াসুর !

গয়া । এই বক্ষ পেতে দিচ্ছি, নিঃশব্দে অস্ত্রক্ষত কর ।

যম । অসুরকূলে তোমার মত বীরনীতিতে অনভিজ্ঞ কাপুরুষ
আর কয়জন আছে—গয়াসুর, যে—বীরের আহ্বান প্রত্যাখ্যান ক'রে
বীরত্বের মর্যাদা রক্ষা করতে জানে না ?

গয়া । নিতান্তই বাধা করাবে গয়াসুরকে অস্ত্র ধরতে ? কিন্তু
একটা কথা ব'লে রাখি, আমি দূর হ'তে ভিন্ন কোন অস্ত্র-বৃদ্ধ তোমার
সঙ্গে করব না ।

যম । তার মানে ?

গয়া । শুন্তে মিষ্ট হবে না, কৃতান্ত ! মানে—তুমি অস্পৃশ্য ।

যম । [উচ্চহাস্য করিয়া] কি বলে এ উন্মত্ত ! ধর্মরাজ যম অস্পৃশ্য !

গয়া । উচ্চহাস্যে উড়িয়ে দেবার কথা নয়, কৃতান্ত ! তুমি অস্পৃশ্য নও ? প্রেতপুরী যার রাজধানী—প্রেতাত্মার দল যার খাস্‌প্রজা—প্রজাগণের বাসস্থান নিরূপিত হয়েছে যার চুরাশী প্রকার নরককুণ্ড—অস্পৃশ্য প্রেতগণের সংস্পর্শে থেকে রাজত্ব চালাতে হয় যাকে, তাকে কি অস্পৃশ্য বলে না, মৃত্যুপতি ? ধর্মরাজ নামটা আছে বটে তোমার, সে কেমন জান ? স্থান বিশেষে গোচর্ম্মছেদনকারীগণ যেমন ‘ঋষি’পদবী গ্রহণ করে কিংবা চণ্ডালে যেমন নমস্‌মুনির পুত্র বলে আত্মশ্লাঘা করে, তোমার ধর্মরাজ নামটাও ঠিক তাই জেনো, কৃতান্ত !

যম । এম তুমি যথেষ্টভাষী ছুরাচার !

[উভয়ের বৃদ্ধ ও যমকে বিভাড়িত করিতে করিতে গয়াসুরের প্রস্থান ।

[নেপথ্যে] জয়—দৈত্যপতি গয়াসুরের জয় !

দ্বিতীয় দৃশ্য

হিমালয়

সুলেখাসহ ধীরে ধীরে চন্দ্রচূড়ের প্রবেশ ।

চন্দ্র । [বিষণ্ণহাস্যে] এত চেষ্টা—এত যত্ন ক'রেও গানি দূর ক'রে দিতে ত পারলে না, সুলেখা ! হিমালয়ের এই অকণ-রাগ-রঞ্জিত মনোহর উপত্যকার সমস্ত ভূমি—এই অপরিমিত শৈত্য এ ছাড়া দৈত্যের প্রাণকে ত শীতল করতে পারলে না, প্রিয়ে ! নগরের কোলাহল ছাড়িয়ে এই মহা নীরবতার মধ্যে এনে লুকিয়ে রাখলে, তবুও শান্তি দিতে পারলে না এ অশান্ত হৃদয়ে !

সুলেখা । পার্ব—সব ফিরিয়ে এনে দিতে পার্ব তোমায়, প্রিয়তম ! সুলেখার এ একনিষ্ঠ সাধনা কখনও নিফল হবে না । সুলেখা সতী—সুলেখা পতিব্রতা । তার কায়মনোবাক্যে ভগবানের কাছে তোমার মঙ্গল কামনা কখনই ব্যর্থ হবে না । নিরাশ হ'য়ো না, প্রাণাধিক ! ঐশ্বর্য হারিও না, প্রিয়তম ! একদিকে তোমার মানসিক অমুতাপ—আর একদিকে এই সুলেখার কঠোর ব্রতচর্চা ; সিদ্ধি না এনে কিছুতেই পারবে না ।

চন্দ্র । কিন্তু একটা দিকে তুমি ষোটেই চেয়ে দেখছ না, সুলেখা !

সুলেখা । [সলজ্জভাবে হাসিয়া] কোন্ দিকটা ? আমার শরীরের দিকটা ? ও একটা উপসর্গ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে তোমার, প্রতিদিনই ঐ এককথা শুনি ।

চন্দ্র । হাসির আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখতে পারছ না ত আর,

সুলেখা ! তোমার শত কৃত্রিম উৎসাহের মধ্য দিয়েও ফুটে বেরুচ্ছে. তোমার বিষাদক্লিষ্ট মলিন মুখের কালিমাময় ক্ষীণ ছবিটা—শত সেবার মধ্য দিয়েও ভেসে উঠছে, তোমার নিদ্রাহীন চক্ষের অবসাদমাখা নিশ্চলদৃষ্টি । তোমার এই অপরিমিত শাস্তির আঘাতপ্রাপ্ত অবসন্ন দেহ, আমার চোখে অজুলি দিয়ে যেন দেখিয়ে দিচ্ছে, তোমার জীবন-দীপ নিক্রান্তের সময় অতি অদূরবর্তী । সুলেখা, তুমি তিলে তিলে ধ্বংসের মুখে ডালি দিচ্ছ তোমার নিজেকে একটু একটু করে । এই অবস্থা চোখে দেখে শাস্তির আশা করতে পারে এমন অপদার্থ পশুও জগতে যে আছে, আমিই কি তার একমাত্র প্রমাণ নই ?

সুলেখা । [হাসিয়া] কেন আজ অত উচ্ছ্বাস ছেড়ে দিচ্ছ, বল ত ? আমি কে ? আমার দেহে—আমার জীবনে সংসারের কোন ইষ্টানিষ্ট নাই । আমার শুষ্ক অত ভাব্‌বার তোমার কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই. প্রাণাধিক !

চন্দ্র । তোমার জীবনে তোমার কোন ইষ্টানিষ্ট না থাকলে আমারও থাকতে পারে না, সুলেখা ? তোমার এই কথাই কি প্রমাণ করে দিচ্ছে না যে, আমার সেই ব্যভিচারকে তুমি বধার্থ ক্রমা করতে পার নি ? এত হেয় জীবন যখন আমার—সুলেখা, তখন তাকে জীবন্ত করে তোলার মহানু আত্মত্যাগ থাকতে পারে ; কিন্তু পূর্ণ-বিশ্বাস করতে আমাকে, সে কথাও কি আমাকে বুঝে যেতে হবে ?

সুলেখা । [অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া রোদন করিতে লাগিল]

চন্দ্র । বড় আঘাত দিয়ে ফেলেছি—সুলেখা, সহসা তোমাকে ; কিন্তু চিরদিন যার কাছে আঘাতই প্রাণ্য ব'লে পেয়ে এসেছ, তার কাছ থেকে আর কি আশা করতে পার ? একটা কথা রাখবে, সুলেখা ?

সুলেখা । [আত্ম-সম্বরণ করিয়া পরিকার কৰ্ণে] কি, বল ।

চন্দ্র । দেখ, কয়দিন থেকে ভাবছি বে, পিতার কাছে গিয়ে তাঁর পদতলে প'ড়ে একবার ক্ষমা চেয়ে নিয়ে আসি । মনে হয়, তা হ'লে বুঝি অনেকটা শান্তি পেতে পারব । তুমি জান না—সুলেখা, পিতার কাছে আমি কী গুরু-অপরাধে অপরাধী । সে বীভৎস দৃশ্য তুমি দেখ নি, প্রিয়ে ! যেদিন আমি সেই অশিক্ষা ক'রে প্রথম পিতার চরণে প্রণত হ'তে এসেছিলাম, সেইদিন—সেইদিন আমি—না থাক্—বলতে পারব না তোমাকে । শুনে তোমার ঐ পতিব্রতের পুণ্যদৃষ্টি একেবারে লজ্জায় ঘুণায় কলুষিত হ'য়ে যাবে । উঃ—কী অহুতাপের মহাশ্রালা বৃকের মধ্যে পুষে রেখেছি, সুলেখা !

[সাশ্রুনেত্রে অহুতপ্ত ভাবে বসিয়া পড়িল]

সুলেখা । [বসিয়া পদসেবা করিতে করিতে] যাক্, শুন্তে চাই নে সে কথা । তুমি কি বলছিলে ? পিতার কাছে ক্ষমা চাইতে যেতে চাও ? এর জন্ত আমার কাছে ত তোমার কোন জিজ্ঞাসার কারণই নেই, প্রিয়তম ! চল—এখনই চল ।

চন্দ্র । পিতা এখন কোথায়, জান ? স্বর্গে দেবাসুরের যুদ্ধে ব্যস্ত । সেইখানেই আমাকে যেতে হবে, সুলেখা !

সুলেখা । যুদ্ধের সংবাদ কিরূপে জানলে তুমি ?

চন্দ্র । কাল রাত্ৰিতে আকাশে বিনা-যেবে ঘন ঘন তড়িৎ-ফুরণ—তীক্ষ্ণরবে বজ্রনাদ শুনে যখন চমকে উঠেছিলে, তখনই আমি বুঝতে পেরেছিলাম, এ আর কিছু নয়, গয়াসুর ভাই রাণ্ডো ফিরে এসে, রাণ্ডা-ভিষেক শেষ ক'রে কুল-প্রথাগুসারে নিশ্চয়ই সশৈল্যে স্বর্গ আক্রমণ করেছে ; তারই চিহ্ন এ মহাপুণ্ড্রের কোলে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে । গয়াসুরের সঙ্গে পিতা সেখানে নিশ্চয়ই আছেন । আমার এই অহুমান

নিশ্চিত সত্য ক'রে দিয়েছে, আমাকে রাজ্যে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে গয়ানুরের প্রেরিত চর এসেছিল, কিছুক্ষণ আগে । বড় দুঃখ আজ আমার, সুলেখা ! স্বর্গ-আক্রমণে আজ সমস্ত দানবই বীরত্ব নিয়ে ছুটে গিয়েছে, আর আমি— আমি আমার জ্যেষ্ঠতাতের প্রতিহিংসা সাধনের জন্তু যে অস্ত্র-নৈপুণ্য শিক্ষা ক'রে এলাম, তার ব্যর্থতা নিয়ে প'ড়ে আছি এই তুয়ারমণ্ডিত হেমগির-শৃঙ্খের একটা নিভৃত প্রদেশে নিতান্ত জড় আর পশুর মত । ধিকার আসে না, সুলেখা ? জীবনে বীতশ্রুতা হয় না, সুলেখা ?

সুলেখা । চল যাই তবে সেই স্বর্গে ।

চক্র তোমাকে নিয়ে ত সেখানে শুধু স্ত্রৈণ নাম কিন্তে যাওয়া চ'লে না, সুলেখা ! তুমি যদি দুটোদিন মাত্র আমাকে তোমার বাহুপাশ হ'তে মুক্ত ক'রে ছেড়ে দাও, তবেই আমার সে সাধ মেটে, সুলেখা ! হয় ত সেই যুদ্ধে জয়ী হ'য়ে পিতার নিকট হ'তে ক্ষমা নিয়ে, নূতন উদ্যমে, নূতন মস্তিতে এসে আবার তোমার সঙ্গে মিলতে পারব ।

সুলেখা । [কিছুক্ষণ ছল ছল দৃষ্টিতে চক্রচূড়ের মুখের দিকে তাকাইয়া] তা'তেই যদি শাস্তি ফিরে পাও—তা'তেই যদি তোমার মানি দূর হয়, তবে যাও—প্রিয়তম, যাও—প্রাণাধিক, বীরত্ব নিয়ে একাই সেখানে চ'লে—আমি বাধা দেব না । আমি তোমার বিজয়-গৌরব মূর্তি দেখবার জন্তু তোমার প্রতীক্ষা ক'রে, মাণ্ডব্য মূনির আশ্রমেই অবস্থান করব ।

চক্র । [হাস্তমুখে] তবে এখনি যাত্রা করি, আমার লক্ষ্মীকপিনী সুলেখার শুভদৃষ্টি দেখতে দেখতে ।

[সাদরে সুলেখার চিবুক স্পর্শ করিয়া প্রস্থান ।

সুলেখা । [করজোড়ে উর্ধ্বমুখে] মঙ্গলচণ্ডী যা ! মঙ্গল কর ।

[অশ্রু মুছিতে মুছিতে প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য

স্বর্গ - রণস্থলের একপার্শ্ব

গয়ান্দুর সহ বিলোচন, মহাকায় ও সৈন্যগণের প্রবেশ

গয়া । বলুন—পিতৃব্য,
বর্তমানে কর্তব্য মোদের ।
ইচ্ছা নাই কোন দিন
দেবতার সহ করিতে বিরোধ ।
স্বর্গ-প্রলোভন ?
কিছুমাত্র পারে নাই
বিচলিত করিতে আমার ।
ইন্দ্র-সিংহাসন ?
কোন লোভ জন্মে নি তাহাতে ;
কিন্তু বাধা হ'য়ে আজি
দেবতার সনে করিতে হইবে রণ ।
দিক্‌পালগণ দানব-বিষেষে
পূর্ণ করি আছে বসি অস্তুর তাদের ।
দেবতার বার্থ আক্ষালন
আনিয়াছে টেনে ষোরে
ত্রিদিব-নগরে ।
বিনা দোষে স্বর্গবাসিগণে
পাশবিক উৎপীড়নে

বিতাড়িত করিতেছে অমরা হইতে !
 এত হিংসা পোষে সুরগণ !
 কি করি এখন— বুঝিতে না পারি ;
 তাই জিজ্ঞাসিনু,
 কি কর্তব্য মোর ।

বিলো । দানবের রণনীতি স্বতন্ত্র আকার,
 জান তুমি, নীতিজ্ঞ সম্রাট !
 দেবতার গর্ভভরা উন্নত মস্তক
 পারে না দানব কভু দাঁড়ায়ে দেখিতে,
 দীপ্ত এই তরবারি
 দেবতা-শোণিতে না করি রঞ্জিত
 ক্রমা নাহি করে কভু উদ্ধত অমরে ।
 কিন্তু— বৎস,
 তব রণনীতি নহে সেইরূপ,
 ক্রমাই ভূষণ তব অহিংস-অস্তরে :
 সুরাসুরে যে চির বিষেষ-বহি
 অলিতেছে দাউ দাউ ক'রে
 চিরদিন স্বর্গ রসাতলে,
 চাহ তুমি সে অনল
 নির্ঝাপিতে শাস্তিবারি ঢালি ;
 কিন্তু সে দুরাশা তব,
 পূর্ণ হ'তে না দেবে দেবতা ।
 সুতরাং শাস্তিকামী বীর !
 ষাত-প্রতিঘাত বিনা

না মিটিবে এ বিপ্লব কভু ।
 তাই বলি—বৎস গয়ান্ধর,
 দেবতা-আধাৰ্ত্তি
 প্রতিঘাতে কর নিবারণ !
 গয়া আর সেনাপতি,
 কহ কিবা অভিমত তব ।
 মহা । যুবরাজ !
 স্বৰ্গগত সম্ৰাটের পদতলে বসি
 আশৈশব যে শিক্ষা পেয়েছি,
 সেই অভিজ্ঞতা ল'য়ে কহি যাত্র আমি,
 'কমা' 'শান্তি' নাহি থাকে
 অশ্বরের অভিধানে কভু ।
 জানে সে কেবল—
 প্রলয়ের ঘনঘটা সম
 রণোন্মত্ত বীরবৃন্দ
 ছেয়ে ফেলে যবে এই নীরক্ৰ আকাশ,
 কধিরের উত্তাল-তরঙ্গ প্রবাহিত হয় যবে
 তুলিয়া উচ্ছ্বাস,
 সেই কুক্ৰ সমর-সিদ্ধিতে
 জানে সে কেবল
 ঝাপ দিয়ে পড়িতে উল্লাসে ।
 বহে ধমনীতে কিংবা শিরায় শিরায়
 উত্তপ্ত কধিরধারা বিছাৎ গতিতে,
 উঠে নাচি বন্ধ তার ধমকি ধমকি,

চমকি চমক-দৃশ্য উদ্দাম আনন্দে,
এইমাত্র জানি শুদ্ধ বুদ্ধ-অভিনয় ।
এই মোর শিক্ষা-দীক্ষা সম্রাট্ সকাশে ।

গয়া ।

[স্বগত] নারায়ণ !

কোথা হ'তে কোথা এনেছ আমায় !
কোথা শাস্ত, দাস্ত, সখা, মধুর ভজনা,
আর কোথা এই অস্ত্রের বঞ্চনা !

দিতে কি লাঞ্ছনা মোরে

করিয়া বঞ্চনা আজি

আনিলে এ সংসার-প্রপঞ্চ মাঝে ?

রাজত্ব-কুহক দিয়ে --

সাম্রাজ্যের গর্বে ভ'রে—

আধিপত্য অহঙ্কারে

অন্ধ ক'রে অন্ধকারে রাখিলে আমায় ?

এই কি তোমার ইচ্ছা ?

কহ, ইচ্ছাময় ! রক্তশ্রোতে ঝাঁপ দিতে

আনিলে কি রণক্ষেত্রে মোরে ?

তাই যদি ইচ্ছা তব,

তবে হ'ক পূর্ণ তোমারি কামনা ।

অন্যদিক্ দিয়া দেবসৈন্যগণ সহ যম, বরুণ ও

হুতাশনের প্রবেশ ।

বরুণ ।

গয়াস্বর !

কিবা ইচ্ছা তব ?

স্বর্গ-যাত্রিগণে আসিতে এখানে

চাহ করিতে নিষেধ ?
 অথবা তাদের স্বর্গপথ হ'তে,
 বাধ্য হ'য়ে করিয়া পীড়ন
 ফিরাব কি সুরগণ মোরা ?
 গয়া । এই কি হে দেবতার ভাষা ?
 স্বর্গ-তীর্থযাত্রী যারা—
 সাদরে তাদের আনি বসাতে স্বরগে
 কোন্ দেবতার বল না হবে বাসনা ?
 কিন্তু, কী আশ্চর্য্য !
 সেই তীর্থ-যাত্রীগণে
 করিছে দেবতা আজি শৃগাল-তাড়না !
 বিড়ম্বনা দেবতার
 এ হ'তে কি আছে বল আর ?
 পবন । গয়াসুর, স্থলবুদ্ধি অসুরের
 বুঝিবার শক্তি নাই তাহা ।
 গয়া । [ব্যঙ্গভাবে] স্তম্ভ দেহধারী সুরগণ,
 এত স্তম্ভবুদ্ধি তোমাদের
 যেন আছে—কি না আছে,
 এ সংশয় জাগে কিন্তু
 স্থলবুদ্ধি অসুরের মনে ।
 নাহি জানে স্থলবুদ্ধি অসুর কদাচ
 আশ্রয়ার্থী অতিথিগণেরে
 বেত্রাঘাতে গৃহ হ'তে দূর ক'রে দিতে ।
 এত স্তম্ভ শাস্ত্রনীতি জানে না দানব ।

পবন । [সহাস্যে] হাসি পায়, অসুরের মুখে
 দেবতা-উদ্দেশে বিক্রপের ভাষা শুনে ।
 বলি, কবে হ'লে—গয়ানুর,
 অসভ্য বর্ষের দৈত্য,
 মহাসভ্যরূপে পরিণত ?
 মূর্খ, তমোগুণাশ্রয়ী
 দানবের মুখে
 ধম্মনীতি, ভদ্ররীতি বড় চমৎকার !

ষম
 বর্তমান সময়ের এই ত নিয়ম ।
 চির পদানত যারা —
 হিতাহিত জ্ঞানশূন্য
 হিংস্র পশুসম যারা
 চিরদিন ফেরে এ সংসারে,
 সে অস্পৃশ্য জাতি আজি
 মাথা তুলি দাঁড়াইতে চায় !
 সমাজের শ্রেষ্ঠাসন
 করিবারে চায় অধিকার !
 এ হ'তে কি হাস্যকর কথা আছে, বল ।

গয় । নরক-ঈশ্বর !
 শূন্য তব নরক-আগার,
 তাই বুঝি মন্দাকিনী-নীরে
 অবগাহি আজি
 নরকের অস্পৃশ্যতা করিয়া বিধৌত,
 আসিয়াছ স্পৃশ্যতা দেখাতে ?

কিছুক্ষণ আগে
না পারি সহিতে তীক্ষ্ণ শর মম
উর্দ্ধ্বাসে পৃষ্ঠদান করি
হইলেন যিনি অদৃশ্য কোথায়,
তাঁর মুখে নীতিকথা বড় চমৎকার !

মহা । বৃথা বাক্যে নাহি প্রয়োজন ।
হীন দেবতার নীচভাষা এবে
জ্বলন্ত অক্ষর সম
মর্মান্বল করিছে দাহন
সম্রাটের আদেশ প্রার্থনা ;
পেলে সে আদেশ
মূর্ত্তে নিস্তরু করি বাচাল-রসনা ।

পবন । দিকপালগণ !
স্বর্গ-বিতাড়িত কর ।
ধর অস্ত্র দানবের দল ।
এস—গয়ানুর, দেখা যাবে কত বীর্যবল ।

গয়া । সুররক্তে ত্রিদিব রঞ্জিতে
বুঝিলাম ইচ্ছা বিধাতার ।
সেনাপতি, আদেশ আমার—
কর রণ রণনীতি না করি লজ্বন ।

[উভয় দলের যুদ্ধ চলিল, পরে যুদ্ধ করিতে করিতে উভয় দলের প্রস্থান ।

হাঁপাইতে হাঁপাইতে উর্দ্ধ্বাসে শমৈশ্বরের প্রবেশ ।

শনি । [হাঁপাইবার ভঙ্গিতে] ইয়ে হয়েছে—এঁ্যা—ইয়ে হয়েছে,
আবার সেই গয়ানুরটার সামনে প'ড়ে গিয়েছিলাম আর কি ! কিন্তু—কিন্তু

ইয়ে হয়েছে—নিরস্ত্র দেখে শনি ঠাকুরের সম্মানটা রেখে দিয়েছে ব্যাটা ; কিন্তু ঠয়ে হয়েছে—বিলোচন দৈত্যটা আমায় দেখতে পায় নি, পেলেই ইয়ে হয়েছে—গ্রহাচার্য্যকে ছ-চারটা বান মেরে সম্মানটা না রেখে পারত না অবিশ্রি ; কিন্তু ইয়ে হয়েছে—সুরেন্দ্রচন্দ্র জয়ন্তকুমার-সহ যুদ্ধের দিকেই ঘেঘেন নাই। উপরন্তু আমার মনে হয়, ইয়ে হয়েছে—নুতন কুটুম্ব গয়াসুরের দলকে ভূরিভোজন দেবার আয়োজন নিয়েই ব্যস্ত। তবে কথা হচ্ছে কি, ইয়ে হয়েছে—স্বর্গটা বুঝি আবার আমাদের বে-কায়দা হ'য়ে যায়। দিকপালদের যে রূপটা ছাগলতাড়া ক'রে নিয়ে গেল দানবেরা, তাতে ক'রে ইয়ে হয়েছে—আর যে তারা বেশ ইয়ে ক'রে উঠতে পারবে সেরূপ ইয়ে হয় না। এখন আমি ইয়ে করি কোথায় ? একান্ত ইয়ে হ'য়ে না হয় ছদ্মবেশ ধ'রে একেবারে ষাত্রীদের সঙ্গে মিশে ইয়ে ক'রে থাকি যাবে।

[নেপথ্যে] জয়—দৈত্য সম্রাট গয়াসুরের জয়।

[চমকিয়া] ঐ যে—একেবারেই ইয়ে হ'য়ে গেল বোধ হয় ! এইবেলা আমার ত ইয়ে করা দরকার হ'য়ে পড়ল। তা হ'লে ইয়ে হয়েছে—সভ্যগণ, আমি একবার ইয়ে মুখো রওনা হই, পুনরায় ইয়ে হয়েছে—এসে মশাইদের সঙ্গে আবার ইয়ে আরম্ভ করা যাবে।

[নমস্কার করিয়া প্রস্থান।

বেগে নিকশিত তরবারি হস্তে মহাকায়ের প্রবেশ।

মহা। নিরাজ্জ দিকপালগণ, বার বার আমার নিকট পরাজিত হ'য়ে পলায়ন করছে। সম্রাটকে আর দৈত্যপতি বিলোচনকে এখন বিশেষ ভাবে যুদ্ধ করতে দিই নি। একমাত্র আমি কেশরী-ভাড়িত ফেরুপালের স্ত্রায় আমি মাত্র ব্যবহার ক'রে তাদের বিভাড়িত করেছি। বহুদিনের সঞ্চিত বীরত্ব যেন কার অদৃশ্য

উৎসাহে উৎসাহিত আজ । শক্তি-তেজ কার বেন অদৃশ্য ইঙ্গিতে পরিচালিত আজ । কার বীরঙ্গনা মূর্তি যেন আজ আমার পশ্চাতে ছায়ার মত ঘুরে বেড়াচ্ছে । কার বেন উচ্চকণ্ঠের জয়ধ্বনি আজ আমার হৃদয়পূর্ণ হৃদয়ে নবীন আশার একটা উল্লাস জাগিয়ে তুলেছে । রাজকন্তা জল্পনা, যে আশার বীজ তুমি সেদিন নিজের হাতে এই হৃদয়ক্ষেত্রে বপন ক'রে রেখেছ, সত্যই কি তারে একদিন ফুলদলে শোভিত হ'তে দেখতে পাবে ?

তৎক্ষণাৎ প্রবল বেগে দিক্‌পালগণ একসঙ্গে আসিয়া আক্রমণ করিল এবং যুদ্ধ করিতে করিতে প্রশ্নান করিল । অন্য পথে মুক্ত অসিহস্তে নিতান্ত চোরের মত চন্দ্রচূড়ের প্রবেশ ।

চন্দ্র । এই রণক্ষেত্র । মদমত্ত মাতঙ্গের স্তায় আজ সেনাপতি একাই এই রণক্ষেত্রে বীরত্বের অজস্র আনন্দ উপভোগ করছে ! আর আমি দিবাভীত পেচকের স্তায় আজ রণক্ষেত্রের নির্জন প্রান্তে এসে চোরের স্তায় নিঃশব্দ নিশ্চেষ্টভাবে দাঁড়িয়ে আছি । দেবাসুর-যুদ্ধের সমস্ত বীরত্ব-গরিমা আজ যার একমাত্র প্রাপ্য হ'তে পারত, সে আজ দীনের ন্যায় কোথায় প'ড়ে আছে ! ষাকু—বৃথা অমুতাপ । যে উদ্দেশ্য নিয়ে সুলেখার অঞ্চল ছেড়ে, লজ্জা যুগা উপেক্ষা ক'রে আজ এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি, সে উদ্দেশ্য—সে মহান্ সঙ্কল্প আমাকে পূর্ণ করতেই হবে । সুলেখা—সুলেখা ! বড় অভাগিনী তুমি—বড় বঞ্চিত প্রতারিত তুমি । একমাত্র যুদ্ধের উৎসাহ আর পিতৃদর্শন করবার জন্যই আজ আমার রণক্ষেত্রে আগমন নয়—সুলেখা, প্রধান উদ্দেশ্য যা—শেষ কামনা যা, তা তুমি জান না—তা তোমার কাছে

অব্যক্ত রেখেই চ'লে এসেছি। ছ'দিন পরে পুনর্মিলনের আশা
 যখন তোমার ভেসে যাবে, হায় ! তোমার দশা তখন কী হবে !
 আজ পিতাকে অন্তরাল হ'তে চেয়ে দেগেছি, তাঁর সে প্রকুর আননে
 দেখতে পেলাম না একবিন্দুও পুত্র-বিরহের কালিমা-রেখা, গয়াসুর-গতপ্রাণ
 পিতার সেই আনন্দাশ্রুমাখা নয়নযুগলে দেখতে পেলাম না পুত্র-বিরহ
 প্রতপ্ত উদ্বেল-হৃদয়ের উচ্ছ্বাসমাখা একবিন্দু অশ্রুকণা ! কত যন্ত্রণায় দগ্ন
 চন্দ্রচূড়, আজ তা কেউ জান্ছে না ! এ যন্ত্রণার শেষ করতে চন্দ্রচূড় এখন
 প্রস্তুত হবে। পিতা ! আরাধ্য দেবতা ! জীবনে পূজা করতে পারি নি,
 সে অধিকার নিজেই হারিয়ে ফেলেছি। আজ একবার তোমাকে পূজা
 করবার পুষ্পপাত্র সাজিয়ে এনে সময়ের প্রতীক্ষা ক'রে দাঁড়িয়ে আছি।
 একবার দিও আজ আমায় সে অধিকার—দিও একবার আমায় শেষ
 অঞ্জলি দিতে, পাই যেন তখন তোমাকে একবার নিকটে---পাই যেন
 তোমার কাছে আমার শত অপরাধের ক্ষমা চেয়ে নিতে, এইমাত্র প্রার্থনা
 তোমার কাছে, দেবতা ! চললাম আমি সেই পবিত্র দেব-মন্দিরে :

[বেগে প্রস্থান।

দিকপালগণ পরিবেষ্টিত রক্তাক্ত কলেবর মহাকায়
 যুদ্ধোন্মত্ত-ভাষে প্রবেশ করিল এবং বিশেষ অস্ত্র
 নৈপুণ্য দেখাইয়া এক-একজন করিয়া সকলকেই
 ক্ষত-বিক্ষত করিয়া নিরস্ত্র করিয়া দিল,
 দিকপালগণ একে একে পরাজিত হইয়া
 পলায়ন করিল।

মহা। [অবসন্নভাবে টলিতে টলিতে] কোথায় রাজকণ্ঠা জন্মনা ?
 দেখলে না এসে, দেহের সমস্ত শক্তি, সমস্ত শোণিত দিয়ে আজ

বীরস্বের পূজা করেছে সেনাপতি ? দিক্‌পালগণের মিলিত আক্রমণের একসঙ্গে অস্ত্রাঘাত একটুও উপেক্ষা করে নি তার অস্ত্র ধরবার বিন্দুমাত্র সামর্থ্য থাকতে ? বিপর্যস্ত, ক্রতবিক্রত মুমূর্ষু শৃগালের দল পলায়ন করেছে, তার শেষ অস্ত্রবেগ সহ্য করতে না পেরে ? এ বীরস্বের একটু মূল্যও কি তোমার কাছে আমার প্রাণ্য হয় নাই, জল্পনা ? উঃ—দেহ ক্লান্ত, অবসন্ন ; দাঁড়াতে পারছি না আর । [স্বর্কণায়িত ভাবে অবস্থান]

তৎক্ষণাৎ বিদ্যুৎবেগে বরমালা হস্তে

বীরাজনাবেশে জল্পনার প্রবেশ ।

জল্পনা । বীরস্বের প্রাণ্য মূল্য নিয়ে ষণ্মাসময়ে ছুটে এসেছে জল্পনা । নাও, বীর ! নাও, বিজয়-গরিমামণ্ডিত মহাকাব্য ! তোমার বীরস্বের পুরস্কার এই জয়মাল্যের সঙ্গে বরমালা নিজ হস্তে পরিবে দিচ্ছি বিজয়-কণ্ঠে তোমার বীরাজনা জল্পনা । [মালা দুইগাছি পরাইয়া দিল]

মহা । [সানন্দ-উত্তেজনায় তড়িতের ন্যায় উঠিয়া বামহস্তে জল্পনার কণ্ঠ বেটন করিয়া] ধন্য করলে, সাথক করলে আজ আমাকে ।

জল্পনা । [দক্ষিণ বাহুদ্বারা মহাকাব্যের কণ্ঠ বেটন করিয়া] বড় দুর্বল হয়েছ—শিবিরে চল, প্রিয়তম ! [ঐভাবে উভয়ের প্রস্থান ।

নিয়তি আসিয়া গাহিল ।

গান ।

আজ রুধির-স্রোতে উঠল ভেসে দুটী শতদল ।

আজ পিয়ালু পরাণ শান্ত হ'ল পিয়ে শান্ত শীতল জল ।

তরঙ্গিনী মেশে গিয়ে সাগর-তরঙ্গে,

জীমূত অঙ্গে খেলে হের দামিনী রঙ্গে,

হ'ল বীরের সঙ্গে বীরাজনাব মিলনক্লেত্র রণস্থল ।

[প্রস্থান ।

ব্যস্তভাবে বিলোচনের প্রবেশ ।

বিলো । দূর হ'তে দেখিলাম চাহি,
 স্বয়ং সুরেন্দ্রসনে করে রণ
 রণোন্নত পুত্র চক্রচূড় ।
 প্রলয়-পরোধি-মাঝে
 ফেনিল তরঙ্গ-কণা
 নেচে ওঠে ষথা ভীষণ গর্জনে,
 তেমতি সেই রক্তসিদ্ধ মাঝে
 ছাড়িয়া হুঙ্কার
 নাচিছে উন্নত বীর বিকট তাণ্ডবে ।
 মুহমূহ কোদণ্ড-টঙ্কার—
 মুহমূহ অসির ঝঙ্কার,
 ভীমনাদে গর্জে বজ্র বজ্রধর-করে ।
 নির্ভীক অটল পুত্র
 দৃকপাত নাচি করে তার,
 উদ্ধাপাত সম
 তীব্রবেগে ছোটে বাণ তার ।
 বুঝিতে না পারি,
 কোথা হ'তে ধুমকেতু-রূপে
 ছুটে এল এ মহা আহবে ।
 দেখিলাম সবিস্ময়ে চাহি কণকাল ।
 পুত্রস্নেহ-সিদ্ধ কস্তুরনদী সম
 অন্তরের অন্তস্তলে
 এতদিন ছিল লুকায়িত ;

আজি সেই স্নেহ-সিদ্ধ
 যুহুর্ভের তরে উখলিল হেরি পুত্রমুখ ।
 নির্ঝাক-বিন্ময়ে
 স্তব্ধ করি রাখিল আশায় ।
 অশ্রু-সিদ্ধ করিতে সংঘত
 আসিলাম চলিয়া নিভূতে ;
 কিন্তু পিয়াস মেটে নি মোর—
 পুনঃ যাই দেখিতে সে মুখ ।

[বেগে প্রস্থান ।

ইন্দ্রসহ যুদ্ধোন্মত্ত চন্দ্রচূড়ের প্রবেশ ।

ইন্দ্র । ধন্য চন্দ্রচূড় !
 হেরি তব সমর-কৌশল
 বিন্ময়ে স্তম্ভিত আঁমি ।

চন্দ্র । বাক্য ছাড়—বজ্রধর, বজ্র ধর
 কর যুদ্ধ—কর যুদ্ধ শুধু ।
 হান বজ্র বক্ষে মোর যত শক্তি থাকে ;
 শতবজ্রে নিম্মিত এ বক্ষঃস্থল মোর.
 চূর্ণ হবে বজ্র ভব এ বজ্র-সংঘাতে ।
 তাই বলি, বজ্রধর,
 মহোন্মাদে কর রণ—কর রণ এবে ।
 আর কিছু চাহে না এ চন্দ্রচূড় আজি,
 একমাত্র শুধু রণ—
 শুধু রণ—শুধু রণ চাহে ।

[পুনঃ যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান ।

বেগে সুলেখার প্রবেশ ।

সুলেখা । কোথায়—কোথায় রণ করে প্রিয়তম ?
 নারিন্দু তিষ্ঠিতে একা,
 আসিয়াছি ছুটি ;
 বড় সাধ রণ তার দেখিবার তরে ।
 দেখি, সেই বিষাদ-কালিমামাখা
 নৈরাশ্রজড়িত সদা মুখখানি তার,
 কেমন উল্লাসভরা দীপ্তি ল'য়ে
 হেসে উঠে সময় প্রাক্‌গে,
 কেমনে সে বীরত্বের খনি
 বিষাদের আবরণ ফেলি
 প্রকাশিত হয় আজি বীরত্ব বিকাশি ।
 যাই, দেখি কোথা প্রিয়তম,
 কোন্ মহাবীর সনে করিছে সময় ।

[প্রস্থান ।

তৎক্ষণাৎ অন্য পথে ক্রতবিক্রম চন্দ্রচূড় ইন্দ্রসহ যুদ্ধ

করিতে করিতে আসিতেছিল ।

ইন্দ্র । [প্রবেশ পথ হইতে]
 ওঃ—বাধ্য হ'য়ে ধরিন্দু অশনি ;
 না পারি তিষ্ঠিতে আর ।
 লহ বজ্রাঘাত বৃকে—উন্নত বৃক,
 এত সাধ যদি মৃত্যু-আলিঙ্গনে ।

[চন্দ্রচূড়ের বৃকে বজ্রাঘাত করিয়া প্রস্থান ।

চন্দ্র । [আহত বক্ষঃ দুইহাতে চাপিয়া ধরিয়া] উঃ—পিতা—পিতা ! একবার এসে সম্মুখে দাঁড়াও, অঞ্জলি দেব তোমার পায়ে এই বজ্রকৃত বক্ষের তপ্তরুধির দিয়ে । এখনও নিঃশেষ হয় নি, পিতা ! তোমার অঞ্জলির জন্ত এই বে দুইহাত দিয়ে বুক চেপে রেখেছি । আঃ—সুরেন্দ্র, দয়া ক’রে তুমিই আজ পিতৃ-আলিঙ্গন দেবার উপকরণ আমাকে মিলিয়ে দিয়েছ । আর সুলেখা ! প্রেমোপহারের জন্ত তোমাকে আজ এর অংশ কিছু দিয়ে যেতে পারলাম না । তুমি অনেক দূরে ; কাছে থাকলে বঞ্চিত হ’তে না । যা এতদিন ব’সে সঞ্চয় করেছ—সেই জলন্ত স্মৃতির অনল আজীবনের জন্ত বুকের মধ্যে তোমার থেকে যাবে । উঃ—উঃ—এলে না, পিতা ? এলে না, প্রত্যক্ষ দেবতা ? তবে কি বৃথাট হ’ল আমার পূজার পুষ্পপাত্র সাজান ? দাঁড়াতে পারছি নে, মাথা ঘুবুছে—পা কাঁপছে—[ভূতলে পড়িয়া যাইতেছিল]

তৎক্ষণাৎ তীব্রবেগে উন্মত্তের ন্যায় বিলোচন আসিয়া

পশ্চাদিক্ হইতে ধরিয়া ফেলিলেন ।

বিলো । এসেছি—এসেছি, চন্দ্রচূড় ! নিষ্ঠুর পিতার শাস্তি আজ এইভাবে দেবে ন’লেই কি মৃত্যুর হাত ধ’রে এসে উপস্থিত হয়েছ ?

চন্দ্র । আঃ—কী শাস্তি ! কী শাস্তি আজ দিলে পিতা, এই অস্তিম-বিদায়ের সময়ে ! কী স্নেহমাখা বক্ষ পেতে দিলে আজ পুত্রের অস্তিম-শয্যা ক’রে ! বহুদিনের উপবাসিত ভূষিত জীবন আজ মহাতৃপ্তি নিয়ে গেল তার স্নেহময় পিতার আলিঙ্গন থেকে ।

বিলো । উঃ—কী কঠোর শাস্তি ! কী কঠোর প্রতিশোধ প্রাপ্ত হ’লাম আজ পিতৃ-পরিত্যক্ত পুত্রের চিরবিদায়-যাত্রার যাহেঙ্গুণে ! এস, বিলোচন নিষ্ঠুর কিরাত ! এইজন্যই বৃথি অপেক্ষা করছিলে এই পুত্রশোকের দাবানল-দগ্ধ জীবন-সিদ্ধুর তটপ্রান্তে । [অশ্রুধারা বহিতেছিল]

চন্দ্র । নিয়ে চল—পিতা, এমনি ক'রে ধ'রে ধ'রে মন্দাকিনীর
শীকরসিন্ধু সৈকততীরে । সেই পুণ্যক্ষেত্রে তোমার চরণে শেষ-অঞ্জলি
দিয়ে মহাধাত্রা করবে তোমার প্রিয়পুত্র চির-প্রবাসে ।

বিলো । [ছইহাতে জড়াইয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে চন্দ্রচূড়কে লইয়া
যাইতে যাইতে] চল—পুত্র, মন্দাকিনীর পবিত্র সলিলে আজ ভাসিয়ে
দিয়ে আসি আমার শেষ আশা—শেষ ভরসা দিয়ে গড়া হৃদয়-উদ্যানের এই
শেষ-ফোটা রক্ত-জবাটিকে ।

চন্দ্র । [অতিশয় কাতরকণ্ঠে] আর দিও তাতে কুমার চন্দন মেখে
স্মরণিত ক'রে, পিতা ! [অদৃশ্য হইতেই] আর কিছু চাই না, শুধু
কমা- কমা—কমা—

[প্রস্থান ।

গীতকণ্ঠে সত্যদেবের প্রবেশ ।

সত্যদেব ।—

গান ।

এই ত ফুরিয়ে গেল সব ।

সব গেল হায় কোথায় চ'লে, প'ড়ে রইল মাত্র শব ॥

পিতা-পুত্রের এতদিনের সকল অভিমান,

দেখতে দেখতে হ'য়ে গেল হায় রে অবমান.

এই ত পিতা, এই ত পুত্র, চ'লে কোথায় গেল সে মধুর রব ।

[প্রস্থান ।

উন্মাদিনী বিধবা সুলেখা হাতে তালি দিতে

দিতে প্রবেশ করিল ।

সুলেখা । এ বড় মজা—এ বড় মজা ! এমন মজা তোরা কেউ
কোথাও দেখেছিস্ ? দেখ'বি যদি, তবে আর—আজ এই সুলেখা

পাগ্লীর কাছে ছুটে আয় । এ পাগ্লীটা আজ তোদের একটা ভারি মজার কথা শোনাবে, শুনে হেসে লুটিয়ে পড়বি । এই শোন তবে কান পেতে, আমি আরম্ভ করি । একটা পাখী পুষেছিলাম, তার ভারি উড়ু-উড়ু করা বাতিক ছিল, তাই রুদ্ধ ক'রে বেখেছিলাম সোনার পিঁজুরের মধ্যে ; কিন্তু একদিন খোলা পিঁজুরে পেয়ে ছস্ ক'রে উড়ে পালিয়ে গেল কোন্ দেশে, আর পেলাম না । এই, হাম্‌ছিস্ না ত কেউ ? আচ্ছা, শুনে বা তার পর, পাখীটা বাবার সময়ে কি ক'রে গেল আমার তা জানিস্ ? আমার সিঁথির জল-জল করা সিঁতরের টিপ্ মুছে দিয়ে গেল কোন্ ফাঁকে— সর্কাজের অলঙ্কার কেড়ে নিয়ে গেল কোন্ ফাঁকে, তার পর এই ছেঁড়া কাপড় পরিয়ে পাগ্লী সাজিয়ে ছেড়ে দিয়ে গেল একটা ধূ-ধূ মরুভূমির মাঝে । সেখানে জল নাই—তরলতা, বাতাস কিছুই নাই ; আছে, একটা হাঁকার—আছে একটা বুকফাটা কারার প্রচণ্ড উচ্ছ্বাস । না, কেউ ত হাম্‌ল না আমার উপস্থান শুনে ? আর তবে শোনাব না । এখন যেতে হবে আমাকে এই মরুভূমি পার হ'য়ে অনেক দূরে । সেখানে আমার প্রাণের প্রিয়তম পাখীটির সন্ধান পাই কি না দেখতে হবে । দেখতে পেলেন তাকে—“ওগো, কেন তুমি আমার এমন দশা ক'রে চ'লে এলে ? আমার এই বালিকা-জীবনের সাধের খেলাঘর ভেঙে দিয়ে কেন কাঁদিয়ে পালিয়ে এলে এখানে ? কোন সাধই যে আমার মেটে নি, প্রাণেশ ! আমায় একটু ভাল ক'রে তোমায় চেয়েও দেখতে দিলে না ?” এইরকম ক'রে বললে যদি সে আমায় একবার তার বুকখানার ওপর টেনে নেয় নেবে না ? নেবে—নেবে—নিশ্চয়ই নেবে । আমি যাই তবে মন্দাকিনীর জলে একটা ডুব দিয়ে আমার প্রিয়তমের কাছে চ'লে । সে বড় মজা হবে—সে বড় মজা হবে । একডুবে এসে বাব—ভারি মজা - ভারি মজা—

[হাততালি দিতে দিতে প্রস্থান ।

উত্তেজিত গয়াসুরের প্রবেশ ।

গয়া । একটা মহাসংঘাতে আজ সুপ্ত সিংহের ঘুম ভাঙিয়ে দিলে, হরি ! স্বয়ং সুরেন্দ্রের বজ্রে আজ চক্রচূড় দাদা পিতার বক্ষে পুত্র-শোকের শেল বিদ্ধ ক'রে, মহানিদ্রায় নিদ্রিত ; তাই গয়াসুর আজ জ্বলে উঠেছে তার ভীষণ মূর্ত্তি নিয়ে । এ চক্র তোমার, কৃষ্ণ ! এ কয়দিন মাত্র আত্ম-রক্ষা ক'রে বৃদ্ধে একটা অভিনয় ক'রে যাচ্ছিলাম । সহ হ'ল না তোমার ত্রিলোক-বিজয়ের বর দিয়ে ? আজ সাফল্য দেখবার জন্ত ইচ্ছা ক'রেছ, হরি ! তাই বৃষ্টি গয়াসুরকে ক্রমশঃ নিয়ে এলে এই আহবে ? তাই বৃষ্টি দেবতার কাল-ধুমকেতু সাজিয়ে নিয়ে এলে তাকে এই মহা-নাটকের শেষ দৃশ্যে ? আচ্ছা, তাই হবে, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে, ঠাকুর ! আজ তোমার ভক্ত গয়াসুর ম'রে গেছে, বেঁচে আছে ত্রিলোক-বিখ্যাত ত্রিপুত্রাসুর পুত্র দুর্দ্ধর্ষ গয়াসুর । সেনাপতি আহত, চক্রচূড় নিহত, পিতৃব্য শোকগ্রস্ত, আজ আমি একা এই দানব-বাহিনী চালাব—আজ আমি রক্তাকরে দেবতার ধ্বংস-লিপি ইতিহাসে লিখে যাব । কোথায় সুরেন্দ্র ? প্রথম সম্ভাষণ আজ তাঁর সঙ্গে :

বজ্রহস্তে ইন্দ্রের প্রবেশ ।

ইন্দ্র । সুরেন্দ্রকে সম্ভাষণের পূর্বেই, সুরেন্দ্র তার নবাগত অতিথিকেই সম্ভাষণ করতে বজ্রসহ উপস্থিত ; আতিথ্যের কোন ক্রটি হ'বে না !

গয়া । কিন্তু একাকী যে ? পুত্রসহ উপস্থিত হ'য়ে অতিথি-সম্বন্ধন করলে আতিথ্য আরও গৌরব-মণ্ডিত হ'ত সুরেন্দ্রের ।

ইন্দ্র । গৌরবের জন্ত লালায়িত হ'য়ে আতিথ্য করে না বাসব, নিতান্ত কর্তব্যবোধে করে । সে কর্তব্য-পালনে গৃহকর্তারই প্রথম অধিকার ; গৃহকর্তা অক্ষম হ'লে, তবে পুত্রের ।

গয়া । ওঃ, তবে আশা আছে আমার, বাসব-পুত্রের আতিথ্যপালন দেখবার সুযোগ লাভ করতে পারব ।

ইন্দ্র । তার আগেই অতিথিকে এখান থেকে যাত্রা করতে হবে ।

গয়া । জয়-গৌরবের জয়যাত্রা এত শীঘ্র হ'লে তু ত্রিদিবের রাজপুত্রের সঙ্গে পরিচিত না হ'য়ে চ'লে যাবে না এ দানব-সম্রাট গয়াসুর তার কুণ-পূর্ণ শায়কগুলি ফিরিয়ে নিয়ে ?

ইন্দ্র । ভিকালক বরের গৌরব দানবের হস্তেই বৃদ্ধি পায় ; এটা নূতন নয়—চিরদিনই দেখে আসছি ।

গয়া । যুগান্তব্যাপী কঠোর সাধনার ফল কখনও ভিকালক হয় না । বাধ্য করে ফলদাতাকে সাধনার ফল দেবার জন্য তার তপস্যা-সঞ্চিত মহাশক্তি-প্রভাবে ।

ইন্দ্র । উত্তম । এখন প্রথম বক্তব্য সুরেন্দ্রের, আর বৃথা স্বর্গের শাস্তি ভঙ্গ না ক'রে সৈন্যসহ স্বর্গ হ'তে মশরৌরে প্রস্থান করাই দানব-সম্রাটের একমাত্র সমীচীন ।

গয়া । আর দ্বিতীয় কর্তব্য ?

ইন্দ্র । সুরেন্দ্রের এই সহপদেণ যদি নিতান্তই অকর্চক হয়, তা হ'লে দ্বিতীয় বক্তব্য নূতন কিছু নয়, বাধ্য হবে এখনি সুরেন্দ্র তার স্বর্গ যাতে দানব-পদদাপে আর কলুষিত না হয় তার জন্য । স্বর্গের এই উপস্থিত উপদ্রব-আবর্জনা দূর করবার জন্য সুরেন্দ্র তার এই [বজ্র দেখাইয়া] : স্মার্কনো নিয়ে প্রস্তুত হ'য়েই এসেছে ।

গয়া । ও স্মার্কনৌতে বৃত্রাসুর দূর হ'তে পারে, কিন্তু গয়াসুরকে দূর করতে হ'লে নূতন দর্শাচির প্রয়োজন হবে, বাসব !

ইন্দ্র : এস— দাস্তিক, তোমার বরদৃশু তেজ আজ পরীক্ষা করব ।

গয়া । পরিণাম পূর্ব হ'তে জানুবার অভিজ্ঞতা সুরেন্দ্রের যথেষ্টই আছে । আচ্ছা, বৃদ্ধ চলুক ।

[উভয়ের বৃদ্ধ, পরে বিতাড়িত ইন্দ্রের পশ্চাতে গয়াসুরের প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃশ্য

অশ্বঃপুর-দ্বার

অগ্রে শচী, পশ্চাৎ উত্তেজিত জয়ন্তু আনিতেনি।

জয়ন্তু । না--জননি, আজ গয়াসুর আমার ভাই হ'য়ে আসে নি স্বর্গে তোমাকে প্রণাম করতে, আজ এসেছে সে অসুরের গর্ভ নিরে সুরগণের উপর অসুরের আধিপত্য বিস্তার করতে ; কাজেই তার সঙ্গে শাক্ষাৎ করবার সজ্জা আজ বীরসজ্জা জয়ন্তুর ।

শচী । তুমি ভুল করছ, জয়ন্তু ! তুমি আজ উত্তেজনায় বশে গয়াসুরের প্রতি অন্যায় দোষারোপ করছ । গয়াসুর ইচ্ছা ক'রে আধিপত্য বিস্তার করতে স্বর্গে আসে নি, আসতে হয়েছে তাকে বাধ্য হ'য়ে রণ-সজ্জায় দিকপালগণের দানব-বিদ্বেশ-বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে । দেব-দূতের মুখে স্পষ্টই কি দিকপালগণ উদ্ধত ভাষা দিয়ে পাঠিয়ে দেয় নি গয়াসুরকে টেনে আনতে এখানে ?

জয়ন্তু । কিন্তু গয়াসুর—[দূরে জনৈক দূতকে সহসা আনিতেনি দেখিয়া] কি সংবাদ দূত ?

দূত : দৈত্যরূপে স্বয়ং সুরেন্দ্র গয়াসুরের হস্তে পরাস্ত হ'য়ে অদৃশ্য—

জয়ন্তু । সেই সংবাদ নিয়ে এসেছ, দূত ? যাও তুমি । [দূত প্রস্থান করিলে লজ্জা এবং বিষয়ে] মা !

শচী । এ লজ্জা, এ বিষয় তোমার স্বাভাবিক, জয়ন্তু ! দূতের বার্তা সত্য হ'লে আর যে মুখ নিয়ে দাঁড়াবার স্থান রহিল না স্বর্গে ? পুত্র গয়াসুর বিজয়-গৌরব নিয়ে মায়ের চরণে প্রণাম দিতে যখন এখানে উপস্থিত

হবে, তখন কোথায় ঢেকে রাখবে শচী তার এ গ্লানিভরা মুখখানা ? কোথায় লুকিয়ে রাখবে এই বিষ-জজ্বরিত সন্ধ্যা শচী তার রক্ত হারের অন্তরালে ? গয়াসুর-রণে আজ বজ্রধর বাসব পলায়িত ! বিশ্বাস করতে দম আটকে আসছে না—বিশ্বাস করতে হৃদয় ছিঁড়ে যাচ্ছে না ? দূত কেন এসে বললে না যে, গয়াসুর-রণে সুরেন্দ্র আজ মূর্ছিত ? তা হলে এখনি ছুটে গিয়ে সেবা করতে পারতাম, কিন্তু—কিন্তু—উঃ ! যা জয়ন্ত, আমার চোখের সামনে থেকে সরে যা ; তোদের দেখলে বিষয়ে উঠছে আমার সন্ধ্যা ।

জয়ন্ত : বাচ্ছ, যদি পিতৃ-কলঙ্ক ধুয়ে দিমে আসতে পারে জয়ন্ত তার এই শাণিত রূপাণ চূর্বয়ে গয়াসুরের শোণিতে, তবেই ফিরে আসবে সে তার জননার কাছে ; নতুবা—না । [প্রস্থানোত্তত]

শচী । যেয়ো না--দাড়াও, পুত্র ! পাতর কলঙ্ক মুছাবার প্রথম অধিকার তার পত্নীর ; তাহ আমহ আগে যাব সে কলঙ্ক দূর করতে । দেখিয়ে আসব গয়াসুরকে, দেবেক্রাণী তার পাতর অমর্যাদার গ্লানি অন্তঃপুরে বসে অভ্যমানের অশ্রু দিয়ে শুধু ধুয়ে ফেলে না, সে গ্লানি সে ধুয়ে ফেলতে জানে স্বহস্তে ছিন্ন শক্র-শরের কাধরধারা ছড়িয়ে দিয়ে । দাও তোমার ঐ শাণিত রূপাণ তোমার মায়ের হাতে, আর চেয়ে দেখ তার ভীমাভৈরবী মূর্তির দিকে বিশ্বয়দৃষ্টিতে । [জয়ন্তের তরবারি লইতে যাইতেছিলেন]

তৎক্ষণাৎ দূতের পুনঃ প্রবেশ ।

দূত । অপরাধ ক্ষমা করুন দূতের ; আমি ভুল সংবাদ দিয়েছিলাম । সুরপতি পলায়িত নন, দানব-বাহিনীর অন্তরালে মুহূর্ত্ত মাত্র মূর্ছিত থেকে পুনরায় জলন্তমূর্ত্তিতে গিয়ে বজ্রনিক্ষেপে গয়াসুরকে ভূপাতিত করেছেন ।

জয়ন্ত । বাৎ—

[দূতের প্রস্থান ।

শ্রীপাদপদ্ম

[৫ম অঙ্ক ;

শচী । স্থির হ'লাম, জয়ন্ত ! কিন্তু ভীমাভৈরবী মূর্তির পরিবর্তে এবার মাতৃমূর্তিতে যেতে হবে মূচ্ছিত পুত্রকে সেবা করতে ।

জয়ন্ত । কী মা—তুমি আমার মা ! কা মহীয়সী—গরীয়সী জননীর গর্ভে জন্মেছিলাম আমি ! কোথাও দেখি নাই—কোথাও নাই এমন মহা-মহিমময়ী মা । এই পতি-কলঙ্ক দূর করতে যে মা করাল কুপাণধারিণী ভীমাভৈরবী মূর্তিতে পুত্রকৃধির পানে উদ্ভত—পর মুহূর্তে আবার সেই মা মূচ্ছিত পুত্রের সেবা করতে সেই ভৈরবী-মূর্তির পরিবর্তে এই স্নেহময়ী, মমতা ময়ী মাতৃমূর্তি ধ'রে দাঁড়িয়ে ! মা—মা ! জন্ম-জন্ম যেন তোমার মত মা পাই ।

দূতের পুনঃ প্রবেশ ।

দূত । সুরপতি গয়াসুর-রণে পুনরায় মূচ্ছিত, কুমার !

জয়ন্ত । যাও—

[দূতের প্রস্থান ।

শচী । যাবার তবে প্রয়োজন হ'ল না পুত্রের কাছে আর । এবার যাও—জয়ন্ত, তোমার অধিকার এবার এ যুদ্ধে ; আর বিলম্ব ক'রো না, আমি চললাম অন্তঃপুরে ।

[শচীর প্রস্থান ।

জয়ন্ত । গয়াসুর ! আজ তাই বলে বুকে নেবার পথ রুদ্ধ জয়ন্তের । আজ চল জয়ন্ত করাল মূর্তিতে করাল কুপাণ নিয়ে তোমার কৃধির দেখতে ।

[কিঞ্চিদগ্রসর]

সন্মুখে গয়াসুর হাশুমুখে দণ্ডায়মান ।

গয়া । যেতে হবে না রণক্ষেত্র পর্য্যন্ত । পিতা মূর্ছাভঙ্গে স্তম্ভ শরীরে মন্দাকিনীর শীতল সমীর সেবন করছেন । তাই এসেছে, তার দাদাকে দেখতে আর মায়ের চরণে প্রণাম করতে ।

জয়ন্ত । [গন্তীরমুখে] ভুল করছ, গয়াসুর ! আজ এখানে তোমার জয়ন্ত দাদা নেই—আর মাতৃ-দর্শনের দ্বার তোমার কাছে এখন রুদ্ধ ; স্ত্র ৩রাং ফিরে যেতে পার ।

গয়া । ফিরে যাবে না গয়াসুর তার মায়ের চরণ বন্দনা না ক'রে কখনো ।

জয়ন্ত । মাতৃ-চরণ বন্দনা করতে ঠিক তুমি এবার স্বর্গে আস নি, গয়াসুর ! এসেছ, মায়ের সঙ্গে উৎপাত ক'রে মায়ের শাস্তি নষ্ট করতে ছরন্ত অশিষ্ট ছেলের মত ।

গয়া । ছরন্ত অশিষ্ট ছেলে হ'লেও মা তাকে তাড়িয়ে দেয় না—বরং মিষ্টবাক্যে তুষ্ট ক'রে রাখে । আরও বিশেষ অভিযোগ আছে মায়ের কাছে আজ । অভিযোগ-ছলে মাকে শুধু এই কথাটাই জিজ্ঞাসা ক'রে যাব যে, তাঁর স্বর্গের বিশাল অতিথিশালায় স্বর্গযাত্রী অতিথিরা এসে আশ্রয় নিয়েছে ব'লে সেই আত্ম-নির্ঘাতনকারীদের সাহায্য করতে তাঁর পতি-পুত্র একসঙ্গে মিলিত হ'য়ে কেন এই দুর্নাম কিনে নিচ্ছেন ? আরও এক অভিযোগ মায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নামে, দেবাসুরের চিরবিষেব দূর ক'রে যে সমস্বয়-সাধন করাই ছিল তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের একান্ত ইচ্ছা, আজ তার বিপরীত পথে চ'লে পুত্র কি তাঁর মহীয়সী মায়ের উদার অন্তঃকরণে আঘাত করছেন না ? সে আঘাত যে তাঁর এ পুত্রের প্রাণে বড়ই বেজে উঠেছে । এই দুটি কথার উত্তর নিয়ে আর চরণে প্রণত হ'য়ে এ পুত্র তাঁর বিদায় হবে । দাও বাসব-কুমার, একবারটি আমাকে দ্বার ছেড়ে দাও ।

জয়ন্ত । মুহূর্ত পূর্বে যে নিষ্ঠুর পুত্র তাঁর স্বামীকে হুই-হুইবার মূর্ছিত ক'রে স্পর্ধা অর্জন করেছে, তার মূলে এই বাক্যাড়ম্বর বড় চমৎকারা শোনাচ্ছে । থাক—জয়ন্ত তার পিতৃ-শত্রুকে দ্বার ছেড়ে দেবে না । তুমি প্রশ্নান করতে পার ।

গয়া । আবার গয়াসুরও কিন্তু তার মাতৃ-দর্শনের বাধাকে অতিক্রম করতে বিন্দুমাত্রও নিশ্চেষ্ট থাকবে না—এটাও মনে রাখা সুরেন্দ্র-পুত্রের একান্ত উচিত ।

জয়ন্ত । গয়াসুর, নিবৃত্ত হও এ হুঃসাহস হ'তে ।

গয়া । মাতৃ-দর্শনের বাধা দূর করা পুত্রের পক্ষে একটুও হুঃসাহস নয়, বৈজয়ন্ত-কুমার !

জয়ন্ত । কর সে বাধা দূর তবে, গয়াসুর ! [অসি ধরিল ।]

গয়া । [স্বগত] নারায়ণ ! এখনও সাধ মিটল না তোমার ? [প্রকাশ্যে অসি লয় ।] এস তবে গয়াসুরের সমন্বয়-সাধন করি ।

[উভয়ের ভীষণ যুদ্ধ চলিল, পরে জয়ন্ত মুচ্ছিত দেহে পতিত হইল]

তৎক্ষণাৎ নন্দী ত্রিশূল হস্তে আসিয়া দাঁড়াইল ।

কৈলাস পয্যন্ত এর সাড়া প'ড়ে গেছে ? বেশ ; কিন্তু তুমি না এসে স্বয়ং শঙ্কর এলেই ঠিক হ'ত, ত্রিপুরবধের প্রতিশোধ নিয়ে যেতেন ত্রিপুরারি আক্ষ এই ত্রিপুর-পুত্রের নিকট হ'তে ।

নন্দী । নন্দীর ত্রিশূল আঘাতই আগে সহ্য ক'রে দেখ, গয়াসুর !

[উভয়ের যুদ্ধ, নন্দীর পলায়ন ।

গয়া । এইবার মাতৃ-দর্শনের পদম স্বেযোগ উপস্থিত, মুক্তদ্বারপথে প্রবেশ করি । [প্রবেশোদ্যত]

তৎক্ষণাৎ হান্সমুখে শচী সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন ।

শচী । কি বাবা !

গয়া । [সানন্দে] মা—মা ! [সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া উঠিল ।]

শচী । ব্রহ্মকালে পুত্রকে জয়ী হবার আশীর্বাদই মা ক'রে থাকেন ; কিন্তু আশীর্বাদেই আগেই ত জয় নিয়ে মায়ের কাছে এসে উপস্থিত যেছ, বাবা !

গয়া । একেবারে বাক্-রোধ ক'রে দিলে যে পুত্ৰকে তোমার, মা ! ঐ প্রশান্ত শাস্তোচ্ছল! স্নেহময়ী মাতৃমূৰ্ত্তি দেখে পুত্ৰ তোমার একেবারেই স্তব্ধ—ভাষা আর রসনার আস্ছে না, মা !

শচী । এমনি ক'রে নিৰ্বাক্ হ'য়ে একা ব'সে ব'সে মাকে দেখ্বে ব'লেই বুঝি তোমার জয়ন্ত দাদাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছ, বাবা ?

গয়া । হাঁ মা, তাই-ই । জয়ন্ত দাদা আজ আর ভাইকে মাতৃমূৰ্ত্তি দেখতে দেবে না ব'লে ছুটুমি কর্ছিলাম, তাই সম্মোহন-অস্ত্ৰ দিয়ে নিঃশব্দ, নিশ্চল ক'রে রেখে দিয়েছি, মা ! ঐ যে ঘুম ভেঙেছ জয়ন্ত দাদার !

জয়ন্ত । [উঠিয়া] পুত্ৰ পেয়েছ, মা ? কোলে করেছ, মা ? পুত্ৰের অস্ত্ৰ-নৈপুণ্য দেখে মুগ্ধ হয়েছ, মা ? গয়াসুর ! ভাই ! তোমার হাতে পরাজিত হ'য়েও আনন্দ রাখবার স্থান পাচ্ছি না আজ মায়ের এই বিশ্বয়কর আচরণ দেখে । কী মা আমার—দেখ একবার, ভাই ! তোমাকে এমন দেবী-মা দেখ্‌বার সুযোগ ক'রে দিয়েছিলাম, তার পুরস্কার জয়ন্ত দাদাকে একবার দাও, ভাই ! [উভয়ের আলিঙ্গন]

ইন্দ্রের প্রবেশ ।

ইন্দ্র । [হাস্তমুখে] পুত্ৰ পেয়েছ, শচি ? পতি তোমার আজ পরাজিত ঐ পুত্ৰের কাছে ।

শচী । পুত্ৰের নিকট পিতার পরাজয়, সে ত পিতার পরম গৰ্ব্ব, সুরনাথ !

ইন্দ্র । হাঁ, “পুত্ৰাদিচ্ছেৎ পরাজয়ম্ ।” এ নীতিশাস্ত্ৰের বাক্যই, শচি ! তথাপি তোমার মুখ থেকে শোনার আজ মূল্য বেশী ।

গয়া । পিতৃচরণে পুত্ৰ এই প্রথম প্রণত হবার অবকাশ পেয়েছে ।

[প্রণাম]

ইন্দ্র । এখনই বিদায় হবার প্রণাম নয় ত, গয়ানুর ?

গয়া । বোধ হয় তাই, পিতা ! আমার পাছে পাছে একজন অবিরত লেগে রয়েছেন । তাঁর বোধ হয়, আর বিলম্ব সহিছে না ; এবার যে কোথায় নিয়ে ফেলবেন, সে কথা তিনিই জানেন, পিতা !

শচী । নিজের রাজ্যে যাবে ত ?

গয়া । কোন্ রাজ্যে যাব—কার রাজ্যে যাব, আবার কোন নূতন রাজ্য আমার জন্ম তৈরী হচ্ছে কি না, এর কোন উত্তরই দেবার সাধ্য নাট আমার । সব জানেন আমার এই অদৃশ্য সহচর ঠাকুরটি । আমার কোন স্বাধীনতাই নাই ; সব দিয়ে বসেছি তাঁর রাঙা পাদপদ্মে ।

শচী । পাদপদ্ম লাভ করেছ ত ?

গয়া । কই করতে পেরেছি, মা ! পাদপদ্মলাভ হ'লে কি আর পুত্র তোমার এই রক্তের নদীতে সাতার দিতে আসত ? একবারে তাই ধ'রেই প'ড়ে থাকতাম । তবে এইবার জোর ক'রেই বলব, হয় পাদপদ্ম দাও ; নতুবা কাছে এসো না, চ'লে যাও । সে-ই যে বড় ব্যস্ত ক'রে তুলেছে আমায় । আসি, মা ! আসি, পিতা ! আসি, জয়ন্ত দাদা !

[সকলকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান ।

ইন্দ্র । জয়ন্ত, আজ তোমার সেই কথাই সত্য হ'ল । স্বর্গজয় ক'রে গয়ানুর একবারও স্বর্গ-সিংহাসনের দিকে তাকালে না ।

শচী । সে যে পরম সিংহাসন অধিকার ক'রে ফেলেছে, তার কাছে এ সিংহাসনকে গয়ানুর গ্রাহ্যই করে না ; আহা, কী ভক্ত—কী সরল গয়ানুর ! মা-ডাক শুনে আজ ধন্য হ'লাম ।

জয়ন্ত । চল মা, আজ আমাদের আনন্দ-উৎসব হবে ।

[সকলের প্রস্থান ।

ক্রোড় অঙ্ক

কোলাহল-গিরি

মস্তকে শিলা ধারণ করিয়া গয়াসুর ও

কৃষ্ণের প্রবেশ ।

কৃষ্ণ । মনে পড়ে—গয়াসুর, এখানে তুমি তপস্যা ক'রে সিদ্ধিলাভ করেছিলে ? এইখানেই তোমাতে আমাতে প্রথম দেখা, না ?

গয়া । কেন আবার সেই কোলাহল-গিরিতে আমায় নিয়ে এলে, কৃষ্ণ ? শুধু শুধু এই পাহাড় মস্তকে ক'রে তোমার সঙ্গে যুঝে বেড়াচ্ছি ।

কৃষ্ণ । না, আর ঘোরাব না । একেবারে চির-বিশ্রাম হবে তোমার এখানে ।

গয়া । তা ত হবে ; কিন্তু শমন-রাজ্যের প্রদত্ত এই উপচৌকনটা আর কতদিন মাথায় ক'রে রাখতে হবে বলতে পার ?

কৃষ্ণ । নিরোধ কৃতান্ত তোমাকে অচল ক'রে রাখবার জন্য এই শিলা দিয়েছে তোমার মাথায় চাপিয়ে ।

গয়া । আমিও দেখাচ্ছি কৃতান্তকে যে, এ তুচ্ছ শিগার ভারে গয়াসুর অচল হ'য়ে পড়ে না । ইচ্ছা ক'রেই শিলা মাথায় ব'য়ে বেড়াচ্ছি ।

কৃষ্ণ । নিজের পরাক্রম দেখাবার চেষ্টা এখনও তোমার যায় নি, গয়াসুর !

গয়া । যেতে দিচ্ছ কই, তুমি ?

কৃষ্ণ । কি পেলো তুমি আর নড়তে চাইবে না, বল দেখি, ভক্ত আমার !

গয়া । বুঝেছি, আমায় নিশ্চল ক'রে রাখা তোমারও ইচ্ছা, কৃষ্ণ !

কৃষ্ণ । আমার ইচ্ছা শুধু তাই নয়, তোমার দেহকে আমি পবিত্র তীর্থরূপে পরিণত ক'রে রাখতে চাই । সেখানে, ত্রিলোকবাগী এসে মহাতীর্থ দর্শন ক'রে যাবে ।

গয়া । তবে তাই কর, ইচ্ছাময় ! কিন্তু একটা কথা আমার—আমি নিশ্চল তীর্থ হ'য়ে এখানে প'ড়ে থাকব, আর তুমি এখানে-সেখানে ছুটো-ছুটি ক'রে বেড়াবে যে, সেটি চলবে না ; আমার এই নিশ্চল মস্তকে তোমার শ্রীপাদপদ্ম দিয়ে আমাকে চেপে রাখতে হবে । ব্যতিক্রম করলে গয়াসুর আবার সচল হ'য়ে ছুটবে ।

কৃষ্ণ । আচ্ছা, আমি গদাধর-মূর্তিতে তোমার মস্তকে আমার পদ স্থাপন ক'রে অবস্থান করব । এই কোলাহল-গিরির নাম আজ হ'তে “গয়াক্ষেত্র” হবে । পঞ্চকোশ-ব্যাপী এই গয়াক্ষেত্র পুণ্য তীর্থরূপে পরিণত হবে । ভুবনবাসী এসে এই পাদপদ্মে প্রেতপিণ্ড দান করলে, তখনই সেই প্রেতাত্মা উদ্ধার হ'য়ে ব্রহ্মলোকে গমন করবে । কল্পান্ত পর্য্যন্ত তোমার নাম ত্রিলোকে বিঘোষিত হবে ।

গয়া । তবে হরি, ভক্তবৎসল দয়াময় ! তোমার হরি-পাদ-পদ্ম রাখ গয়াসুরের মস্তকে । আমি এই চির নিশ্রামের জন্ত এখানে মস্তক রেখে শয়ন করলাম । আর কিছু আমার কাম্য নেই, কেবল একবার তোমার যুগলরূপ দেখতে চাই, কৃষ্ণ !

সহস্রা যুগলমূর্তির আবির্ভাব ও অন্তর্দ্বান ।

[গয়াসুর উত্তর দিকে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিল । কৃষ্ণ গদাধর-মূর্তিতে সেই মস্তকের শিলার উপর পাদপদ্ম রাখিয়া দাঁড়াইলেন ।]

কৃষ্ণ !—

গান ।

ওরে আমার প্রাণের ভক্ত প্রাণের গয়াস্বর ।

সব ভূষণ তো'র মিতে গেল ও'রে ভূষণভুব ॥

পেয়ে হরির শ্রীপাদপদ্ম.

ঘুচে গেল সকল বন্দ

আজ গয়াস্বরের কি সৌভাগ্য দেখবে সুরাস্বর ।

সবাত্ত চাঁদবদনে ত'বি বল তুলি উচ্চ সুর ।

[যবনিকা-পতন ।]

প্রসিদ্ধ

পুস্তকাবলীর

বিত্তাপন

পুস্তক-বিক্রেতা—

পাল ব্রাদার্স এণ্ড কোং

৫১নং বিবেকানন্দ রোড,

“বাণী-পীঠ”,—কলিকাতা।

—প্রকাশিত হইল—

১১খানি জনপ্রিয় নূতন নাটক
শ্রীপাচকড়ি চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

মা

শশী হাজারার শাণ্ড অপেরায় অভিনীত
কালকেতু ও ফুল্লরার কাহিনী মূল্য ১।০

ভাস্কর পণ্ডিত

ভোলানাথ অপেরায় অভিনীত, মূল্য ১।০

চাঁদ সদাগর

বীণাপাণি অপেরায় অভিনীত, মূল্য ১।০

মীনা ১, রেবা ১

বাল্লব নাট্যসমাজে অভিনীত,

শ্রীভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী প্রণীত

জরাসন্ধ, বজ্রসৃষ্টি

গণেশ অপেরা অভিনীত, প্রত্যেক মূল্য ১।০

নিতাইপদ কাব্যরত্ন প্রণীত

শশিস্রী

নতাস্বর অপেরা পার্টিতে অভিনীত, মূল্য ১।০

শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রণীত

নট কোম্পানীর ৩খানি মেশের অভিনয়

শক্তিশেল

মেঘনাদ-বধ, প্রমীলার চিত্তারোহণ মূল্য ১।০

শ্রীবৎস

শনিকোপে মহা-নির্ধাতন, মূল্য ১।০

প্রহ্লাদ-চরিত্র

আত্মস্তু অভিনব ভাবে রচিত, মূল্য ১।০

নূতন নাটক প্রকাশিত হইল—গ্রহণ করুন

শ্রীপাচকড়ি চট্টোপাধ্যায় প্রণীত
অভিনব পৌরাণিক নাটক

শম্বরাসুর

(শ্রীগৌরাজ আদর্শ নাত্রা সঙ্গে অভিনীত)

“যুগলবীর” শম্বর অশ্বরের
অপূর্ব বীরত্ব-কাহিনী ;
অঙ্গরা মেনকার প্রেম ও প্রতিহিংসা,
দেবাসুরে মহাসমর
রণারণে মোহিনীর মোহজাল,
রুদ্রসেনের কঠোর পরীক্ষা,
পদ্মাসতীর সতীত্ব-গৌরব
পিতৃ আক্রমণ, মাতৃকরে শিশুহত্যা
রেবতীর আলাময়ী উদ্ভেজনা
সকলই অপূর্ব মনোমুগ্ধকর,
মহজে সুন্দর অভিনয়, মূল্য ১।০ মাত্র

বৈষ্ণব-প্রবর শ্রীপাচকড়ি দে-সকলিত
সুগায়ক গোবিন্দ অধিকারীর

কৃষ্ণশাত্রা

১ম খণ্ডে—কলধ-ভঞ্জন, মান, মাধুর
৩ খানি একত্রে, মূল্য ১।০
২য় খণ্ডে—সুবল-মিলন, যোগী-মিলন
প্রভাস-মিলন একত্রে, মূল্য ১।০
৩য় খণ্ডে—চাঁদ-ধরা, কালিয়-দমন
নানিচুরি, গোষ্ঠ-বিহার একত্রে,
মূল্য ১।০
৪র্থ খণ্ডে, মুক্তালতাবলী, দেয়াশিনী
মিলন, কৃষ্ণকালী একত্রে, মূল্য ১।০
৫ম খণ্ডে, দান-লীলা, নৌকাবিলাস
অক্রুর-সংবাদ, নিমাই-সন্ন্যাস,
নিত্য-লীলা একত্রে, মূল্য ১।০

সুসংবাদ ! ছাপা হইতেছে !!

“শম্বরাসুর” প্রণেতার নূতন নাটক

মানিনী সত্যভামা

(পারিজাত-হরণ)

(বীণাপাণি নাট্যসমাজে অভিনীত)

শ্রীকৃষ্ণসহ ইন্দ্রাদি দেবগণের বুদ্ধ,

অর্জুনের সুভদ্রা-হরণ

বলরামের বুদ্ধোত্তম

কল্পিণীর সীতামূর্তি ধারণ,

সত্যভামার দর্পচূর্ণ

ভূসীপথ ও শ্রীকৃষ্ণনাম-মাহাত্ম্য

প্রকৃতি আছে, মূল্য ১।০ মাত্র ।

“সপ্তমাবতার” লেখক

শ্রীনিতাইপদ কাব্যরত্ন প্রণীত

সেই সক্রম অক্ষপূর্ণ নাটক

অন্নপূর্ণা

(বা, দিবোদাস)

সত্যধর অপেরাপাঠিতে অভিনীত,
কাশী-মাহাত্ম্যের পবিত্র কাহিনী
ইহাতে সেই নাভাস, প্রেমদাস,
সুরধ, ধীরধ, সধর, সজ্জিত,
শ্রী. মানসী, সুকুল, শিলাবতী
প্রকৃতি সকলই আছে ।

বিহার বন সর্বত্র জানেন, মূল্য ১।০ মাত্র

শাট্যামোদীগণেশ্বর সুবর্ণ-সুযোগ-সুতন শাট্য

শ্রীঅথোরচয় কাব্যতীর্থ প্রণীত
সেই হৃদয়-মহনকারী নাটক

সপ্তরথী

(ভাণ্ডারী অপেরাশাট্যে অভিনীত)
বীরকুমার অভিমহ্যুর বীরত্ব—
লক্ষণসহ কি সক্রম সন্তুখ-বুড় !
সপ্তরথী-শরে অভিমহ্যু বধ ;
জয়দ্রথবধার্থ শোকার্জ পার্থ-প্রতিজ্ঞা,
ভেজস্বিনী দ্রৌপদীর অলঙ্ক উত্তেজনা,
গীতাময়ী সুভদ্রার সংবধ,
প্রতিহিংসাময়ী রোহিণীর ছায়াশ্রুতি ;
উত্তরার প্রেমপ্রবাহে শোকের বস্তা,
ইহা কবিগ্ন এক অমর-কীর্তি !

মূল্য ১।।০ মাত্র

শ্রীঅথোরচয় কাব্যতীর্থ-প্রণীত
সেই নবরস-বিকশিত নাটক

মহাসমর

(শরীহারার অপেরাশাট্যে অভিনীত)
ক্রপদ-সভায় জ্যোৎস্নার অগমান,
কুক-পাণ্ডব মিলনে পাণ্ডাল-বুড় !
একলব্যের অপূর্ণ গুরুতক্তি !
কৌরব-সভায় শকুনির পাশাখেল,
দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ,
পাণ্ডব-নির্কাসন, অজ্ঞাতবাস,
বিরাতে ভীমের কীচক বধ,
কুকবেত্রের মহাসমরে—কুকের কোপন
বীরবর জ্যোৎস্নার বধ ।

মূল্য ১।।০ মাত্র

ভ্রা ত্তি-বি লা স

শুকবি শ্রীগাচকড়ি চট্টোপাধ্যায় প্রণীত,
বীণাপাণি নাট্যসমাজে অভিনীত । এই
নাটকে এক চোখে কাঁদিবেন, অপর চোখে হাসিবেন । যমজ চিরঞ্জীবধর ও যমজ
কিষ্কর শঙ্কুকর্ণধরের অম-রহস্তে হস্তের কোয়ারা । মূল্য ১, মাত্র ।

অথোর বাবুর অভিনব নাটক

বনদেবী

বা, সাবিত্রী-সত্যবান্
সেই বনমধ্যে সত্যবানের প্রাণত্যাগ,
সাবিত্রীর সতীত্বের অপূর্ণ বিকাশ !
সতীর তেজে যমের পরাজয়,
ব্রহ্মপতির পুনর্জীবন লাভ,
কর্তব্য প্রাপ্তি, অশ্বের চক্ষুমান,
করকৃত, বুদ্ধ-বিগ্রহ সর্বসমাবেশ ।

(সচিত্র) মূল্য ১।০ মাত্র ।

প্রথকারের অল্প করণ রসান্বিত নাটক

প্রভাস-মিলন

(শ্রীমৌরার অপেরাশাট্যের অভিনয়ার্থ)
ভক্ত ও ভাক্কের প্রাণের সামগ্ৰী,
শ্রীমতীর বিরহ, যশোদার বাৎসল্য,
শ্রীমামাদি সখাপ্রণের সখা,
গোপীপ্রণের আকুল হাহাকার,
প্রভাস-যজ্ঞের সেই বিরাই দৃশ্য,
সকলি হৃদয়ভেদী—বর্ষস্পর্শী ।

(সচিত্র) মূল্য ১।০ মাত্র

শাণ্ডীঘোদীগণের সুবর্ণ-সুযোগ-নূতন নাটক

“স্বপ্নানে মিলন” প্রণেতা রুক্মি
সিঁতাইপদ বাবুর লেখনী নিঃসৃত

সপ্তমাবতার

[সত্যধর অপেরার অভিনীত]
একাধারে রামায়ণের সারাংশ
হরধনুর্ভঙ্গ, রাম-বনবাস,
যারায়ণ, সীতাহরণ,
তরণীবধ, মেঘনাদবধ,
প্রমীলার চিতারোহণ,
স্নানবধ

প্রকৃতি সবই আছে, অতীব
বিচিত্রভাবে চিত্রিত। মূল্য ১।।০ মাত্র

শ্রীকৃষ্ণবিহারী বিষ্ণাবিনোদ-প্রণীত,

প্রতিজ্ঞা-পালন

[বা, জয়দ্রথ বধ]
(শশী হাজার অপেরাপাটিতে অভিনীত ;
কাহার প্রতিজ্ঞাপালন ? অর্জুনের ।
দ্বিতীয় অভিমুখ্যতুল্য বিকর্নের বীরত্ব,
মাধবিকার প্রেম-পবিত্রতা !
বীর-শিশু বিরজাকুমার ও মণিভক্তকে
জানি না, জীবনে কে তুলিতে পারে ।
প্রভাকরের হস্তপ্রতার প্রভাব !
উত্তরা, লক্ষ্মণা ও চন্দ্রিকার চরিত্র
অতি উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত। মূল্য ১।।০

প্রবীণ কবি শ্রীযুক্ত ভবতারণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

শশী অধিকারীর যাত্রাপাটিতে অভিনীত ২ খানি গীতাভিনয়

অজামিল-উদ্ধার ১।০ রুক্মিণী-হরণ ১।০

সুগধুর সুললিত সঙ্গীত রচনার ভবতারণ বাবু অধিতীয় ।

“কর্মফল” প্রণেতা শ্রীযুক্ত রাইচরণ সরকার প্রণীত

শশী অধিকারীর অপেরাপাটিতে অভিনীত ২ খানি নূতন নাটক

শ্বেতার্কুন

বীরবর শ্বেতবাহু রাজার সহিত
বীরেন্দ্র অর্জুনের যৌরতর সংগ্রাম
আর সেই সিংহবাহু, রজ্ঞানন্দ,
হংসধ্বজ, বৃষধ্বজ, কুশধ্বজ,
ধর্মিযুধ, অমলা, কমলা, সুশীলা,
অরুণা, কুকলিকা, কালিন্দী প্রকৃতি
অতীব প্রকরণ্যাহী। মূল্য ১।।০ মাত্র।

বেদ-উদ্ধার

ইহার যশ সর্বত্র, সর্বজনে—সর্বদেশে,
বিরূঢ় বীরত্ব, সদর্প তেজস্বিত্য,
শম্ভুগ্রীব, কুর্কন, সুমদ, সুবীথ,
উগ্রাচার্য্য, মনু, আজব, বিরাম,
অজনা, রেনুকা, বাসন্তী, লহনা, ককলা
প্রকৃতির কার্যকলাপে, কটনাচক্রে
বিমোহিত করিবে। মূল্য ১।।০ মাত্র।

সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনব নাটকাভিনয় ।

ত্রিশঙ্কু বা সপ্তবি-হজন । কবিবর কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত । সত্যবরের অপেরার মহা-অভিনয় ; এমন সুন্দর নাটকাভিনয় নাই ; সেই অষ্ট পুরুষাকারে ঘন, সেই বীরকুমার অজিত, কুটিল অঙ্গন, বিশ্বাসঘাতক ধৃষ্টকেতু, রামরূপ, আদর্শ-বীর ধীরসিংহ, মেহমতী সত্যবতী, শক্তিময়ী শক্তি, প্রেমময়ী লীলা, ঈর্ষাময়ী ছোটরাণী অনীতা, ভক্তিতরা অনিল, আনন্দ লহরী প্রভৃতি কবির কল্পনা-কাননের অপূর্ণ সৃষ্টি মেধিয়া মুগ্ধ হইবেন । [সচিত্র] মূল্য ১।০ মাত্র ।

অংশুমান উক্ত কবিবর কেশব বাবুরই রচিত । এই অভিনয়ে সত্যবর অপেরার বশঃ দিগন্তবিস্তৃত, সেই অরুণ, শঙ্করাম, সমরকেতব, প্রসন্নসিংহ, অরিসিংহ, বলাদিত্য, সিদ্ধেশ্বর, রতনচাঁদ, অসমজ্ঞা, সুধাকর, শান্তনুলাল, বটী, কমতি, মলিনা, রেবতী, কমলা প্রভৃতি চরিত্র-সৃষ্টি অতি অপূর্ণ [সচিত্র] মূল্য ১।০ মাত্র ।

জড় ভরত উক্ত কেশব বাবুর রচিত, শশী অধিকারীর দলে অভিনীত । সেই জিতাঘ, রহগণ, বীধসিংহ, সুব্রত, সন্তপ, পরস্তুপ, করুণা, হিরণ্ময়ী, পাগলিনী সবই আছে । সহজে সুন্দর অভিনয় হয় । [সচিত্র] মূল্য ১।০ মাত্র ।

কুবলাধ্ব হকবি শ্রীতোলানাথ রায় রচিত, শশী অধিকারীর শ্রেষ্ঠ অভিনয় । সেই চন্দ্রাব, কমলাধ্ব, হুমুর্খ, শক্তিচাঁদ পাগল, উজ্জানক, বীরেন্দ্র, গণিতা, বাসন্তী, রক্তমা, রক্তিনী, তিথারিনী সবই আছে । [সচিত্র] মূল্য ১।০ মাত্র ।

মাক্কাতা নবভাবের নবীন কবি শ্রীঅতুলচরণ দত্ত প্রণীত । শশিতৃষণ হাজার দলের অভিনয়ে এই নাটকের বশ গণে ঘাটে মাঠে, সেখানে সেখানে, লোকের মুখে মুখে । বরষনাসিংহ বরিশাল প্রভৃতি সকল দেশের সকল দলে অভিনয় চলিতেছে । ইহাতে সেই পিতা হ'য়ে পুত্রের স্বংপিও উৎপাটনকারী মাক্কাতা, সেই অধরীষ, সুচুকুল, চণ্ডবিক্রম, বিবেকানন্দ, ভক্তদাস, বিন্দুমতী, প্রভা, কুতীনসী সবই আছে । মূল্য ১।০ মাত্র ।

সুধবা-উদ্ধার হকবি শ্রীশশিতৃষণ দাস প্রণীত, সুধবাকে তপ্তইতলে নিক্ষেপ, তাকে তাকে মহাসমর, শ্রীকৃষ্ণের উত্তর সঙ্কট, সুধবার যুগে অর্জুনের প্রাণরক্ষার্থে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব, হংসধ্বজের মহাবৃত্তি [সচিত্র] মূল্য ১।০ ।

সগরাভিষেক হকবি শ্রীঅতুলচরণ বিজ্ঞাতৃষণ প্রণীত, ভাণ্ডারীর অপেরা-পাটীগে অভিনীত, ইহাতে সেই বাহু রাজা, সগর, প্রতর্জন, অমরসিংহ, পরমানন্দ, কুটিল, অনীতা, সুন্দরা, শোভা আছে । [সচিত্র] মূল্য ১।০ মাত্র ।

প্রমীলা উক্ত অতুল বাবুরই অতুলনীর নাটক, ভাণ্ডারী অপেরার অভিনীত । যুধিষ্ঠিরের অধমেধ-বলে অর্জুনের বিধিভঙ্গ, সুধবা, সুরথ ও নারী-দলের রাণী বীরা প্রমীলার সহ অর্জুনের ভীষণ যুদ্ধ, সেই বিখ্যাত গান "দিন কুরান যথেষ্ট চল" ও "অতুল ভবসাগর-বারি" প্রভৃতি আছে । মূল্য ১।০ মাত্র ।

কবিবর শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ কৃত

জনপ্রিয় নাটকাবলী ।

হরিশ্চন্দ্র

প্রবীণ কবি শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ কৃত, ভারতীয় অপেরা পাটীগীর্ষ কীর্তিস্তম্ভ, সেই বিশ্বামিত্রের ঋণ-শোধার্থ রাজার পত্নীপুত্র বিক্রম, নিজে চণ্ডালের দাসত্ব, রোহিতাশ্বের সর্পাঘাত, সেই ভীষণ অশান-দুশু, শৈব্যার হৃদয়ভঙ্গী করণ বিলাপ, সেই বীরেন্দ্রসিংহ, গোপাল, অন্নপূর্ণা সবই আছে । সচিত্র মূল্য ১।।

অনন্ত-মাহাত্ম্য

উক্ত অঘোর বাবুর কৃত, সত্যধর অপেরার ষণঃপূর্ণ অভিনয়, ইহাতে চিত্তাঙ্গদ, সুধীর, বিজয়সিংহ, সমর-কেতন, চন্দ্রকেতু, শীলধ্বজ, নির্ঝাসিতা বাণী করুণা, বনবাসিনী ব্যাধ-বালিকা দুলালী, নিরাশ-প্রমিকা চন্দ্রাবতী, প্রতিহিংসাময়ী উপেক্ষিতা মোহিনী প্রভৃতি সকলই আছে । দেশ-বিদেশে সর্বত্র সর্ব নাট্য সম্প্রদায়ে অভিনীত । [সচিত্র] মূল্য ১।।০ মাত্র ।

চন্দ্রকেতু

উক্ত অঘোর বাবুর কৃত, শশিভূষণ হাজারার দলে যশের অভিনয়, বিক্রমকেতু, ধর্মকেতু, ভবানন্দ, জয়সিংহ, দুর্জয়সিংহ, রস-সাগর, গগনলাল, অলকা, যমুনা, জয়ন্তী, রত্নিনী সবই আছে । মূল্য ১।।০ মাত্র ।

সংসার-চক্র

উক্ত অঘোর বাবুর কৃত, ভূষণ দাসের যাত্রা পাটীতে নব রসময় অভিনয়, ইহাতে চন্দ্রহংস, ধৃষ্টবুদ্ধি, সরলকুমার, দুর্জয়কেতন, দুলালী, ধরধর, চন্দ্রাবতী, বিঘরা, শান্তি, মনুয়া সবই পাইবেন । মূল্য ১।।০ মাত্র ।

সতী

বা দক্ষযজ্ঞ, উক্ত অঘোর বাবুর কৃত এবং ভারতীয় অপেরার ইহা অতীব যশের অভিনয় । সে দর্পাক দক্ষের শিবদেব, শিবহীন যজ্ঞাসুষ্ঠান, দশমহা-বিষ্ণুর আবির্ভাব, পিতৃমুখে পতিনিন্দা এবং যজ্ঞস্থলে সতীর প্রাণত্যাগ, শিবাসুচরণ কর্তৃক যজ্ঞভঙ্গ, সতীর বৃত্তদেহকক্ষে শিবের হৃদয়োন্মাদকারী বিলাপে নরনে অজপ্রধানে অপ্রধারা বিগলিত হইবে । মূল্য ১।।০ মাত্র ।

অদৃষ্ট

উক্ত প্রবীণ কবি অঘোর বাবুর কৃত বঙ্গী-অপেরাপাটীগীর্ষ বিজয়-বৈজয়ন্তী, ইহাতে সেই পুরন্দর, সুরধসিংহ, বীরসেন, ধীরসেন, ভৈরবানন্দ কাপালিক, খ্যালচাঁদ, বসন্তা, পিঙ্গলা, কমলা, বীরাজনা সবই আছে । মূল্য ১।।০ মাত্র ।

সংঘা

বা বিজয়-বসন্ত । উক্ত অঘোর বাবুর কৃত, ভারতীয় অপেরায় দ্বিবিজয়ী যশের অভিনয় । সেই জয়সেন, রঘুদেব, কমল, আনন্দরাম, বীরসিংহ, গাজল, কমলা, দুর্জয়ময়ী, শান্তা, হরতা সবই আছে । মূল্য ১।।০ মাত্র ।

মিবার-কুমারী

উক্ত অঘোরবাবুর কৃত, বঙ্গী অপেরাপাটীর মহাযশের অভিনয়, ইহাতে ভীমসিংহ, সুরজিৎ, অজিৎসিংহ, মান-সিংহ, অগৎসিংহ, রত্নলাল, মন্দলাল, মোহন মাধুরী, কৃকা, রঞ্জাবতী, চন্দ্রা প্রভৃতি সবই আছে, সহজে হৃদয় অভিনয় হয় । মূল্য ১।।০ মাত্র ।

সুকবি শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রণীত

ধাত্রী পান্না

বা বনবীর। উক্ত অঘোর বাবুর কৃত, ভাণ্ডারী অপেরার অভিনয়ে এক বিজয়-বৈজয়ন্তী। ইহাতে বিক্রমসিংহ, উদয়সিংহ, কমলচাঁদ, জগমল, বিজয়সিংহ, সখারাম, চৈতন্যরান, জয়দেবী, মঙ্গাকিনী, শীতলসেনী, পদ্মা, কমলা সবই আছে। মূল্য ১১০ মাত্র।

সরমা

বা বীরমাতা (তুরগীর যুদ্ধ) পণ্ডিত শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রণীত, ভাণ্ডারী অপেরার অভিনয়ে কীর্তিস্তম্ভ। ইহাতে সেই রাম-লক্ষ্মণ, তুরগী, মেঘনাদ, দকরাজ, কুন্ত, নিকুন্ত, রসমাগিকা, সীতা, সরমা, সুর্পনখা, আর সেই কুতীলক, হরজার পাষণ-ভেদী শোকোচ্ছ্বাস সবই আছে। মূল্য ১১০ মাত্র।

সিন্ধুবধ

বা অকাল-সুগরা (অভিশাপ) উক্ত অঘোরবাবুর কৃত; বটী অপেরাপাটির অভিনয়। ইহাতে ইন্দ্রাদি দেবগণের সাহিত্য রাবণের যুদ্ধ, দশরথের সুগরা, পালক সিন্ধুবধ, সখা দীনবন্ধু ও ভণিতব্যোব গীতস্থধা সবই আছে। মূল্য ১১০ মাত্র।

মথুরা-মিলন

অঘোর বাবুর অক্ষয় কীর্তি, বহু অপেরাপাটিতে অভিনীত। ইহাতে রাধাকৃষ্ণের মান-মাধুরীলা, গোষ্ঠীলা, কংসবধ প্রাই উন্মাদিনী, দশম দশা প্রভৃতি ভাবুক দর্শক ও পাঠকের চিত্তবিনোদন-নিত্যনুতন। অথচ সহজে অতি সুন্দর অভিনয় হয়। মূল্য ১১০ মাত্র।

প্রমতি-যুক্তি

সুকবি সতীশচন্দ্র কবিত্বের প্রণীত; সত্যধর অপেরার ত্রিশছুর স্মার সমান বশের অভিনয়। ইহাতে সেই হকেতু, ভজনকেতু, অমল, মকরকেতন, ধনজিত, বণজিত, সত্যব্রত, ধৃতবুদ্ধি, সাধু, অধর্ম, কামরূপ, সুরচিতা, আশা, মনোরমা, মারা, কমলা সবই আছে, মূল্য ১১০ মাত্র।

পূর্ণাহুতি

উক্ত সতীশবাবুর কৃত, সত্যধর অপেরার অভিনীত। ইহা কৃষ্ণকেন্দ্রে ধর্মযুদ্ধের শেষ পূর্ণাহুতি, অথথামা ধারা ত্রৌপদীর পঞ্চপুত্র বিশীখে নিহত, ছর্ষ্যাধনের উরভঙ্গ, বলরাম-কঙ্কা কচির প্রণয়-প্রসঙ্গ প্রভৃতি আছে, মূল্য ১১০।

সরোজিনী

প্রখ্যাত নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত বিশ্ববিজয়ী ঐতিহাসিক নাটক, বহু থিয়েটার ও অপেরাপাটিতে অভিনীত। সহজে সুন্দর অভিনয় হয়। সেই রাণা লক্ষ্মণসিংহ, বিজয়সিংহ, বনধীর, তৈরবাচার্য্য, আলীউদ্দীন, সরোজিনী, রোষণারা, মনিরা, অমলা ইত্যাদি সবই আছে, মূল্য ১১০ মাত্র।

কনোজ-কুমারী

নাট্যবিনোদ অন্নদাপ্রসাদ ঘোষাল প্রণীত। বীণাপাণি নাট্যসমাজে অভিনীত। পড়ে পড়ে ছড়ে ছড়ে বের গীরাশুভা বসানো, সহজে সুন্দর অপেরা অভিনয় হয়। মূল্য ১১ মাত্র।

দুর্ভাসা-দমন

বা অধরীষের ব্রহ্মশাপ, ভাবুক কবি শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্তী প্রণীত, অতনু দাস, শশী অধিকারীর বাজাপাটিতে বশের অভিনয়; সেই বিরূপ, কেতুমান, সেই মহরী, লীলা, সেই শ্রেয়দাস, ভজনদাস, ভীষণ চক্রান্ত, কৃষ্ণ সবই আছে, সহজে সুন্দর অভিনয় হয়, [সচিত্র] মূল্য ১১০ মাত্র।

বিশ্ব-বিমোহন অভিনব নাটক

শৈশব-সাধনা

বা প্রবচরিত, শ্রীনিতাইপদ কাব্যরত্ন শ্রেণীত, সত্যস্বর অপেরার অপূর্ব অভিনয়। ইহাতে সেই উত্তানপাদ, প্রব, উত্তম, সর্বর্ণ, হুবাদী, সংযোগ, হনীতি, হরুচি, ঠরাবতী প্রভৃতি আছে, মূল্য ১।০ মাত্র।

শ্মশানে মিলন

ভাবুক-কবি শ্রীনিতাইপদ কাব্যরত্ন শ্রেণীত; এবং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আদ্যকর দলে মহাসমাবেশে অভিনীত, ইহাতে আছে—সেই সেনাপতি বিবাটকেতনের বিরাট বড়বস্ত্র, নক্ষীণ ভীষণ চক্রাঙ্গ, পশবিন্দুর আশ্রয়গ; আয়সাত্তের হস্তের তরঙ্গ—নানা বস্ত্রভঙ্গ, আরও আছে শোকাকুলা শৈবাসতী, প্রেমাকুলা দেবসেনা, শক্তি পাগলিনীর গীত-সহরী প্রভৃতি। এমন দিগন্তব্যাপী যশের অভিনয় আর নাই। [সচিত্র] মূল্য ১।০ মাত্র।

যুগল বীর-কুমার

“শ্মশানে মিলন” প্রাণতী শ্রীনিতাইপদ কাব্যরত্ন শ্রেণীত, সত্যস্বর অপেরা পাট্টিক অভিনয়; ইহাতে শ্রীরামের অশ্বমেধ যজ্ঞ, লব কুশেব যুদ্ধ, পুত্র-পরিচয়, অকাল মৃত্যু, বান্দীকি, অবতার, অবতারের সেই “আমার বাবা” গান, সবই আছে, মূল্য ১।০ মাত্র।

বিক্রমাদিত্য

“শ্মশানে মিলন” লেপক নিতাই বাবুর রচিত, বালক-সঙ্গীত সমাজে অভিনীত; ইহাতে যশোবর্ধন, জ্ঞানগুপ্ত, ভর্তৃহরি, শকাদিত্য, ভদ্রানন্দ, মুখগর্ভস্থ, তিলোত্তমা, ভানুমতী সবই আছে। মূল্য ১।০ মাত্র।

শিবি-চরিত্র

শ্রেণী কবি প্রমথনাথ কাব্যতীর্থ বিরচিত ও সতীশ মুখার্জির দলে যশের অভিনয়, সেই বিকর্জন, জয়সেন, শ্রুসেন, বিক্রম, পৃথুপাল, কীর্তিসিংহ, শক্তি ও শান্তি, জয়ন্তী, হুশীলা সবই আছে। মূল্য ১।০ মাত্র।

জয়দেব

ইহাও উক্ত প্রমথ বাবুর রচিত; এবং সতীশ মুখার্জির অপেরার অভিনয়ে কোহিনূর-মণি; ইহাতে সেই সত্যানন্দ, ধীবানন্দ, হলায়ুধ, লক্ষ্মণসেন, বিক্রমসেন, কীর্তিসেন, কমলিনী, গঙ্গাবতী, নন্দাদা প্রভৃতি আছে, মূল্য ১।০ মাত্র।

কল্যাণী

“শ্মশান” লেপক সেই তেজস্বী নাট্যকার শ্রীপদ্মপতি চৌধুরী শ্রেণীত। সতীশ মুখার্জির উচ্ছল অভিনয়। ইহাতে সেই চন্দ্রকেতু, মেনাকবাহ, মনোচোরা, চঞ্চলা, জালাবতী, সৃগালিনী সবই আছে। মূল্য ১।০ মাত্র।

শ্মশান

শ্রীকৃষ্ণ পদ্মপতি চৌধুরী রচিত; সতীশচন্দ্র মুখার্জির অপেরার গৌরবপূর্ণ অভিনয়। সেই জয়চন্দ্র, পৃথীরাজ, সমরসিংহ, বিজয়সিংহ, হুধীর ও ধীরেন্দ্রসিংহ, কল্যাণসিংহ, মঙ্গলাচার্য, অবিজ্ঞা, বিবেক, ধর্মক্ষেপা, ইন্দুমতী, বিমলা প্রভৃতি সকলই আছে। মূল্য ১।০ মাত্র।

সুযজ্ঞ

উক্ত পদ্মপতি বাবুর কৃত, ভাণ্ডারী অপেরার বিজয়-নিশান। ইহাতে কবির কল্পনা-কানের সেই অজিতবাহ ও ভীমসিংহ, সেই নবকুমার ও হত্যাগা, সেই কুহকের বড়বস্ত্র ও চক্রাঙ্গ, সেই ছায়াবতী, বৃষ্টিমতী প্রতিবিম্বা, রণোন্নাসিনী শৈলেন্দ্রী সবই আছে, সহজে হৃদয়ের অভিনয় হয়, মূল্য ১।০ মাত্র।

সর্বজনপ্রিয় নাটকান্ধনয় ।

গন্ধেশ্বরী

কাব্যবিনোদ শ্রীরাইচরণ সরকার প্রণীত; শশী অধিকারী
যশের অভিনয়, ইহাতে সুবর্ণবট, জয়ন্ত, গন্ধার, নাগার্জুন,
স্বন্দরাস, কাঞ্চন, কৌশিক, দেবদাস, সচ্চিদানন্দ, বেঁটু ঠাকুর, অক্ষি, চন্দ্রাবতী, সুরমা,
প্রভৃতি আছে, মূল্য ১।০ মাত্র ।

কর্মাফল

শ্রীরাইচরণ কাব্যবিনোদ প্রণীত । বটী অপেরা পাট্টে বিক্রম-নিশান ।
ইহাতে সুরধ বসুমিত্র, সুমিত্র, সঞ্জয়, পুরঞ্জয়, শঙ্কু, বলাধিতা, রত্নদমন,
সুরি, প্রতিভা, মালতী; কর্মদেবী, সুবমা প্রভৃতি আছে । মূল্য ১।০ মাত্র ।

পাষণ্ড-দমন

উক্ত রাইচরণ বাবুর কৃত, শশী অধিকারীর নিশ্চয় অভিনয় ।
ন.রাত্তম দাস, পবিতোদ, সংস্থান, শঙ্করবাবু, চাঁদরায়,
কেতুমান, অংশুমান, অরিসিংহ, রত্ননাথ, সুরমালা, গৌতমা প্রভৃতি আছে মূল্য ১।০ মাত্র

পাঞ্চালী

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীরামচন্দ্র কৃত কাব্য-বিশারদ বিরচিত । বটী অপেরা
পাট্টে যশের অভিনয় । ইহাতে যতুগুড় দাহ, হিড়িম্ব ও বকাসুর
বধ, জ্যোতীর স্বয়ংবর, লক্ষ্যভেদ প্রভৃতি আছে । মূল্য ১।০ মাত্র ।

পুঙ্কল-মোচন

উক্ত পণ্ডিত রামচন্দ্র কৃত বাবুর রচিত, গণেশ অপেরা-
পাট্টে অভিনয়ে চাবিনিকে অরজৎকার । শান্ত-সমুদ্র-মন্তমে
একাধারে এই সর্বসময় পালি উৎপত্তি, অঙ্কে অঙ্কে বিরাট ব্যাপার । পাঠ বা অভিনয়ে
কণে কণে হৃদয় স্তম্ভিত, পুলকিত ও বিগলিত হইবে । মূল্য ১।০ মাত্র ।

ভীষ্ম-বিজয়

(অস্বাচরিত) পণ্ডিত রামচন্দ্র কৃত কাব্যবিশারদ কৃত, ভাণ্ডারী
ও বটী অপেরার অতীব প্রশংসার সহিত অভিনীত, পরশুরামের
সহিত ভীষ্মের দারুণ মরণ, গুরু শিষ্যে অকালে প্রলয়-বিষম, রত্নানন্দ কপালিকের
বিরাট বড় বড়, দারীর প্রতিহিংসা, সবই পাইবেন । মূল্য ১।০ মাত্র ।

ভার্গব-বিজয়

উক্ত রামচন্দ্র কৃত, গণেশ অপেরা পাট্টে অভিনীত ;
ইহাতে সেই পরশুরাম কর্তৃক নিঃকজিরা ধরণী, গণেশের
দত্ততন, বিধনমন, ত্রিপুঞ্জর, সমরসিংহ কলিঞ্জর, হরেকোপা, রেণুকা, বিলোলবালা, বর্ণপ্রভা,
অবিভা, উচ্ছর সবই আছে, মূল্য ১।০ মাত্র ।

সহস্রকঙ্ক রাবণবধ

শ্রীরামচন্দ্র কৃত কাব্যবিশারদ কৃত, ভাণ্ডারী
অপেরায় অভিনীত । ইহাতে রান লক্ষ্মণ,
হিরণ্যবাহ, কালযবন, শরত, অজ্ঞান, মাল্যবান, বিরোধ, শতামোদ, সীতা, অসীতা,
হুলোচনা সবই আছে, মূল্য ১।০ মাত্র ।

তরুণীসেন বধ

বা তরুণী-তরণ । হুকনি শ্রীকৃষ্ণবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়
প্রণীত । ভূষণদাসের বাজানলে যশের অভিনয় । শ্রীরাম
গঙ্গাধর সহ তরুণীর অপরূপ তক্তি-বুদ্ধে সর্বত্র রোমান্তিক হইবে । পুত্রশোকাভূত
বিতীর্ণের হৃদয়ভেদী বিলাপে পাষণ্ড কাটিবে, জ্ঞান ও আনন্দের সেই মিত্য নুতন তক্তি-
সম্প্রদিত প্রত্যেক গানে হৃদয় গলিবে । সহজে সুলভ অভিনয় হয়, মূল্য ১।০ মাত্র ।

প্রহসন সংগ্রহ

এই ৭ খানি প্রহসন রঙ্গ-বিশেষ। বহুদিন হইতে বহু থিয়েটার ও যাত্রার দলে বহুবার অভিনীত হইয়াও যাহা অগ্ৰাপি নিত্য নূতন, এখনও যাহার অভিনয়ে থিয়েটার ও যাত্রায় লোকে-লোকারণ্য, আমরা চারিদিকে হাসির রোল উঠে, এমন প্রহসনগুলি ছাপা না থাকায় অনেকে অনেক দিন হইতে পুস্তকভাবে ইহার অভিনয়ে ব্যস্ত, সেই অভাব মোচনের জন্য বহুকাল পরে পুনরায় ছাপা হইল।

(এই প্রহসনগুলি অতি অল্প সময়ে, অল্প লোকে, অতি সুন্দর অভিনয় হয়)

চক্ষুদান বারমুখো বেশ্যানুক্ত স্বামী, সতী স্ত্রীর কোণলে পড়িয়া কিঞ্চৎ সমুচিত শিক্ষালাভ করিল, দেখিয়া হাস্য সংবদন দুঃসাধ্য হইবে। মনোমোহন ও বহু থিয়েটারে অভিনীত। মূল্য ১০ মাত্র।

উভয় সঙ্কট দুইবিবাহ করিয়া দুই দিক হইতে স্বামী বেচারার মন-মোহনের দোল খাওয়া দেখিয়া হাসিয়া অস্থির হইল, স্ত্রীশাল, বেঙ্গল প্রভৃতি বহু থিয়েটারে অভিনীত। মূল্য ১০ মাত্র।

যেমন কর্ম তেমন ফল কুলস্ত্রীর প্রতি কৃষ্টি—সতীর হাতে জব্দ সাজা। মুগ্ধক, পেছার প্রেমের মাথে গাধা সাজা, ভারি মজা। স্ত্রীশাল, বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত; মূল্য ১০ আনা।

জেনানা-যুদ্ধ দুই সতীনে বগড়া করে, চোর বেচারার মার খেয়ে মরে। শেষে প্রাণ নিয়ে টানটানি, মূল্য মাত্র চার-আনি। আনা থিয়েটারে অভিনীত, প্রামোফোন বেকর্ডে প্রচলিত।

বুঝলে কিনা বা ডল দলপতি দণ্ড, দলপতির মহা কেলেকারী, মেধুরাণীর প্রেমে আত্মহারা, শেষে ধরা পড়া, পাপের প্রারম্ভিত হাসিতে হাসিতে বক্রিশ নাড়ীতে টান ধরিবে। মূল্য ১০ আনা মাত্র।

হিতে বিপরীত বিয়ে পাগলা বড়োর বিয়ে। গাধার টোপর মাথায় দিচ্ছে। ঘোড়ার ভিতরে কঁকো ক'নে। হাঃ হাঃ হ্যাঃ হসে ঝাটিনে! বাসর-ঘরে বসের গান—চুশো মজা! মূল্য ১০ মাত্র।

দায়ে প'ড়ে দারগ্রহ হাত্ত-কৌতুকে পূর্ণ; সেই অগমোহন, সতীশ, কমলমণি ও বেদিনীদের মৃত্যুগীত সব আছে। মূল্য ১০ আনা।

এই প্রহসনগুলি ঠার, বেঙ্গল, স্ত্রীশাল, মনোমোহন, মিনার্ভা প্রভৃতি নানা থিয়েটার ও বহু যাত্রাদলে অভিনীত। আমরা বহু প্রহসন হইতে বাছিয়া এই ৭ খানি অতি উৎকৃষ্ট প্রহসন প্রকাশ করিলাম। আমাদের অভিপ্রায় এই ফাসগুলি পুনরায় পূর্বের জায় সর্বত্র যাত্রা থিয়েটারে অভিনীত হইয়া দর্শকমণ্ডলীকে বিমল আনন্দ দান করুক।

Day's Sensational Detective Novels.

লক্ষপ্রতিষ্ঠ প্রতিভাবান্ ঔপন্যাসিক
শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে মহাশয়ের
সচিত্র উপন্যাস-পর্ষ্যাব্দ
পরিমল

ভীষণ-কাহিনীর অপূর্ব ডিটেক্টিভ-রহস্য ।

বিবাহরাত্রে বিমলার আকস্মিক হত্যা-বিভীষিকা । পরিমলের অপার্কি
দায়িত্ব ! ভীষণবুদ্ধি ডিটেক্টিভ সম্ভাবচক্রের কোশলে ভীষণতম গুণরহিত
ভয়ে ও দস্যুদলপরিবেষ্টিত হইয়া অপূর্ব হুঃসাহসিক কোশলে আত্মরক্ষা
—একাকী দস্যুদল-দলন । একদিকে যেমন ভীষণ ভীষণ ব্যাপার—আর
একদিকে, আবার তেমনি ছত্রে ছত্রে সুধাকরে অনন্ত প্রেমের বিকাশ
ঘোষণা ! আরও দেখিবেন, রূপভূষণা ও বিষম-শালসায় মানব কেমন
কল্পিত্য দানব হইয়া উঠে ! [সচিত্র] সুরমা বাঁধান, মূল্য ৮০ মাত্র ।

মনোরমা

কামাখ্যাবাসিনী কোন সুন্দরীর অপূর্ব কাহিনী ।

ঔপন্যাসিক উপন্যাস । কামরূপবাসিনী রমণীদের প্রণয়-রহস্য
অনেকে অনেক শুনিয়াছেন, কিন্তু এ আবার কি ভয়ানক দেখুন—
তাহাদের হৃদয় কি নিদারুণ সাহসে পরাক্রমে পরিপূর্ণ ! সেই ভয়ানক
হৃদয়ে বিকসিত প্রেমও কি ভয়ানক আবেগস্বয়—সর্পী সুবর্ণরূপা !
সেই প্রেমের অস্ত অস্ত শালসায় প্রেমোন্মাদিনী হইয়া কামাখ্যা-
বাসিনী বোদ্ধনী সুন্দরীরা না পারে, এমন ভয়াবহ কাজ পৃথিবীতে
কিছুই নাই । তাহারই কলে সেই রমণীর হস্তে একরাতে পাঁচটি গুণ
বরনারী হত্যা ! [সচিত্র] সুরমা বাঁধান ; মূল্য, ৮০ মাত্র ।

উপস্থাসে অসম্ভব কাণ্ড—৯ম সংস্করণে ১৮,০০০ ক্রয় হইয়াছে যে
উপস্থাস, তাহা কি জানেন? তাহা শ্রীকৃষ্ণ পাচকড়ি বাবু

মায়াবী

অভিনব রহস্যময় ডিটেক্টিভ-প্রহেলিকা ;

ভীষণ ঘটনাবলীর এমন অলৌকিক ব্যাপার কেহ কখনও পাঠ করেন
নাই। সিন্দূকের ভিতরে রোহিণীর খণ্ড খণ্ড রক্তাক্ত মৃতদেহ, অসম্ভব
নাম—সেই খুন-রহস্য উদ্ভেদ। নরহস্তা দস্যু-সর্দার কুলসাবেবেহ
রোমাঞ্চকর হত্যাকাণ্ড এবং ভীতিপ্রদ শোণিতোৎসব। বৃশস নারকী
ঘৃণাণ, অর্ধ-পিশাচ ক্রুরকর্মী গোপালচন্দ্র, পাপ-সহচর গোরচাঁদ,
আত্মহারা সুন্দরী মোহিনী ও নারী-দানবী মতিবিবি প্রকৃতির ভয়াবহ
ঘটনায় পাঠক স্তম্ভিত হইবেন। ঘটনার উপর ঘটনা-বৈচিত্র্য—বিশ্বয়
উপর বিশ্বয়-বিত্রম—রহস্যের উপর রহস্যের অবতারণা—পড়িতে পড়িতে
হাঁপাইয়া উঠিতে হয়। প্রতারকের প্রলোভনে মোহিনী ধর্মভ্রষ্টা, শ্বেবে
হঃখে মোহিনী উন্মাদিনী, নৈরাশ্রে মোহিনী মরিয়া, কারুণ্যে পরোপকারে
মোহিনী দেবী—সেই মোহিনী প্রতিহিংসায় লাঙ্গুলাবম্বুটী, সর্পিণী।
দোষে গুণে, পাপ পুণ্যে, কোমলে কঠিনে, মমতায় নির্মমতায় মিশ্রিত
মোহিনীর চরিত্রে আরও দেখিবেন, স্বীলোক একবার ধর্মভ্রষ্টা ও পাপিষ্ঠা
হইলে তখন তাহাদিগের অসাধ্য কর্ম আর কিছুই থাকে না। বর্গীর
প্রণয়ের পবিত্র বিকাশ, এবং প্রণয়ের অসাধ্য সাধনের উদ্ভল দৃষ্টান্ত—
কুলসম ও রেবতী। একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে অদম্য আগ্রহে
কল্প পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। না পড়িলে বিজ্ঞাপনের কথায় ঠিক কল্প
ধায় না। এই পুস্তক একবার দীর্ঘকাল যন্ত্রহ থাকায় সহস্র সহস্র গ্রাহক
আমাদিগকে আগ্রহপূর্ণ পত্র লিখিয়াছিলেন। বহু চিত্রদ্বারা পরিশোভিত,
৩২৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, [সচিত্র] হ্রস্ব বাধান, মূল্য ১।৮০ মাত্র।

মায়াবিনী জুমেজিয়া নারী কোন নারী-পিশাচীর ভীতি-প্রদ
ঘটনাবলী ও বীভৎস-হত্যা-উৎসব পাঠে চমৎকৃত হইবেন।

অধিক পারচর নিয়োগজন ; ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে—বে কবতাপানী প্রহকারের
ইন্দ্রজালক লেখনী-স্পর্শে সর্বাঙ্গসুন্দর “মায়াবী” “মনোরমা” “বীমবসনা সুন্দরী” প্রকৃতি
উপস্থাস লিখিত, ইহাও সেই লেখনী-নিঃসৃত। [সচিত্র] হ্রস্ব বাধান, মূল্য ১.০ মাত্র।

কখন আঁত অন্নদিনে ৭ম সংস্করণে ১৪,০০০ পুস্তক বিক্রয় হইয়াছে.
তখন ইহাই এই উপন্যাসের প্রকৃষ্ট পরিচয় ও প্রশংসা।

শক্তিশালী যশস্বী সুলেখক “মায়াবী” প্রণেতার

অপূর্ব-রহস্যময়ী লেখনী-প্রসূত—সচিত্র

নীলবসনা সুন্দরী

অতীব রহস্যময় ডিটেক্টিভ উপন্যাস।

পাঠকদিগকে ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, ইহা মায়াবী, মনোরমার সেই সুনিপুণ, অধিতীয় শ্রেষ্ঠ ডিটেক্টিভ অরিন্দম ও নামজাদা ডঃমাহদী ডিটেক্টিভ ইন্স্পেক্টর দেবেন্দ্রবিজয়ের আর একটি নূতন ঘটনা—সুতরাং ইহা যে গ্রন্থকারের সেই সর্বজন সমাদৃত ডিটেক্টিভ উপন্যাসের শীর্ষস্থানীয় “মায়াবী” ও “মনোরমা” উপন্যাসের জায় চিত্তাকর্ষক হইবে, তাহা সন্দেহ নাই। পাঠকালে যাহাতে শেষ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত পাঠকের আগ্রহ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়, এইরূপ রহস্য-সৃষ্টিতে গ্রন্থকার বিশেষ সিদ্ধহস্ত; তিনি চরিত্র রহস্যাবরণের মধ্যে হত্যাকারীকে এরূপভাবে প্রচ্ছন্ন রাখেন যে, পাঠক যতই নিপুণ হউক না কেন, যতক্ষণ গ্রন্থকার নিজের সুযোগমত দ্বন্দ্বয়ে স্বয়ং ইচ্ছাপূর্বক অস্লি নির্দেশে হত্যাকারীকে না দেখাটয়া দিতে ছেন, তৎপূর্বে কেহ কিছুতেই প্রকৃত হত্যাকারীর স্বক্কে হত্যাপরাধ চাপাইতে পারিবেন না—অমূলক সন্দেহের বশে পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদে কেবল বিভিন্ন পথেই চালিত হইবেন; এবং ঘটনার পর ঘটনা যতই নিকট হইয়া উঠিবে, পাঠকের হৃদয়ও ততই সংশয়ান্বিতকারে আচ্ছন্ন হইতে থাকিবে। ইহাতে এমন একটিও পরিচ্ছেদ সন্নিবেশিত হয় নাই, যাহাতে একটা-না-একটা অচিন্তিতপূর্ব ভাব অথবা কোন চমকপ্রদ ঘটনার বিচিত্রবিকাশে পাঠকের বিষয়-তন্ময়তা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত না হয়; এবং যতই অসুধাবন করা যায়, প্রথম হইতে শেষ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত রহস্য নিবিড় হইতে নিবিড়তর হইতে থাকে—গ্রন্থকারের রহস্য-সৃষ্টির দেখন আশ্চর্য্য কৌশল, রহস্য-ভেদেরও আবার তেমনি কি অপূর্ব ক্রম-বিকাশ! পড়ুন—পড়িয়া মুগ্ধ হউন। ৩০৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, চিত্র-পরিশোভিত, সুরম্য বাধান, মূল্য ১।০ মাত্র।

লক্ষাধিক ১০০,০০০ বিক্রয় হইয়াছে !!!

প্রবীণ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে মহাশয়ের
সমগ্র সচিত্র উপন্যাসের তালিকা

মায়াবী	১৬০	সহধর্মিণী	১
মনোরমা	৫০	ছদ্মবেশী	১৬০
মায়াবিনী	১০	লক্ষটাকা	৫০
পরিমল	৫০	নরাধম	১
জীবনু ত-রহস্য	১১০	কালসর্পী	৫০
হত্যাকারী কে ?	১৬০	(সম্পাদিত)	
নীলবসনা সুন্দরী	১১০	ভীষণ প্রতিশোধ	১১৬
গোবিন্দরাম	১৬০	ভীষণ প্রতিহিংসা	১০
রহস্য-বিপ্লব	১১০	শোণিত-তর্পণ	১১০
মৃত্যু-বিভীষিকা	৫৬০	রঘু ডাকাত	১
প্রতিজ্ঞা-পালন	১০	মৃত্যু-রঙ্গিণী	৫০
বিষম বৈসূচন	১০	হরতনের নওলা	১
জয় পরাজয়	১	সতী-সীমন্তিনী	১১০
হত্যা-রহস্য	১৬০	সুহাসিনী	৫০

বঙ্গ-সাহিত্যে গ্রন্থকারের এই সকল উপন্যাসের কতদূর প্রভাব, তাহা
কাহারও অবিদিত নাই। সংস্করণের পর সংস্করণ হইতেছে, লক্ষাধিক বিক্রয়
হইয়াছে—এখনও প্রত্যহ রাশি রাশি বিক্রয়! হিন্দী, উর্দু, তামিল,
তেলেগু, কেনেরসী, মারাঠী, গুজরাটী, সিংহলিস, ইংরাজী প্রভৃতি বহুবিধ সভ্য
ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে, সর্বত্র প্রশংসিত। ছাপা কাগজ কালি উৎকৃষ্ট
সকল পুস্তকেই অনেক মনোরম ছবি—সুরম্য বাঁধান

